তারাবীহর সালাতে কুরআনের বার্তা

শায়খ আহমাদুল্লাহ

সূচিপত্র

১ম তারাবীহ

প্রথম তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের প্রথম দেড় পারা জুড়ে আছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার প্রথমার্ধ।

সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরাগুলোর একটি। এ জন্য হাদীসে এটিকে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল[১] বলা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিবেদন করার আগে আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করতে হয়, এই সূরায় সেটি শেখানো হয়েছে। এই সূরার মূল বিষয় তিনটি।

এক. মহান আল্লাহর প্রশংসা। দুই. ইবাদত-দাসত্ব ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, তার স্বীকারোক্তি। তিন. হেদায়েত বা সরল-সঠিক পথের নির্দেশনা এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষার প্রার্থনা। হেদায়েত মুমিনের জীবনে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিদিন ফরয সালাতে কম পক্ষে সতেরো বার সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে হেদায়েত কামনা করতে হয়।

সূরা বাকারা

সূরা বাকারা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, এই গ্রন্থের প্রতিটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এটি মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শক। এরপর মানুষকে মুত্তাকী, কাফির ও মুনাফিক—এই তিন ভাগে ভাগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে দান করে এবং আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনে ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে—তারা মুত্তাকী এবং তারা আল্লাহর পক্ষ হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও প্রকৃত সফল। কুরআন তাদেরকে পথ দেখাবে। আর জেদী ও হঠকারী কাফিরদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। তাদেরকে সতর্ক করা হলেও তারা সতর্ক হবে না। মুনাফিকদের কার্যকলাপ ভয়াবহ ও

---

[১] দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, ৭৭২; সহীহ মুসলিম, ৩৯৪; সুনানু আবি দাউদ, ১৪৫৭; সুনানুত তিরমিযী, ৩১২৪; সুনানুদ দারিমী, ৩৪১৭

সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে তাদের বিষয়ে দীর্ঘ পরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে। ২/৩-২০

ঘটনাবলি

আজকের তিলাওয়াতকৃত অংশের শুরুর দিকে রয়েছে প্রথম মানব আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অহংকারবশত তাকে সম্মান জানাতে ইবলিসের অস্বীকৃতি, আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাতে প্রবেশ ও শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে জান্নাত থেকে বের হওয়া এবং আল্লাহর শেখানো তাওবার দোয়া পাঠ করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ। এটি কুরআনে বর্ণিত প্রথম ঘটনা। ২/৩০-৩৯

এরপর ফিরাউনের জুলুম থেকে রক্ষাসহ বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর অসংখ্য বিশেষ অনুগ্রহের উল্লেখ এবং এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার ইতিহাস উঠে এসেছে। ২/৪০-৬৬

তারপর রয়েছে গাভির ঘটনা। সূরাতুল বাকারা মানে গাভির বিবরণ সংক্রান্ত সূরা। বনী ইসরাইলের এক খুনীকে অলৌকিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য তারা তাদের নবীর নিকট আবেদন করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি গাভি জবাইয়ের নির্দেশ দেন। তারা তা পালনে গড়িমসি ও কালক্ষেপণ করতে থাকে। অবান্তর প্রশ্ন করে সরল বিষয়কে আরো জটিল করে তোলে। এই সূরায় বনী ইসরাইলের কূটচরিত্রের উল্লেখের পাশাপাশি শেষের দিকে মুমিনদের আনুগত্যের প্রসংশা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ঈমানদারগণ যেভাবে আল্লাহর নির্দেশ পায়, সেভাবেই মান্য করে। তারা বনী ইসরাইলের মতো আল্লাহর নির্দেশ মানতে গড়িমসি ও বিলম্ব করে না। ২/৬৭-৭৩

সুলাইমান (আ.)-এর যুগে বাবেল শহরে হারুত-মারুত নামে দুজন ফেরেশতা আগমন করেন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাবেলবাসীকে পরীক্ষামূলক জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং জাদুর ক্ষতি হাতে-কলমে দেখিয়ে তা থেকে সতর্ক করতেন। অথচ বাবেলবাসী ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং জাদুর চর্চা করে ভয়ংকর কুফুরীতে লিপ্ত হয়। তাদের পাপ এমন, এর ফলে আখিরাতে তাদের কোনো উত্তম বিনিময় থাকবে না। আলোচ্য সূরায় এই ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। ২/১০২-১০৩

এরপর ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.) কর্তৃক কাবার ভিত্তি স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সে সময় তারা আল্লাহর নিকট কয়েকটি চমৎকার দোয়া করেছিলেন, আমাদের শিক্ষার জন্য সেই দোয়াগুলোও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ২/১২৭-১২৯

মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিস। মাক্কি জীবনে মুসলমানদের প্রতি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায়ের নির্দেশ ছিল। মদীনায় আসার পরও সতের মাস সে নির্দেশ বহাল ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত

আদায়ের নির্দেশ দেন আল্লাহ। ২/১৪২

আদেশ

- আল্লাহর ইবাদত করা। ২/২১
- অঙ্গীকার পূর্ণ করা। ২/৪০
- কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা। ২/৪১
- সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করা। ২/৪৩
- ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। ২/৪৫, ১৫৩
- পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয় ও এতিম-মিসকীনের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং মানুষকে উত্তম কথা বলা। ২/৮৩
- (হজ ও উমরার সময়) মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় করা। ২/১২৫
- বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। ২/১৪৯
- আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ২/১৫২
- জিহাদ করা। ২/১৯৩
- আল্লাহর রাস্তায় দান সাদাকা করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা। ২/১৯৫
- (সামর্থ্য থাকলে) হজ-উমরা করা। ২/১৯৬
- ইস্তিগফার করা। ২/১৯৯

নিষেধ

- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ২/২২
- কুরআনকে অস্বীকার না করা এবং আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ না করা। ২/৪১
- সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করা এবং সত্য গোপন না করা। ২/৪২
- পরস্পরে রক্তপাত না করা এবং কাউকে তার ভিটা থেকে বিতাড়িত না করা। ২/৮৪
- সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ২/১৪৭
- আল্লাহর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। ২/১৫২

- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। ২/১৬৮
- অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ না করা। ২/১৮৮
- নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন না করা। ২/১৯৫

বিধি-বিধান

১. হজ ও উমরাহকারীদের জন্য সাফা-মারওয়া সায়ী করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ২/১৫৮

২. সাম্যের অনন্য দৃষ্টান্ত কিসাসের বিধান ফরয করা হয়েছে। ২/১৭৮

৩. রমাদানে সিয়াম পালন ফরয। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং মুসাফির ও (সিয়ামে অপারগ) রুগ্ন ব্যক্তি পরে সিয়াম রাখতে পারবে। ২/১৮৩-১৮৫, ১৮৭

হালাল-হারাম

দ্বিতীয় পারার প্রথমার্ধে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মৃত প্রাণী, শূকর ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা প্রাণীর মাংস হারাম করা হয়েছে।

দৃষ্টান্ত

সুবিধাবাদী মুনাফিকদের দুটি দৃষ্টান্ত বিবৃত হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ আলো লাভ করার পর আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে তাদেরকে ঝড়ো রাতে পথচলা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে কখনো বিজলির আলোতে পথ চলে, আবার কখনো থেমে যায়। প্রথম দৃষ্টান্তটি সে সকল মুনাফিকের, যারা ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট হওয়ার পরও বুঝে-শুনে কুফর অবলম্বন করেছিল। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি সে সকল মুনাফিকের, যারা ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে দোদুল্যমানতায় ভুগছিল। ফলে দলিল-প্রমাণ সামনে এলে তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হতো। আবার পার্থিব স্বার্থের কারণে কুফরের দিকে ঝুঁকত। ২/১৭-২০

সুসংবাদ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে একাধিক আয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ২/২৫

বিপদাপদে সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ২/১৫৩, ১৫৫, ১৫৬

চ্যালেঞ্জ

কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব, এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকলে কুরআনের মতো নির্ভুল, অলৌকিক গুণসম্পন্ন একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। ২/২৩

আজকের শিক্ষা

আমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাহ হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তাই আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কঠোরতা, গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন কোনো অবস্থাতেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের বৈশিষ্ট্য নয়। ২/১৪৩

আল্লাহর অবাধ্য হলে যে কোনো সময় সরাসরি আল্লাহর গজব নিপতিত হতে পারে। তাই সর্বদা আল্লাহর বিধান মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। ২/৯০

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের পাশাপাশি বলতে হবে : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। ২/১৫৬

আজকের দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ২/১২৭

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ায়ও কল্যাণ ও আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। ২/২০১

২য় তারাবীহ

দ্বিতীয় তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের দ্বিতীয় পারার শেষার্ধ ও পুরো তৃতীয় পারা। আজকের তিলাওয়াতে থাকবে সূরা বাকারার শেষাংশ ও সূরা আলে ইমরানের প্রথমাংশ।

ঘটনাবলি

বনী ইসরাইলের কিছু লোক অত্যাচারী জালুতের জুলুম থেকে মুক্তির আশায় সে সময়ের নবীর কাছে একজন শাসক কামনা করে, যেন তার নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করতে পারে। আল্লাহ তালুতকে তাদের নেতা মনোনীত করে তার নেতৃত্বে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অধিকাংশই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ দৃঢ়পদ, ধৈর্যশীল এবং অনুগতদের জালুতের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। ২/২৪৬-২৫১

জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। মৃত্যুর পর তিনি সবাইকে পুনরায় জীবিত করবেন। যিনি শূন্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান তার জন্য কঠিন কিছু নয়। আজকের তারাবীহতে চারটি ঘটনার মাধ্যমে সেটি তুলে ধরা হয়েছে।

এক. যুদ্ধ কিংবা মহামারীতে মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করা নিষেধ। বনী ইসরাইলের কয়েক হাজার লোক মৃত্যুভয়ে আবাসভূমি ত্যাগ করেছিল। এই কৃতকর্মের শাস্তি-স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করেন এবং স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ দেন; যেন তারা তাওবা ও শিক্ষা অর্জন করতে পারে। ২/২৪৩

দুই. অহংকারী নমরুদ নিজেকে স্রষ্টা এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক দাবি করে শিশুসুলভ যুক্তি পেশ করায় ইবরাহীম (আ.) পাল্টা যুক্তি দিয়ে তাকে নিরুত্তর ও হতভম্ব করে দেন। ২/২৫৮

তিন. উযায়ের (আ.) আল্লাহর কাছে জানতে চান, কীভাবে তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন। আল্লাহ চাক্ষুস প্রমাণের জন্য তাকে মৃত্যু দিয়ে একশ বছর পর পুনরায় জীবিত করেন। ২/২৫৯

চার. পূর্ণ ঈমানের পরও শুধু কৌতূহলবশত একই প্রশ্ন করেছিলেন ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহ তাকে চারটি পাখি টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে আসতে বলেন।

এরপর আল্লাহ পাখিগুলোকে জীবিত করেন। ২/২৬০

সূরা আলে ইমরান

আলে ইমরান মানে ইমরানের বংশধর। ইমরান ঈসা (আ.)-এর নানা। এই সূরায় ঈসা (আ.)-এর অলৌকিকভাবে জন্ম, তার মুজিযা, মা মারইয়ামের সচ্চরিত্র, মারইয়াম গর্ভে থাকাকালীন তার মায়ের (ঈসার নানি) মানত ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেজন্য এই সূরার নাম আলে ইমরান।

পাশাপাশি বার্ধক্যে যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান প্রার্থনা এবং সেই প্রেক্ষিতে সন্তান হিসেবে ইয়াহইয়াকে দান করার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। ৩/৩৮-৪১

আদেশ

- ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করা। ২/২০৮
- ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। ২/২২২
- আল্লাহকে ভয় করা। ২/২২৩
- আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। ২/২৩১
- সালাতসমূহের প্রতি যত্নশীল হওয়া; বিশেষ করে আসরের সালাত। ২/২৩৮
- আল্লাহর সামনে অর্থাৎ সালাতে বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো। ২/২৩৮
- আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। ২/২৪৪
- আল্লাহর জন্য ব্যয় করা। ২/২৫৪
- আল্লাহর পথে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করা। ২/২৬৭
- সুদভিত্তিক লেনদেন পরিহার করা। ২/২৭৮
- সেদিনকে ভয় করা যেদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং প্রত্যেকে কর্মফল বুঝে পাবে। ২/২৮১
- ঋণ আদান-প্রদানের সময় লিপিবদ্ধ করা এবং দুজন সাক্ষী রাখা। ২/২৮২
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৩/৩২
- আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা এবং সকল-সন্ধ্যায় তার মহিমা ঘোষণা করা। ৩/৪১
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৩/৫১

নিষেধ

- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। ২/২০৮
- মুশরিকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। ২/২২১
- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা। ২/২২৯
- আল্লাহর আয়াতকে তামাশার বস্তু না বানানো এবং জুলুমের উদ্দেশ্যে কাউকে স্ত্রী হিসেবে আটকে না রাখা। ২/২৩১
- খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে দান-সাদাকা বরবাদ না করা। ২/২৬৪
- আল্লাহর পথে ব্যয়ের সময় মন্দ জিনিস না দেওয়া। ২/২৬৭
- সাক্ষ্য গোপন না করা। ২/২৮৩
- কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৩/২৮

বিধি-বিধান

১. আল্লাহর রাহে যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। ২/২১৬

২. ঈলার (স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ) বিধি-বিধান নাযিল হয়েছে। ২/২২৬

৩. তালাকের বিস্তারিত বিধি-বিধান আলোকপাত করা হয়েছে। ২/২২৭-২৩২

৪. দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো বিধেয়। ২/২৩৩

৫. গর্ভবতী না হলে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর ইদ্দত হলো চারমাস দশদিন (আর গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত)। ২/২৩৪

৬. সম্পদ ব্যয়ের সর্বাধিক উপযুক্ত খাত পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন ও মুসাফির ব্যক্তি। ২/২১৫

৭. ঋণের জামানত হিসেবে বন্ধক নেওয়া জায়েজ। ২/২৮৩

৮. আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। ২/২৭৫

৯. সুদ থেকে ফিরে না আসাকে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। ২/২৭৫-২৭৯

দৃষ্টান্ত

আল্লাহর রাস্তায় দানকে এমন একটি বীজের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় এবং প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশটি দানা। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়

এক টাকা দান করলে তা সাতশ গুণ বর্ধিত হয় এবং এক টাকায় সাতশ টাকা দানের সওয়াব পাওয়া যায়। ২/২৬১

লোকদেখানো দানকে সেই মসৃণ পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে; যার উপর কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর প্রবল বর্ষণে সব মাটি ধুয়ে যায় এবং এককণা মাটিও অবশিষ্ট থাকে না। তেমনি রিয়ামিশ্রিত দানের সওয়াব ও বিনিময় বৃষ্টিধোয়া মাটিশূন্য পাথরের মতো হয়ে যায়। ফলে কোনো সওয়াব অবশিষ্ট থাকে না। ২/২৬৪

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সাদাকার দৃষ্টান্ত হলো, উঁচু টিলায় অবস্থিত বিশাল বাগানের মতো, যাতে সামান্য বৃষ্টি হলেও ফসল ফলে আর প্রবল বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়। একইভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সাদাকা করলে আল্লাহর নিকট তার বিনিময় পাওয়া যায়, অল্প হোক কিংবা বেশি। ২/২৬৫

কিয়ামতের দিন সুদখোরদের অবস্থা হবে শয়তানের স্পর্শে মাতাল হওয়া মানুষের মতো। ২/২৭৫

আল্লাহ ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আদম (আ.)-এর সাথে। উভয়কে তিনি পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। পার্থক্য শুধু আদমকে পিতামাতা ছাড়া আর ঈসাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। ৩/৫৯

সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা

১. মুমিনদের সুসংবাদ এবং কাফিরদের বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিতে বলা হয়েছে। ২/২২৩, ৩/২১

২. ধৈর্য ধারণকারীদের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ২/১৫৫, ২/১৫৩

৩. শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ঘোষণা করা হয়েছে। ২/১৬৮

৪. ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না। ৩/৮৫

৫. আল্লাহ আমাদের সব কিছুই দেখেন। ২/২৩৩, ২৩৭, ২৬৫ ৩/১৫, ২০

আল্লাহর প্রিয়-অপ্রিয়

১. আল্লাহ তাওবাকারী ও ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। ২/২২২

২. আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। ৩/৭৬

৩. তিনি কাফির ও জালিমদের ভালোবাসেন না। ৩/৩২, ৩/৫৭

৪. তিনি দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। ২/২০৫

বিশেষ ফজীলতপূর্ণ আয়াত

আজকের তিলাওয়াতের অংশে রয়েছে আয়াতুল কুরসি। আল্লাহর মহান সত্তা এই আয়াতের আলোচ্যবিষয়। সকাল-সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসি পড়ার অনেক ফজিলত রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর এটি পড়লে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো বাধা থাকে না।[১] রাতে ঘুমানোর পূর্বেও এটি পাঠ্য।[২] ২/২৫৫

বাকারার শেষ দুটি আয়াতও বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো রাতে পড়বে, এগুলো তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৩] এই দুই আয়াত নবীজিকে মেরাজের রাতে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে এবং কোনো নবীকে এই আয়াতগুলোর মতো মর্যাদাবান বাণী দেওয়া হয়নি।[৪] ২/২৮৫,২৮৬

আজকের শিক্ষা

আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করলে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে। ৩/৩১

আল্লাহর নবী ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সা.) সবার ধর্মই ছিল একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, শিরক থেকে মুক্ত। সুতরাং তাদের প্রকৃত অনুসারী হতে হলে একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে।

ইহুদীদের মধ্যেও এমন লোক আছে যার কাছে সম্পদ আমানত রাখলে সে রক্ষা করে। সুতরাং শত্রুর কোনো ভালো গুণ থাকলে স্বীকার করতে হবে। ২/১৩৩, ৩/৬৭, ৭৫

জীবন ও মৃত্যু মানুষের হাতে নয়। বরং আল্লাহর হাতে। আল্লাহ চাইলে ঘরেও মৃত্যু হতে পারে। আর আল্লাহ না চাইলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও মৃত্যু হবে না। অতএব জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিধান প্রযোজ্য হলে মৃত্যু ভয়ে পিছপা হওয়া যাবে না। ২/২৪৩

জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে স্বল্পসংখ্যক মানুষকে অধিক সংখ্যক মানুষের

---

[১] আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা, ১০০

[২] সহীহ বুখারী, ২৩১১; সহীহ ইবনি খুযাইমা, ২৪২৪

[৩] সহীহ বুখারী, ৫০৪০; সহীহ মুসলিম, ৮০৭

[৪] সুনানুত তিরমিযী, ৩২৭৬

ওপর জয়ী করতে পারেন। তালুতের ঘটনায় এমনটাই ঘটেছে। এ জন্য কখনো সংখ্যা স্বল্পতার কারণে হীনম্মণ্য হওয়া যাবে না, বরং সংখ্যায় কম হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে দ্বীনের পথে এগিয়ে চলতে হবে। ২/২৪৯-২৫১

নারী, সন্তান, সোনা-রূপা এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পদসমূহকে মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এগুলো ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র। আল্লাহর কাছে রয়েছে সর্বোত্তম অবস্থান। ৩/১৪

আজকের দোয়া

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা স্থির রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। ২/২৫০

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ اِنۡ نَّسِيۡنَآ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعۡفُ عَنَّا ۟ وَ اغۡفِرۡ لَنَا ۟ وَ ارۡحَمۡنَا ۟ اَنۡتَ مَوۡلٰٮنَا فَانۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না যদি আমরা ভুলে যাই বা ত্রুটি করি। হে আমাদের রব, আমাদের ওপর ভারি বোঝা চাপাবেন না, যেমন চাপিয়েছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। হে আমাদের রব, আমাদের ওপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের (ত্রুটিসমূহ) মার্জনা করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। ২/২৮৬

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَيۡتَنَا وَ هَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ

অর্থ: হে আমাদের রব, আপনি হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। ৩/৮

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। ৩/১৬

৩য় তারাবীহ

তৃতীয় তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের অংশ হলো পুরো চতুর্থ পারা ও পঞ্চম পারার প্রথমার্ধ। অর্থাৎ, সূরা আলে ইমরানের শেষার্ধ ও সূরা নিসার প্রথমার্ধ।

সূরাতুন নিসা অর্থ নারীদের সূরা। এই সূরার শুরুতে নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য আলোকপাত করা হলেও পুরো সূরা জুড়ে নারী-অধিকার, নারী-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান, সম্পদ বণ্টন নীতিমালা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আহকাম উঠে এসেছে।

ঘটনাবলি

বদর ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ঐতিহাসিক বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কাফিরদের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যা ও সরঞ্জামে পিছিয়ে ছিল। আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে অলৌকিকভাবে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। ৩/১২৩-১২৫

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা প্রথমদিকে সাফল্য পেলেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি নির্দেশ থেকে সরে যাওয়ার কারণে বিপর্যয়ের শিকার হন। এতে স্বয়ং নবীজি-সহ অনেকে আহত হন এবং সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বেশ কিছু উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থ: 'তোমরা হীনম্মন্য হবে না, চিন্তিত হবে না, প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে।' আর মহান আল্লাহ জয়-পরাজয়ের পালাবদল ঘটান। এ যুদ্ধে রাসূল (সা.) নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করে বলেন, রাসূলের (সা.) মৃত্যুসংবাদ গুজব হলেও অন্যান্য নবীদের মতো একদিন তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। ৩/১৩৯-১৭২

পৃথিবীর প্রথম ঘর, যেটি মানুষের ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেটি হলো মক্কার কাবাঘর। সেই ঘরকে মহান আল্লাহ বরকতময় এবং মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শনের মাধ্যম বলেছেন। ৩/৯৬, ৯৭

ঈমান-আকীদা

শিরককারী তাওবা ছাড়া মারা গেলে সে অপরাধ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (অবশ্য বান্দার হকও তিনি ক্ষমা করবেন না)। ৪/৪৮

বিবাদে অকুণ্ঠচিত্তে রাসূলকে বিচারক না মানলে ঈমানদার হওয়া যাবে না। ৪/৬৫

মৃত্যুর মুহূর্তে যখন ফেরেশতা জান কবজ করার জন্য সামনে চলে আসেন, তখন তাওবা করলে সেই তাওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ৪/১৮

আদেশ

- আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় করা। ৩/৯২
- একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের (আদর্শ) অনুসরণ করা। ৩/৯৫
- আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা। ৩/১০২, ১২৩
- সবাই মিলে ঐক্যবন্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা। ৩/১০৩
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৩/১৩২
- আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। ৩/১৩৩
- ক্ষমা করা, অন্যের মাগফিরাত কামনা করা, কাজের আগে পরামর্শ করা, আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩/১৫৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা। ৩/১৭৯
- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। ৩/১০৪
- আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করা। ৩/১০৩
- ধৈর্য ধারণ করা, যুদ্ধে অবিচল থাকা ও সীমান্ত পাহারা দেওয়া। ৩/২০০
- এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়া। ৪/২
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৪/৩৬
- পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকীন, প্রতিবেশী ও পথচারীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। ৪/৩৬
- আমানতসমূহ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ন্যায়বিচার করা। ৪/৫৮
- আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও সিদ্ধান্তের মালিকদের আনুগত্য করা। ৪/৫৯

- শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ৪/৭৬
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৪/৮১ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ৪/৮৪

নিষেধ

- পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ না করা। ৩/১০২
- (মুসলমানরা) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া। ৩/১০৩
- পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি না করা। ৩/১০৫
- মুমিন কর্তৃক অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৩/১১৮
- চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ না খাওয়া। ৩/১৩০
- শয়তানের দোসরদের ভয় না করা। ৩/১৭৫
- এতিমের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ভক্ষণ না করা। ৪/২
- একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস না করা এবং অন্যায়ভাবে হত্যা ও আত্মহত্যা না করা। ৪/২৯
- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ৪/৩৬

বিধি-বিধান

১. সামর্থ্যবানদের ওপর বাইতুল্লাহর হজ করা ফরয। ৩/৯৭

২. ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করার শর্তে একজন পুরুষের জন্য সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েজ। আর একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে একটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশনা এসেছে। ৪/৩

৩. স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তবে স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে কিছুটা শিথিল করলে সেটা বৈধ। ৪/৪

৪. মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে ওয়ারিসদের মাঝে যেন বিবাদ সৃষ্টি না হয় সেজন্য স্বয়ং আল্লাহ পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা ও ওয়ারিসদের হিস্যা বর্ণনা করেছেন। এটা রক্ষা করা ফরয। ৪/৭-১৪

৫. ব্যভিচারের শাস্তি (বিচারিকভাবে) প্রয়োগ করতে চারজন চাক্ষুস সাক্ষী আবশ্যক। ৪/১৫

৬. ওজু করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করা যাবে। ৪/৪৩

হালাল-হারাম

নারী-পুরুষের মাহরামের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে তেরো জন নারীর কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। এছাড়া মাদক হারামের বিধানও বর্ণিত হয়েছে। ৪/৪৩

শিষ্টাচার

সালাম ইসলামী সমাজের অনুপম সৌন্দর্য। সালামের চেয়ে অর্থবহ অভিবাদন আরেকটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেউ সালাম (শান্তির দোয়া) দিলে তাকে আরো উত্তম ভাষায় জবাব দিতে হবে। সালাম দেওয়া সুন্নাহ হলেও এই নির্দেশের আলোকে সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। ৪/৮৬

দৃষ্টান্ত

কাফিরদের সৎকর্মের বিনিময় দুনিয়াতেই দেওয়া হয়। কুফুরীর কারণে আখিরাতে তারা কোনো সওয়াব পাবে না। বিষয়টিকে শস্যক্ষেতে হিমশীতল ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভালো কাজকে শস্যক্ষেত্র এবং কুফুরীর কারণে সেসবের বিনিময় নষ্ট হওয়াকে হিমশীতল ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করছেন বলার সুযোগ নেই। কারণ, কুফুরীর মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মফল নষ্ট করেছে। ৩/১১৭

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধিমানের পরিচয়

মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করেছেন মুত্তাকীদের জন্য। সমগ্র কুরআন জুড়ে মুত্তাকীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসার দুটি আয়াতে মুত্তাকীদের চারটি বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে—

(এক) তারা সচ্ছল অসচ্ছল সকল অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। (দুই) তারা ক্রোধ সংবরণ করে। (তিন) তারা মানুষকে ক্ষমা করে। (চার) তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ কিংবা নিজের প্রতি জুলুম (গুনাহ) করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৩/১৩৪, ১৩৫

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং রাত-দিনের পালাবদলে বুদ্ধিমানের জন্য রয়েছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন; যারা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন করতে পারে। ৩/১৯০, ১৯১

মৃত্যু, জান্নাত-জাহান্নাম ও প্রকৃত সফলকাম

মৃত্যু অনিবার্য বাস্তবতা। মানুষ যেখানেই থাক না কেন, অবশ্যই মৃত্যু তাদের নাগাল

পাবে, যদিও তারা সুরক্ষিত দূর্গের ভেতর থাকে। ৪/৭৮

তিনি আরো বলেন, সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে এবং কিয়ামতের দিন সবার প্রাপ্য কর্মফল বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে, সে-ই হলো প্রকৃত ও চূড়ান্ত সফল। একই কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হয়েছে। ৩/১৮৫

মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত ও কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩/১৩১, ১৩৩

রাসূল (সা.)-এর মৌলিক কাজ

নবীজি (সা.) ছিলেন আমাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। তার মৌলিক কাজ তিনটি। তিনি মানুষের মাঝে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনাতেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিতেন। ৩/১৬৪

দাম্পত্য কলহ নিরসনের পদ্ধতি

দাম্পত্য কলহ নিরসনের ধারাবাহিক চারটি ধাপ রয়েছে। স্ত্রী অবাধ্য হলে প্রথমে তাকে উপদেশের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এতে কাজ না হলে অভিমান করে বিছানা পৃথক করবে। তাতেও কাজ না হলে শরীয়াসম্মতভাবে শাসন করতে হবে। এতেও সংশোধন না হলে এবং কলহ সৃষ্টি ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা হলে উভয়পক্ষের একজন করে সালিস নিযুক্ত করে মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। ৪/৩৪, ৩৫

আজকের শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা প্রিয় বস্তু দান করাকে পুণ্য ও পরিপূর্ণ কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ক আয়াত নাজিল হওয়ার পর বহু সাহাবি নিজেদের প্রিয় বস্তু দান করে দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা আল্লাহর রাহে প্রিয় বস্তু দান করার শিক্ষা নিতে পারি। ৩/৯২

নিজের কষ্টকে অন্যের সুখের সাথে তুলনা করলে মানুষ কখনো সুখী হয় না। উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নিজেদের কষ্টের সময় অন্যের কষ্টের দিকে তাকানোর শিক্ষা দিয়েছেন। তাতে ধৈর্য ধারণ সহজ হয়। ৩/১৪০

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রকৃত সফলকাম ঐ ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল। আর জান্নাতের বিপরীতে পার্থিব জীবন তো কেবল ধোঁকা। ৩/১৮৫

পৃথিবীতে কাফের ও পাপিষ্ঠদের সাচ্ছন্দ্য দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া যাবে না। কারণ, এসব ক্ষণিকের সাচ্ছন্দ্য। পরকালে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। পক্ষান্তরে মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে শান্তির নিকেতন জান্নাত। ৩/১৯৬-১৯৭

একইভাবে অন্য আয়াতে রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, আপনাকে মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করে, (তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, কারণ) একইভাবে পূর্বের বিভিন্ন নবী-রাসূলকেও অস্বীকার করা হয়েছে। এ থেকেও বোঝা যায়, নিজের কষ্টকে অন্যের সুখের সাথে তুলনা না করে অন্যের দুঃখের সাথে তুলনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। ৩/১৮৪

কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত গ্রন্থ হলে এতে বহু বৈপরীত্য ও অসংগতি পাওয়া যেত। ৪/৮২

আল্লাহ তাআলা ভালো কাজে সুপারিশ করার প্রশংসা করেছেন। এখান থেকে আমরা মানুষের কল্যাণে সুপারিশ করার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারি। ৪/৮৫

আজকের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কার্যাবলিতে ঘটে যাওয়া আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন। ৩/১৪৭

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল করে নিজের কাছে তুলে নিন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সে-ই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি নিজ রাসুলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনো প্রতিশ্রুতির বিপরীত করবেন না। ৩/১৯৩-১৯৪

৪র্থ তারাবীহ

চতুর্থ তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের পঞ্চম পারার শেষার্ধ ও ষষ্ঠ পারা জুড়ে আছে সূরা নিসার অবশিষ্টাংশ ও মায়িদার দুই তৃতীয়াংশ।

সূরা মায়িদা সবচেয়ে বেশি বিধি-বিধান সংবলিত সূরা। এই সূরায় এমন আঠারটি বিধান উল্লেখ হয়েছে যা অন্য কোনো সূরায় উল্লেখ হয়নি। বিশেষ করে হালাল হারাম, জীব-জন্তু শিকার, আহলে কিতাবদের সাথে বিবাহ এবং তাদের খাবার গ্রহণ, অমুসলিমদের সাথে অন্তরঙ্গতা, চুরি, হত্যা, কিসাস, চুক্তি, শপথের বিধি-বিধান, মাদকের ভয়াবহতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঘটনাবলি

এক অভিযান শেষে সাহাবীগণ মদীনায় ফিরছিলেন। পথে এক অমুসলিমের সাথে তাদের দেখা হলো। অমুসলিম সালাম দিয়ে কালিমা পাঠ করল। সাহাবীগণ ভাবলেন, লোকটি জীবন বাঁচানোর জন্য সালাম ও কালিমা পড়েছে। ভুল বুঝে তারা লোকটিকে হত্যা করে ফেললেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে ঈমানদারদেরকে সতর্ক করলেন, তারা যেন যাচাই-বাছাই ছাড়া কারো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। এটি সূরা নিসার ঘটনা। ৪/৯৪

একই সূরায় বনী ইসরাইলের কয়েকটি অবাধ্যতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তারা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখা ছাড়া ঈমান আনবে না মর্মে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে তাদের ওপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। তারা আল্লাহর বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়। এরপরও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের অবাধ্যতার কারণে তূর পাহাড়কে অলৌকিকভাবে তাদের মাথার ওপর তুলে ধরে তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন। শনিবারে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকেও তারা অমান্য করে। ধারাবাহিক অবাধ্যতা, কুফুর ও নবীদের হত্যা করার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ফলে তাদের সত্য গ্রহণের প্রবণতা খুবই কম। ৪/১৫৩-১৫৫

ইহুদীরা ঈসা (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে মহান আল্লাহ অলৌকিকভাবে তাকে আকাশে তুলে নেন। আর তারই একজন সহচরকে ঈসা মনে করে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। ৪/১৫৭-১৫৮

সূরা মায়িদার প্রথমদিকের একটি ঘটনা হলো, বনী ইসরাইলকে মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে পবিত্র ভূমিতে (ফিলিস্তিন) প্রবেশের নির্দেশ দিলে তারা সেখানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের অজুহাত তুলে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ প্রবেশ করলেই তাদের বিজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ চল্লিশ বছর একই মরুভূমিতে ঘুরপাক খাওয়ান। ৫/২১-২৬

আদম (আ.)-এর ছেলে কাবিল হিংসার বশবর্তী হয়ে ভাই হাবিলকে হত্যা করে। এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম রক্তপাত। ভাইয়ের লাশ নিয়ে বিপাকে পড়ে কাবিল। তখন একটি কাক কর্তৃক অপর মৃত কাককে মাটিতে পুঁতে ফেলার দৃশ্য দেখে ভাইয়ের লাশ দাফনের ধারণা পায় সে। এর প্রেক্ষিতে একজন মানুষ হত্যাকে মহান আল্লাহ গোটা মানবতাকে হত্যা করার মতো অপরাধ বলে বিধান দিয়েছেন। ৫/২৭-৩২

আদেশ

- সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। ৪/১০৩
- সালাত আদায় করা। ৪/১০৩
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪/১০৬
- আল্লাহকে ভয় করা। ৪/১৩১
- ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা এবং সত্য সাক্ষ্য দেওয়া। ৪/১৩৫
- আল্লাহ, তার রাসূল, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা। ৪/১৩৬
- অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করা। ৫/১
- কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করা। ৫/২
- পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া। ৫/৪
- আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করা। ৫/৭
- সুবিচার ও ইনসাফ করা। ৫/৮
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৫/২৩
- সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করা। ৫/৩৫
- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ৫/৩৫
- ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা। ৫/৪৮
- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ও শাসন করা। ৫/৪৯

■ আল্লাহর বাণী অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ৫/৬৭

নিষেধ

■ কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৪/৮৯

■ খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বন না করা। ৪/১০৫

■ ইনসাফ করার সময় ইচ্ছা-অভিরুচির অনুসরণ না করা। ৪/১৩৫

■ ইহরাম অবস্থায় পশু শিকার না করা। ৫/২

■ পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরের সহযোগিতা না করা। ৫/২

■ শত্রুর সাথেও বে-ইনসাফি না করা। ৫/৮

■ আল্লাহর ওপর মানুষকে প্রাধান্য না দেওয়া এবং তুচ্ছমূল্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ বিক্রি না করা। ৫/৪৪

■ ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৫/৫১

■ ধর্মকে যারা ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তু বানায় এবং যারা কাফির, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৫/৫৭

বিধি-বিধান

১. কারো ভুলের কারণে কোনো ঈমানদার মারা গেলে তার ওপর কাফফারা এবং রক্তমূল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। ৪/৯২

২. কসরের সালাত এবং যুদ্ধাবস্থায় সালাতুল খাউফের বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। ৪/১০১-১০৩

৩. যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পিতা-মাতাও বেঁচে নেই, তাকে কালালাহ বলা হয়। কালালাহর মৃত্যু পরবর্তী পরিত্যক্ত সম্পদের বিধান আলোচনা করা হয়েছে আজকের তারাবীহর তিলাওয়াতকৃত অংশে। ৪/১৭৬

৪. ওজু-গোসল এবং ওজু-গোসলে অপারগ হলে তায়াম্মুম করার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ৫/৬

৫. চোরের হাত কেটে দেওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ৫/৩৮

৬. ইসলামের সুবিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কিসাসের বিধান। কিসাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আজকের তিলাওয়াতে। ৫/৪৫

৭. নারী এবং এতিম মেয়েদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ ও দাম্পত্য কলহ নিরসনে

মীমাংসাকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে কল্যাণের কথা বর্ণিত হয়েছে। ৪/১২৭-১৩০

হালাল-হারাম

সূরা মায়িদার শুরুতে নিষিদ্ধ ঘোষিত বস্তু ছাড়া যাবতীয় চতুষ্পদ গবাদি পশু ও তদসদৃশ জন্তু হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বল্পসংখ্যক হারাম বস্তু ছাড়া সব কিছুই মূলত আমাদের জন্য হালাল। এজন্য কুরআনে হালালের তালিকা দেওয়া হয়নি, হারামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। হারামের তালিকা : মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরোধে মৃত পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর হতে পতনে মৃত পশু, অন্য কোনো পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুর খাওয়া পশু ইত্যাদি। ৫/১, ৫/৩

শিরকের শাস্তি

শিরক মানে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা। শিরক সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ। শিরকের অপরাধ মাথায় নিয়ে কেউ মারা গেলে সে ক্ষমা পাবে না। ৪/১১৬

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। ৫/৭২

কয়েকটি সতর্কীকরণ

১. মানুষকে শয়তান কীভাবে নিজের দাসে পরিণত করে তার বিবরণ উল্লেখের পর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে তার পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। ৪/১১৯

২. সূরা নিসা ও সূরা মায়িদায় বেশ কয়েক স্থানে খ্রিস্টানদের মৌলিক বিশ্বাস ত্রিত্ববাদের অসারতা, তার খণ্ডন এবং ঈসা (আ.) যে আল্লাহর পুত্র নন বরং তার রাসূল, সে বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। ৪/১৭১ ৫/১৭, ৭৩-৭৫

৩. ঈমানদারদের জন্য মুনাফিক (মুসলিম সমাজে ঘাপটি মেরে থাকা মুসলিমরূপী অমুসলিমদের দোসর) চেনা বেশ কঠিন, অথচ তাদের ক্ষতি সীমাহীন। এজন্য কুরআনে বারবার তাদের আলামত সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় অনেকগুলো আয়াতে তাদের চরিত্র তুলে ধরে জাহান্নামের অতল গহ্বরে তাদের ঠিকানা হওয়ার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৪/১৩৭-১৪৫

৪. মুসলিমদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুতা পোষণ করে ইহুদী এবং মুশরিকরা। খ্রিস্টানরা তাদের তুলনায় কিছুটা সহনশীল হয়। এজন্য পুরো কুরআন জুড়ে ইহুদীদের কূটকর্মের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। শিরক ও মুশরিকদের অসারতার আলোচনাও বারবার উঠে এসেছে। ৫/৮২

আল্লাহর প্রিয়-অপ্রিয়

আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন। ৫/১৩, ৯৩

আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন। ৫/৪২

আল্লাহ খেয়ানতকারী (বিশ্বাসঘাতক) পাপিষ্ঠকে পছন্দ করেন না। ৪/১০৭

আল্লাহ (জুলুম ছাড়া) কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। ৪/১৪৮

আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। ৫/৬৪

আজকের শিক্ষা

ইজ্জত-সম্মানের মালিক আল্লাহ। এ জন্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে ইজ্জত-সম্মান তালাশ করা উচিত। ইজ্জত-সম্মান লাভের আশায় আল্লাহর নাফরমানি করে আল্লাহদ্রোহী ও কাফেরদের তোষণ করা নির্বুদ্ধিতা। ৩/১৩৯

৫ম তারাবীহ

পঞ্চম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের পুরো সপ্তম পারা ও অষ্টম পারার প্রথমার্ধ। এতে শোনা যাবে সূরা মায়িদার অবশিষ্টাংশ ও সূরা আনআম।

সূরা আনআমের বেশ কিছু আয়াত জুড়ে মহান আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহ ও নিয়ামতের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ঈমান ও ঈমানের মূলনীতিসমূহ এই সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

ঘটনাবলি

আজকের তারাবীহর প্রথম আয়াতেই একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। মক্কা থেকে নিপীড়িত মুসলিমদের হাবশায় হিজরতের পর বাদশাহ নাজাশী ধর্মযাজকদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় পাঠান। তারা নবীজির কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে আপ্লুত হন। আবেগে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্য কবুলের সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার কারণে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। ৫/৮৩-৮৫

ইহুদীরা আল্লাহর নবী ঈসা (আ.)-এর নিকট অলৌকিকতার নিদর্শন হিসেবে আকাশ থেকে খাবার ভর্তি খাঞ্চা নাযিলের দাবি করে। মহান আল্লাহ তাদের সেই চাওয়া পূরণ করেন। তবুও তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সূরা মায়িদার নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মায়িদা মানে খাঞ্চা। ৫/১১২-১১৫

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিশ ছিল সাম্যের প্রতীক। তার কাছে অসহায়, দরিদ্র ও ক্রীতদাস সাহাবীদেরও সমান গুরুত্ব এবং অবস্থান ছিল। মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফিররা আবদার করল, আমরাও নবীজির কাছে যেতে চাই, কিন্তু তার চারপাশে অবস্থান করা এইসব দরিদ্র, ক্রীতদাসদের কারণে আমরা যেতে পারি না। মুহাম্মদ (সা.) যদি তাদেরকে সরিয়ে দেন তবে আমরা তার মজলিশে বসতে পারি। কাফিরদের অবান্তর এই চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন। তিনি ধনী ও প্রভাবশালীদের মনোতুষ্টির জন্য অভাবী সাহাবীদের মজলিশ থেকে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেন। ৬/৫২

পিতা ও স্বগোত্রের প্রতিমা পূজা ও শিরক থেকে বিরত রাখতে ইবরাহীম (আ.) অভিনব

পন্থা অবলম্বন করেন। প্রতিমাদের অসারতা প্রমাণে তিনি লোকদের সামনে ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন করেন। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে তিনি বুঝেছিলেন এগুলো ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। আর যা ধ্বংসশীল তা কখনো উপাস্য হতে পারে না। এইসব যুক্তি ও প্রমাণ তিনি জাতির সামনে পেশ করেছেন। ইবরাহীম (আ.)-এর অসাধারণ যুক্তিনির্ভর সেই উপস্থাপনার বিবরণ রয়েছে সূরা আনআমে। ৬/৭৪-৮১

ঈমান-আকীদা

পৃথিবীর কোনো মানুষ গায়েব জানে না; এমনকি রাসূলও (সা.) গায়েব জানতেন না। বিষয়টি সূরা আনআমের দুই জায়গায় স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। ৬/৫০, ৫৯

আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা শিরক। উৎপাদিত শস্য ও গবাদি পশু দুইভাগ করে এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং অপর অংশ দেব-দেবীর জন্য মানত করত মক্কার মুশরিকরা। এছাড়াও কন্যা সন্তান হত্যার মতো ভয়াবহ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল তারা। আবার কিছু গবাদি পশুর গর্ভে থাকা প্রাণীকে তারা নারীদের জন্য হারাম মনে করত আর পুরুষের জন্য মনে করত হালাল। মুশরিকদের এইসব ভ্রান্ত বিশ্বাস তুলে ধরে তা খণ্ডন করা হয়েছে সূরা আনআমে। ৬/১৩৬-১৪০

পৃথিবীতে মানুষ একা এসেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছেও মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে উপস্থিত হবে। এমনকি পার্থিব জীবনের কোনো সম্পদ বা অর্জন সেদিন মানুষের সঙ্গে থাকবে না। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। ৬/৯৪

প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে। কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। ৬/১৬৪

আদেশ

- আল্লাহকে ভয় করা। ৫/৮৮
- শপথ রক্ষা করা। ৫/৮৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করা। ৫/৯২
- সালাত আদায় করা। ৬/৭২
- নেককারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। ৬/৯০
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৬/১০২
- ওহীর অনুসরণ করা। ৬/১০৬
- মুশরিকদের অগ্রাহ্য করা। ৬/১০৬

- প্রকাশ্য-গোপন সব ধরনের পাপ বর্জন করা। ৬/১২০

নিষেধ

- সীমালঙ্ঘন না করা। ৫/৮৭
- আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম না করা। ৫/৮৭
- ইহরাম অবস্থায় শিকার না করা। ৫/৯৫
- অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করা। ৫/১০১
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গালমন্দ না করা। ৬/১০৮
- সংশয়গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ৬/১১৪
- অপচয় না করা। ৬/১৪১
- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। ৬/১৪২
- অবিশ্বাসীদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। ৬/১৫০

বিধি-বিধান

শপথ ভঙ্গের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ হলো, ক্রীতদাসমুক্তি অথবা দশজন মিসকীনকে খাদ্য বা পোশাক দান কিংবা তিনটি রোযা। ৫/৮৯

ফসলের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৬/১৪১-১৪৪

হালাল-হারাম

মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদী ও জুয়ার তির হারাম। ৫/৯০, ৯১

ইহরামরত অবস্থায় সামুদ্রিক মাছ শিকার ও খাওয়া হালাল। ৫/৯৬

মৃত প্রাণী, প্রবহমান রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু ভক্ষণ হারাম। ৬/১৪৫

দৃষ্টান্ত

সূরা আনআমে মহান আল্লাহ মুমিন ও কাফিরকে জীবিত ও মৃতের সাথে এবং ঈমান ও কুফুরকে আলো ও অন্ধকারের সাথে তুলনা করেছেন। ঈমানদার ঈমানের আলো দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে সে জীবন্ত মানুষের মতো। পক্ষান্তরে কাফির বিশ্বাসহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ফলে সে প্রাণহীন মানুষের মতো। ৬/১২২

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন

আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন। ৫/৯৩

আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন না

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। ৫/৮৭

আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। ৬/১৪১

এক সূরায় আঠারো জন নবীর কথা

নবী-রাসূলের সংখ্যা অগণিত হলেও কুরআনে পঁচিশজন নবীর নাম আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে সূরা আনআমের চারটি আয়াতে আঠারো জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোনো সূরায় একসাথে এত সংখ্যক নবীর নাম উল্লেখ হয়নি। ৬/৮৩-৮৬

দুটি আয়াতে দশটি নির্দেশনা

(এক) আল্লাহর সাথে শিরক না করা। (দুই) পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। (তিন) অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা। (চার) অশ্লীল ও মন্দ কাজের কাছেও না যাওয়া। (পাঁচ) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। (ছয়) এতিমের সম্পদ ব্যয়ে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করা। (সাত) ন্যায়ানুগভাবে পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করা। (আট) কথা বলার সময় ন্যায্যতা রক্ষা করা; যদিও তা কাছের কারো বিষয়ে হয়। (নয়) আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাগুলো পূর্ণ করা। (দশ) সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর অবিচল থাকা। ৬/১৫১, ১৫৩

সুসংবাদ ও সতর্কতা

ভালো কাজের প্রতিদান মহান আল্লাহ দশগুণ বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে প্রতিটি মন্দ কাজের বিনিময় মন্দ কাজের সংখ্যা অনুপাতে হয়ে থাকে। ৬/১৬০

শত্রুতা নিয়ে হতাশার কিছু নেই। বিশেষ করে সত্যের পথে আহ্বানকারীদের পেছনে শত্রু আরো বেশি থাকে। মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই শত্রুর মুখোমুখী করেছেন। ৬/১১২

সংখ্যাধিক্য সত্যের মাপকাঠি নয়। অধিকাংশ লোকের পথ অনুসরণ করলে আপনাকে পথহারা হতে হবে। ৬/১১৬

পরকালে অস্বীকারকারীদেরকে যখন জাহান্নামের পাড়ে দাঁড় করানো হবে, তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায় যদি দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম, তাহলে আল্লাহর

নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং ঈমান গ্রহণ করতাম। ৬/২৭

পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। মুত্তাকীদের আখিরাতের জীবন হবে উৎকৃষ্টতর। ৬/৩২

আজকের শিক্ষা

বনী ইসরাইল ঈমান আনতে এবং আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতে সর্বদা সংশয় ও হঠকারিতা করত। পক্ষান্তরে নাজাশীর কাছে সত্য প্রতিভাত হওয়ার পর নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করেছেন। বনী ইসরাইলের পরিণতি এবং নাজাশীর বিনিময় উভয়টিই আমাদের জন্য শিক্ষা। ৫/৮২-৮৬

সালাত, কুরবানী, জীবন, মরণ সবকিছুই আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত। এই নিবেদনকারীরাই পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে ধরা হবে। ৬/১৬২

৬ষ্ঠ তারাবীহ

ষষ্ঠ তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের অষ্টম পারার শেষার্ধ ও নবম পারা জুড়ে আছে সূরা আরাফ ও আনফালের প্রথমার্ধ।

সূরা আরাফ মক্কায় অবতীর্ণ সবচেয়ে দীর্ঘ আয়তনের সূরা। নবী-রাসূলদের ইতিহাস এবং ভুল বিশ্বাসের অপনোদন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে এই সূরায়। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানকে আরাফ বলা হয়। মুমিনদের মধ্যে যাদের ভালো ও মন্দ কাজের পাল্লা সমান হবে, তাদের স্থান হবে আরাফে। এই সূরায় আরাফবাসীদের সাথে জান্নাতীদের কথোপকথনের দৃশ্য উঠে এসেছে। এ কারণে এই সূরাকে আরাফ নামে নামকরণ করা হয়েছে। ৭/৪৪-৪৯

ঘটনাবলি

আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ সবাইকে সিজদা করতে নির্দেশ করেন। ইবলিস অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ ইবলিসকে অভিশপ্ত ঘোষণা করে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন। ইবলিস মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করে। এরপর আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করলে পৃথিবী আবাদ হয়। মানবজাতির সূচনালগ্নের গুরুত্বপূর্ণ এই ইতিহাস উঠে এসেছে সূরা আরাফের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে। ৭/১১-২৫

অষ্টম পারার শেষ চার পৃষ্ঠা এবং নবম পারার শুরুতে ধারাবাহিকভাবে সাতজন নবীর দাওয়াতি মিশন এবং তাদের কওমের অবাধ্যতা ও পরিণতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। নূহ (আ.)-এর দাওয়াত অস্বীকারের পরিণামে তার অবাধ্য জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়। হুদ (আ.)-এর প্রতি আদ জাতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের শাস্তি-স্বরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করা হয়। ছামূদ জাতি সালেহ (আ.)-এর অবাধ্যতা এবং আল্লাহর উটনী হত্যার পরিণামে প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পে নিঃশেষ হয়। লূত (আ.)-এর জাতি পৃথিবীতে প্রথম সমকামিতার মতো নোংরা ও জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। নোংরা অপকর্ম ও নবীর অবাধ্যতার পরিণামে (প্রস্তর) বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে শেষ করে দেওয়া হয়। মাদায়েনবাসীর প্রতি প্রেরিত হন শুআইব (আ.)। ব্যবসায় জালিয়াতি এবং নবীর অবাধ্যতার কারণে তার কওমও আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়। কুরআনের এই অংশে সবচেয়ে দীর্ঘ পরিসরে উঠে এসেছে বনী ইসরাইল এবং মূসা (আ.)-এর ঘটনা। বনী

ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ অনেকগুলো বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পদে পদে তারা আল্লাহর নবী মুসা ও হারুন (আ.)-এর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। সামেরী নামক ব্যক্তির মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে বাছুর পূজার সূচনা করে। এইসব অপকর্মের সতর্কতাস্বরূপ আল্লাহ অনেকগুলো নিদর্শন প্রেরণ করেন। ৭/১২-১৭১

বদর যুদ্ধের প্রতিকূল সময়ে ঈমানদারদের ফরিয়াদ এবং আল্লাহর অলৌকিক সাহায্যের বিবরণ উঠে এসেছে এই সূরায়। ৮/৯-১৮

ঈমান-আকীদা

সূরা আরাফের অন্তত পাঁচটি স্থানে আল্লাহর একত্ববাদ, একত্ববাদের যৌক্তিকতা, শিরকের অসারতা এবং মূর্তিপূজার অসারতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন বান্দার যাবতীয় কর্ম ওজন ও পরিমাপের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে সূরা আরাফে। ৭/৮, ৯

গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছু একমাত্র আল্লাহই জানেন। রাসূল (সা.) বা অন্য কোনো মাখলুক গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানেন না। ৭/১৮৮

রাসূল (সা.)-কে পৃথিবীর সকল ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ৭/১৫৮

আদেশ

- ইনসাফ করা। ৭/২৯
- প্রত্যেক সালাতে কিবলামুখী হওয়া। ৭/২৯
- আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকা। ৭/২৯
- সালাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করা। ৭/৩১
- আল্লাহকে কাকুতি-মিনতি করে ও চুপিসারে ডাকা। ৭/৫৫
- ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকা। ৭/৫৬
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৭/৫৯
- আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করা। ৭/৭৪
- মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেওয়া। ৭/৮৫
- আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ধৈর্য ধরা। ৭/১২৮
- আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তার অনুসরণ করা। ৭/১৫৮

- ক্ষমাপরায়ণ হওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলা। ৭/১৯৯
- সকাল-সন্ধ্যায় বিনয় ও ভীতি সহকারে প্রতিপালককে স্মরণ করা। ৭/২০৫
- আল্লাহকে ভয় করা ও পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নেওয়া। ৮/১
- ফিতনা দূরীভূত হওয়া এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ করা। ৮/৩৯

নিষেধ

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করা। ৭/৩
- অপচয় না করা। ৭/৩১
- পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর ফাসাদ সৃষ্টি না করা। ৭/৫৬
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ৭/৮৫
- ওজনে কম না দেওয়া ও মানুষের অধিকার খর্ব না করা। ৭/৮৫
- দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে না চলা। ৭/১৪২
- গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ৭/২০৫
- আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করা। ৮/২৭

হালাল-হারাম

আল্লাহ হারাম করেছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ, সব গুনাহ, অন্যায়ভাবে কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন করা, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা ও না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে মন্তব্য করা। ৭/৩৩

দৃষ্টান্ত

অনুধাবনের জন্য অন্তর, দেখার জন্য চোখ এবং শোনার জন্য কান থাকার পরও যারা সত্য উপলব্ধি করে না, তাদেরকে চতুষ্পদ প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; বরং চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও তারা বেশি বিভ্রান্ত। ৭/১৭৯

যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকারবশত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করা হবে। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, যেভাবে সুচের ছিদ্র পথে উটের প্রবেশ অসম্ভব, তেমনি এইসব লোকের জন্য জান্নাতে যাওয়াও অসম্ভব। ৭/৪০

সুসংবাদ ও সতর্কীকরণ

ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন আসমান-জমিনের বরকতের দুয়ার উন্মোচনের কারণ। ৭/৯৬

আল্লাহ মানবজাতিকে শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ৭/২৭

হে মুমিনগণ!

সূরা আনফালের কয়েক স্থানে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরম মমতা নিয়ে 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, যা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

- যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। ৮/১৫
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং তার নির্দেশ শোনা সত্ত্বেও তা থেকে বিমুখ হয়ো না। ৮/২০
- আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দাও। ৮/২৪
- আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। ৮/২৭
- তাকওয়ার ওপর চললে আল্লাহ সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, পাপমোচন ও ক্ষমা করবেন। ৮/২৯

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

আল্লাহ অপচয়কারী (৭/৩১) এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ৭/৫৫

আল্লাহর লানত

জালিমদের ওপর আল্লাহ লানত করেছেন। ৭/৪৪

প্রকৃত মুমিনের পাঁচটি গুণ

১. আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়।

২. কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়।

৩. তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

৪. (সময়মতো সঠিকভাবে) সালাত আদায় করে।

৫. আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে ব্যয় করে। ৮/৩-৪

হে আদম সন্তান

সূরা আরাফে আল্লাহ চারবার 'হে আদম সন্তান' বলে সম্বোধন করে চারটি উপদেশ দিয়েছেন।

১. তাকওয়ার পোশাক সর্বোত্তম পোশাক। ৭/২৬

২. শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। ৭/২৭

৩. সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ করো এবং পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না। ৭/৩১

৪. রাসূলগণের পথনির্দেশ গ্রহণ করে যারা তাকওয়া অবলম্বন ও আত্মসংশোধন করে তাদের কোনো ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই। ৭/৩৫

আজকের শিক্ষা

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকবে, আল্লাহও কিয়ামত দিবসে তাদেরকে ভুলে থাকবেন। সেদিন তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে না। সুতরাং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রহমত লাভের জন্য আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা ও তাঁর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হবে। ৭/৫১

আজকের দোয়া

আদম (আ.)-কে আল্লাহর শেখানো দোয়া; যে দোয়ার মাধ্যমে তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থ: 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৭/২৩

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী হিসাবে মৃত্যু দান করুন। ৭/১২৬

৭ম তারাবীহ

সপ্তম তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের দশম পারা জুড়ে থাকছে সূরা আনফালের অবশিষ্টাংশ ও সূরা তাওবার দুই তৃতীয়াংশ। সূরা তাওবায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, প্রস্তুতি, নীতিমালা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিধি-বিধান বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

ঘটনাবলি

সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে। মুনাফিকদের কপটতা, ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অস্ত্র ও সৈন্যস্বল্পতার পরও মুসলমানদের বিজয় অর্জনের গোপন রহস্য উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি আয়াতে। ৮/৪২-৫১

মদীনার বিখ্যাত দুই ইহুদী গোত্র বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। একই সূরায় বিশ্বাসঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও কৃত চুক্তি ইহুদীদের দিকে ছুড়ে দিতে নির্দেশ দেন মহান আল্লাহ। ৮/৫৬-৫৮

হুনাইন যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানদের ভেতর আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মুসলিম শিবির শুরুতে বিপর্যয়ে পড়ে। এর পরও মহান আল্লাহ কীভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সহযোদ্ধাদের স্বস্তি ও মনোবল দিয়ে সাহায্য করলেন এবং বিজয়ের বন্দরে পৌঁছে দিলেন, সেই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সূরা তাওবায়। ৯/২৫-২৭

তাবুক ছিল রাসূল (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে কঠিন অভিযানসমূহের একটি। তীব্র গরম, দুর্গম পথ এবং মদীনায় খেজুর পাকার মওসুম হওয়ায় এ যুদ্ধে মুনাফিকরা মিথ্যা অজুহাতে অংশগ্রহণ করেনি। সূরা তাওবার ৩৮ নম্বর আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় পারা জুড়ে তাবুক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনে অন্য কোনো ঘটনা একাধারে এত দীর্ঘ পরিসরে আলোচিত হয়নি। এই দীর্ঘ বিবরণে মুমিনদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয় এবং জরুরি বিধি-বিধান। ৯/৩৮-১২৯

হিজরতের সফরে গারে ছাওরে চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তেও আল্লাহর প্রতি রাসূল (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর অবিচল আস্থা, বিনিময়ে আল্লাহ কর্তৃক অদৃশ্য বাহিনী দিয়ে সাহায্য করার বর্ণনা উঠে এসেছে এই সূরায়। ৯/৪০

ঈমান-আকীদা

পূর্বের দুই সূরার মতো সূরা তাওবাতেও ঈমানের মৌলিক তিনটি বিষয় তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যে একত্ববাদের আলোচনা করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইহুদীরা উযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে সূরা তাওবায়। ৯/৩০

আদেশ

- শত্রুর মুখোমুখি হলে অবিচল থাকা এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা। ৮/৪৫
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা এবং ধৈর্য ধারণ করা। ৮/৪৬
- শত্রুর মোকাবিলার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া এবং সামরিক শক্তি ও সমরাস্ত্র প্রস্তুত করা। ৮/৬০
- শত্রুপক্ষ সন্ধিতে আগ্রহী হলে নিজেরাও সন্ধিতে অগ্রসর হওয়া, যদি তা নিজেদের স্বার্থবিরোধী না হয়। ৮/৬১
- তাকওয়া অবলম্বন করা। ৮/৬৯
- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ৯/২৯
- ঐক্যবদ্ধভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ৯/৩৬
- কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়া। ৯/৭৩

নিষেধ

- পরস্পর কলহ না করা। ৮/৪৬
- দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শনকারীদের মতো না হওয়া। ৮/৪৭
- আপনজনও যদি ঈমানের ওপর কুফরকে প্রাধান্য দেয়, তবে তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক না বানানো। ৯/২৩
- পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অবিচার না করা। ৯/৩৬
- মুনাফিকদের জানাযা না পড়া।

বিধি-বিধান

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে দশম পারার প্রথম আয়াতে। ৮/৪১

ফকির (অভাবগ্রস্ত), মিসকীন (নিঃস্ব) ও যাকাত উসুলকারীসহ যাকাত ও সাদাকার আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে। ৯/৬০

হালাল-হারাম

কাফির, মুশরিকদের জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৯/২৮

মুসলমানদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ এবং তা খাওয়া হালাল। ৮/৬৯

ফজীলত ও মর্যাদা

চারটি সম্মানিত মাসের (যিলকদ, যিলহজ, মুহাররম ও রজব) মর্যাদা ও বিধি-বিধান উঠে এসেছে। ৯/৩৬

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগকারী মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা এবং তাদের বিনিময় ও মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে। ৮/৭২-৭৫

সুসংবাদ ও সতর্কতা

মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কলহ ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর ক্ষতির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এতে করে তোমাদের শক্তিসামর্থ্য কমে যাবে এবং তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। ৮/৪৬

মুনাফিকদের আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না, যদিও তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। ৯/৮০

কাফিরদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে। ৯/৩

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে। ৯/২১

যারা যাকাত না দিয়ে স্বর্ণ-রূপা (সম্পদ) জমা করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির সুসংবাদ রয়েছে। ৯/৩৪

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। ৮/৫৮

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন

আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। ৯/৪,৭

যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের ছয়টি রহস্য

১. যুদ্ধের ময়দানে শেষ পর্যন্ত অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকা।

২. অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা।

৩. আল্লাহ ও তার রাসূলের দিক-নির্দেশনা মেনে চলা।

৪. কলহ পরিহার করা।

৫. ধৈর্য ধারণ করা।

৬. কাফিরদের মতো অহংকার প্রদর্শন না করা এবং লৌকিকতা পরিহার করা। ৮/৪৫, ৪৬, ৪৭

আজকের শিক্ষা

আল্লাহর পথে চললে এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করলে তিনি গায়েবি সাহায্য করেন। ৮/৪৪

আল্লাহ কোনো নিয়ামত পরিবর্তন করেন না, যা পরিবর্তিত হয় তা আমাদের অপকর্মের কারণে। ৮/৫৩

মুহাজির-আনসার পরস্পরের বন্ধু এবং কাফিররা বন্ধু পরস্পরের। মুসলমানরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে। ৮/৭৩

৮ম তারাবীহ

অষ্টম তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের একাদশ পারায় থাকছে সূরা তাওবার অবশিষ্টাংশ, পূর্ণাঙ্গ সূরা ইউনুস ও সূরা হূদের প্রথম পাঁচ আয়াত।

ঘটনাবলি

নবম হিজরীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা কয়েকজন সাহাবী অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। পরবর্তীতে তাদের তাওবা কবুল করা হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা সাদাকাহ পেশ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মশুদ্ধির এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ঈমানদারদের জন্য এটা তাওবার সর্বোত্তম উদাহরণ। ৯/১০২-১০৫

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য মসজিদ নামে মদীনায় একটি ঘর নির্মাণ করেছিল মুনাফিকরা। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্রের এই আস্তানাকে তারা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে উদ্বোধন করতে চেয়েছিল। মহান আল্লাহ তাদের এই দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেন এবং ওই ঘরকে 'মসজিদে দ্বিরার' বা ক্ষতিসাধনের মসজিদ আখ্যা দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। রাসূল (সা.)-কে উক্ত মসজিদে যেতে নিষেধ করে আল্লাহ জানান—(কুবায় নবীজির নির্মিত) মসজিদ, যা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি সালাত আদায়ের জন্য বেশি উপযুক্ত। ৯/১০৭-১১০

কাব ইবনে মালেক (রা.)-সহ তিনজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে অনুতপ্ত হন এবং যুক্তি কিংবা অজুহাতের আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করেন। আল্লাহ তাদেরকেও ক্ষমা করেন। অন্যায় হয়ে গেলে অজুহাত না দেখিয়ে অকপটে ভুল স্বীকার করতে হবে, এটাও এই ঘটনার একটি শিক্ষা। ৯/১১৮

কওমের অগ্রাহ্য এবং অবাধ্যতার পরও নূহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও ভরসার মূর্তপ্রতীক। আর অবাধ্যতার কারণে মহাপ্লাবন দিয়ে তার কওমকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১০/৭১-৭৩

মূসা ও হারুন (আ.)-এর দাওয়াত অমান্য করেছিল ফিরাউন ও তার অনুসারীরা। শুধু তাই নয়, মূসা (আ.)-এর মুজিযাকে চ্যালেঞ্জ করে জাদুকরদের সমবেত করেছিল ফিরাউন। মহান আল্লাহ জাদুকরদের পরাজিত করে সত্যকে উদ্ভাসিত করেন। ১০/৭৫-৯২

ইউনুস (আ.)-এর কওম তাদের নবীর প্রতি ঈমান না এনে অবাধ্য হয়েছিল। এরপর আসমানি আযাব আঁচ করে তারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তাদের ওপর থেকে আযাব তুলে নেন। এটি একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটনা। নতুবা আযাব প্রত্যক্ষ করার পর তাওবা করলে মহান আল্লাহ তা কবুল করেন না।

আল্লাহ চাইলে সবাইকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি করেন না। বরং দুনিয়া নামের পরীক্ষাগারে তিনি মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেন এবং দেখতে চান, কারা স্বেচ্ছায় ঈমান আনে। ১০/৯৮, ৯৯

ঈমান-আকীদা

সূরা ইউনুসে আল্লাহর একত্ববাদের যথার্থতা, শিরকের ভয়াবহতার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (আল্লাহকে প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যতার একমাত্র অধিকারী বিশ্বাস করা) সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন সে বিষয়ও বিবৃত হয়েছে একাধিক আয়াতে।

আদেশ

- মুনাফিকদের উপেক্ষা করা। ৯/৯৫
- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকা। ৯/১১৯
- জিহাদ করা এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া। ৯/১২৩
- মানুষদেরকে (নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করা এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা। ১০/২
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ১০/৩
- ওহীর অনুসরণ করা এবং ধৈর্য ধারণ করা। ১০/১০৯
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা। ১১/৩

নিষেধ

- সত্য সম্পর্কে অজ্ঞদের অনুসরণ না করা। ১০/৮৯
- (ওহীর বিষয়ে) সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১০/৯৪
- আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১০/৯৫
- মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১০/১০৫
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা। ১০/১০৬

■ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ১১/২

হালাল-হারাম

কাফির-মুশরিকদের (যারা শিরক বা কুফরের ওপর মারা গেছে) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েজ নেই। ৯/১১২

সুসংবাদ ও সতর্কতা

ঈমান গ্রহণে অগ্রগামী মুহাজির, আনসার এবং তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। ৯/১০০

সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে আল্লাহ সুসংবাদ দিতে নির্দেশ করেছেন। ৯/১১২; ১০/২

মানুষকে (আল্লাহর নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ১০/২

রাসূল (সা.) আল্লাহর তরফ থেকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। ১১/২

আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন

আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন। ৯/১০৮

দৃষ্টান্ত

বৃষ্টির পানিতে সবুজ উদ্ভিদে ভরে ওঠে ফসলের মাঠ। হয়ে ওঠে নয়নাভিরাম ও সুশোভিত। কিন্তু হঠাৎ আল্লাহর নির্দেশে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক সেটিকে শূন্য মাঠে পরিণত করে। আমাদের পার্থিব জীবনের ভোগের স্থায়িত্বও তেমন। আমরা যখন নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করি, ঠিক তখনই মৃত্যু কিংবা কিয়ামত এসে সবকিছুর প্রলয় ঘটিয়ে শূন্যে পরিণত করে। ১০/২৪

চ্যালেঞ্জ

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাসত্য কিতাব। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকলে তাকে কুরআনের মতো সমৃদ্ধ ও অলৌকিক একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১০/৩৮

সুসংবাদপ্রাপ্ত ঈমানদারের নয়টি গুণ

তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী,

সিজদাকারী, সৎ কাজে আদেশ দানকারী, মন্দ কাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। ৯/১১২

ফজীলত

حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তার ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। ৯/১২৯

সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত আয়াতাংশ সাতবার পাঠ করলে সেই দিন ও রাতের সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।[১]

আজকের শিক্ষা

যুগে যুগে অনেক জালিম ও কাফিরকে তাদের হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ৯/৩৯, ৭৩

গুনাহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাদাকা করা যায়। এটা তাবুক যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা। ৯/১০২-১০৫

---

[১] সুনানু আবী দাউদ, ৫০৮১

৯ম তারাবীহ

৯ম তারাবীহতে পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ১২তম পারা। এর মাঝে আছে সূরা হূদের অবিশিষ্ট অংশ ও সূরা ইউসুফের প্রথমার্ধ। সূরা হূদে মহাপ্রলয়, কিয়ামতের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের শাস্তির লোমহর্ষক বিবরণ এসেছে। এ কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।[১]

ঘটনাবলি

সূরা হূদের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন নবী-রাসূলের স্বজাতির অবাধ্যতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনে যেসব নবী-রাসূলের আলোচনা সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে, নূহ (আ.) তাদের একজন। স্বজাতিকে তিনি সাড়ে নয়শ বছর তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তবু তারা দীন গ্রহণ করেনি। সমাজের গুরুত্বহীন লোকেরা নূহের (আ.) অনুসারী, তিনি মানুষ হয়েও রাসূল দাবি করেন—এইসব খোঁড়া যুক্তি দিয়ে তারা নূহ (আ.)-এর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে। শুধু তাই নয়, ঔদ্ধত্যের চূড়ান্ত রূপ দেখিয়ে তারা আল্লাহর আযাব নাযিলের দাবি জানায়। মহান আল্লাহ নূহকে একটি বিশাল নৌকা নির্মাণের এবং মুমিনদেরকে সেই নৌকায় তোলার নির্দেশ দেন। এরপর সর্বগ্রাসী বন্যায় কাফিরদের ধ্বংস করেন। ১১/২৫-৪৯

হূদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন আদ জাতির কাছে। স্বজাতিকে তিনি স্বার্থহীনভাবে একত্ববাদের পথে আহ্বান করেন। কিন্তু তারাও হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্যের পথ বেছে নেয়। ফলে আল্লাহর আযাব তাদেরকে ধ্বংস করে। ১১/৫০- ৬০

ছামূদ জাতিও অস্বীকার করে তাদের নবী সালেহ (আ.)-কে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত উটনীকে তারা হত্যা করে। নাফরমানির কারণে তারাও আল্লাহর আযাবের শিকার হয়। ১১/৬১-৬৮

আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় এবং কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না—এমন শিক্ষামূলক ঘটনার বিবরণ উঠে এসেছে সূরা হূদের

---

[১] সুনানুত তিরমিযী, ৩২৯৭; শুআবুল ঈমান, ৭৫৬

মাঝামাঝি অংশে। বৃদ্ধ ইবরাহীম (আ.) ও তার স্ত্রীকে অবাক করে মহান আল্লাহ ইসহাক নামক সন্তানের সু-সংবাদ দিয়ে একদল ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ১১/৬৯-৭৬

লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় সমকামিতার মতো জঘন্য নোংরামী ও অপরাধের সূচনা করে। লূত (আ.) নানাভাবে তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আপন অপকর্মে তারা অটল থাকে। সেই জনপদে মানুষের বেশে একদল আযাবের ফেরেশতা প্রেরণ করেন আল্লাহ। তারা লূত (আ.)-এর মেহমান হন। নরাধমরা ফেরেশতাদের সাথেও নোংরা কাজের দুঃসাহস দেখালে লূত (আ.) ভয় পেয়ে যান। ফেরেশতারা তাকে নির্ভয় থাকতে বলেন এবং ঈমানদারদের নিয়ে এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। এরপর আল্লাহর নির্দেশে তারা পাপিষ্ঠদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পুরো এলাকা উল্টে দেন (জর্ডানে অবস্থিত ডেড সি আজও সেই আযাবের সাক্ষী হয়ে আছে)। ১১/৭৭-৮৩

মাদায়েনবাসীর নিকট প্রেরিত শুআইব (আ.)-এর জাতি ব্যবসায় ভেজাল ও ওজনে ফাঁকি দিত। নবীর অবাধ্যতার কারণে তারাও আল্লাহর আযাবে (ভূমিকম্পে) ধ্বংস হয়। ১১/৮৪-৯৫

এরপর মূসা (আ.) ও ফিরাউনের ঘটনার চুম্বকাংশও বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ইউসুফ বেশ বড় আয়তনের সূরা। সমগ্র সূরা জুড়ে বর্ণিত হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাবহুল জীবনের আখ্যান। শৈশবে ইউসুফের (আ.) তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন, সৎ ভাইদের শত্রুতা, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, পথিকদের মাধ্যমে উদ্ধার হয়ে মিশরের বাজারে বিক্রি হয়ে মিশরের রাজ পরিবারে অবস্থান, জুলাইখার নিষিদ্ধ আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে অন্যায়ভাবে কারাবরণ, স্বপ্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুক্তি, ভাইদের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ, প্রতিশোধবিহীন অপূর্ব ক্ষমা এবং সব শেষে পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে পুরো সূরা জুড়ে।

বহুমাত্রিক উপদেশ, শিক্ষা, চরিত্র হেফাজতের সংকল্পের বিরল দৃষ্টান্তসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকার কারণে এটিকে 'আহসানাল কাসাস' বা সর্বোত্তম ঘটনা বলেছেন আল্লাহ।

ঈমান-আকীদা

ইসলামের মৌলিক কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে সূরা হূদে। যেমন একত্ববাদ, তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি ঈমান তথা পুনরুত্থান । ১১/৬ ১৪, ২৬, ৫০, ৩৪

আদেশ

- ধৈর্য ধারণ করা। ১১/৪৯

- আল্লাহর ইবাদত করা। ১১/৫০
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাওবা করা। ১১/৫২
- আল্লাহকে ভয় করা। ১১/৭৮
- ওজন ও পরিমাপ ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করা। ১১/৮৫
- আল্লাহর নির্দেশের ওপর অবিচল ও স্থির থাকা। ১১/১১২
- দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে সালাত আদায় করা। ১১/১১৪
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ১১/১২৩

নিষেধ

- (কুরআনের ব্যাপারে) সন্দেহে পতিত না হওয়া। ১১/১৭
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব না করা। ১১/২৬
- কাফিরদের কার্যকলাপে বিমর্ষ না হওয়া। ১১/৩৬
- কাফিরদের সাথে না থাকা। ১১/৪২
- অপরাধী হয়ে আল্লাহ থেকে বিমুখ না হওয়া। ১১/৫২
- ওজন ও পরিমাপে কম না দেওয়া। ১১/৮৪
- পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার বিস্তার না ঘটানো। ১১/৮৫
- সীমালঙ্ঘন না করা। ১১/১১৩
- জালিম, পাপিষ্ঠদের প্রতি ধাবিত না হওয়া। ১১/১১৩

দৃষ্টান্ত

আল্লাহ মুমিন এবং কাফিরের উপমা দিয়েছেন অন্ধ-বধির আর চক্ষুমান-শ্রবণকারীর সাথে। হক উদঘাটন ও সত্য উপলব্ধি করতে না পারাকে অন্ধত্ব ও বধিরতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ১১/২৪

কিয়ামতের ভয়াবহতা

কিয়ামতের ভয়াবহতার কিঞ্চিত ইঙ্গিত রয়েছে সূরা হূদে। সেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো কথা বলার সুযোগ থাকবে না। জাহান্নামীদের গগনবিদারী চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাবে। অবিশ্বাসীরা সেখানে চিরকাল থাকবে। ঈমানদার ও অনুগত বান্দারা জান্নাতের নিয়ামত চিরকাল ভোগ করবে। ১১/১০৫-১০৮

রিযিকের নিশ্চয়তা

ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। সুতরাং রিযিক আহরণের চেষ্টা করতে হবে ঠিক; কিন্তু রিযিকের বিষয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা ঈমানদারের জন্য শোভনীয় নয়। ১১/৬

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। ১১/১১

যারা আল্লাহর বিষয়ে মিথ্যারোপ (আল্লাহর শানের পরিপন্থি বিশ্বাস ও উক্তি) করে তাদের চেয়ে বড় জালিম-পাপিষ্ঠ আর কে আছে! এই শ্রেণীর মানুষকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হলে সাক্ষীরা বলবেন, জালিমদের ওপর আল্লাহর লানত। ১১/১৮

যারা পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্য চায় (অথচ ঈমান না আনে) তাদের সেবা ও কল্যাণমূলক কাজের বিনিময় আল্লাহ দুনিয়াতেই দিবেন। আখিরাতে তারা কিছুই পাবে না; উপরন্তু তারা জাহান্নামে যাবে। এমনকি কোনো মুসলিমও যদি নাম-যশ বা পার্থিব স্বার্থের জন্য ভালো কাজ করে, সেও আল্লাহর কাছে সে কাজের কোনো বিনিময় পাবে না।

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, বিনীত ও একাগ্রচিত্তে প্রতিপালকের সামনে নত হয়, তাদের জন্য জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১১/১৫-২৪

সূরা ইউসুফের কতিপয় শিক্ষা

হিংসা জঘন্যতম কাজে প্ররোচিত করতে পারে। যার ফলে পরবর্তীতে অনেক লজ্জিত হতে হয়। যেমনটি ঘটেছে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের বেলায়। তাই হিংসা পরিহার করা কর্তব্য। ১২/৮-১০

আকর্ষণ এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাপ ও অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা প্রকৃত বীরত্ব ও সাহসিকতার কাজ। তার জন্য চাই সর্বোচ্চ তাকওয়া এবং আল্লাহর ভয়। লোভ ও মোহ থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দেয় সূরা ইউসুফ। তারুণ্যকে অবৈধ সম্পর্ক থেকে পবিত্র রাখতে ইউসুফ (আ.)-এর প্রচেষ্টা উত্তম উদাহরণ ও প্রেরণা। ১২/২৩-৩৪

পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি নিজের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করা কর্তব্য। যেমন ইউসুফ (আ.) জুলাইখার কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে আত্মরক্ষার জন্য দৌড় দিয়েছিলেন। ১২/২৫

সত্য পথে থাকার পরও কখনো কখনো দুঃখ-কষ্ট এবং অপবাদ সহ্য করতে হয়। যেমন ইউসুফ (আ.) মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়ে জেল পর্যন্ত খেটেছিলেন। ১২/৩৩

প্রবৃত্তি সর্বদা মন্দ কাজের নির্দেশ করে। সুতরাং সফলতার জন্য সতর্ক থাকা এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। ১২/৫৩

ভালো কাজের সুযোগ কিংবা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার তাওফীককে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ মনে করা উচিত। ১২/৫৩

দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা আসে। যেমন ঘটেছিল ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ.)-এর বেলায়। সবুর করলে বহুকাল পরে হলেও মেওয়া ফলে। প্রয়োজন শুধু আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করা। ১২/৯৪, ১০০

ক্ষমা উন্নত মানসিকতার পরিচয়। প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা অনেক বেশি উপভোগ্য। যেমন ইউসুফ (আ.) প্রতিশোধ না নিয়ে ভাইদের জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেছিলেন। ১২/৯২

১০ম তারাবীহ

কুরআনের ১৩তম পারা দশম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ। এতে রয়েছে সূরা ইউসুফের শেষার্ধ, সূরা রাদ ও সূরা ইবরাহীম।

ঘটনাবলি

ত্রয়োদশ পারার শুরু থেকে ইউসুফ (আ.)-এর অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যথা, ইউসুফ (আ.)-এর কারামুক্তি, মিশরের কৃষি ও খাদ্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন, দুর্ভিক্ষ, ত্রাণের জন্য সৎ ভাইদের মিশরে আগমন, ইউসুফ (আ.)-এর অপূর্ব ক্ষমা, পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর সপরিবারে মিশরে আগমন এবং ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবে দেখা স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়া ইত্যাদি। ১২/৫৩-১০০

ইবরাহীম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুই সন্তান ইসমাইল ও ইসহাককে লাভ করেন। এরপরই আসে আল্লাহ প্রদত্ত কঠিন পরীক্ষা। স্ত্রী হা-জার এবং নবজাতক ইসমাইলকে জনমানবশূন্য পাহাড়ি এলাকা মক্কায় রেখে আসেন তিনি। এমন কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও ইবরাহীম (আ.) সন্তানদের একত্ববাদ, সালাত কায়েম ও দীনদারি রক্ষার দোয়া করেন আল্লাহর নিকট। পাশাপাশি তাদের রিযিক, মক্কা নগরীর নিরাপত্তা এবং মক্কার প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টির দোয়া করেন। ১৪/৩৫-৪০

ঈমান-আকীদা

তাওহীদ কুরআনের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। তাওহীদ ফোনের ডিজিটের মতো। একটি সংখ্যা ভুল হলেই পুরো চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ কারণে কুরআনের অন্যসব পারার মতো আজকের তিলাওয়াতকৃত অংশেও যথারীতি বারবার ঘুরেফিরে তাওহীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তওহীদ ছাড়াও সূরা রাদের শুরুতে এবং পুরো সূরা জুড়ে আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য, ফেরেশতাদের আল্লাহভীতি, আসমানি কিতাব আল্লাহ প্রদত্ত ইত্যাদি বিষয় বারবার উঠে এসেছে। সূরা ইবরাহীমে কিয়ামতের প্রতি ঈমান বিষয়ক আলোচনা এবং সেদিনের ভয়াবহতার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সূরার শেষে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

আদেশ

■ মানুষকে অন্ধকার (কুফুর) থেকে আলোর (ঈমান) পথে আনা এবং আল্লাহর

দিনসমূহ (ঈমানজাগানিয়া ইতিহাস) স্মরণ করানো। ১৪/৫

- আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করা। ১৪/৬
- আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা। ১৪/১১
- বিচার দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। ১৪/৪৪

নিষেধ

- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। ১২/৮৭
- জালিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে বেখবর মনে না করা। ১৪/৪২
- আল্লাহকে রাসূলদের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে না করা। ১৪/৪৭

দৃষ্টান্ত

কাফিররা ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই প্রাপ্ত হয়ে যায়। আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আখিরাতে তাদের ভালো কাজের পরিণতি কেমন হবে, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তাদের ভালো কাজসমূহ ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাসে উড়ন্ত ছাইয়ের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতাস যেমন ছাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কুফুরও কাফিরদের আমলসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অর্জিত কর্মের কোনো বিনিময় তারা লাভ করবে না। এটাই তাদের জীবনের চরম বিভ্রান্তি। ১৪/১৮

কালিমায়ে তাইয়্যিবাকে (পবিত্র কথা অর্থাৎ ঈমান ও তাওহীদ) আল্লাহ এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন, যার শেকড় অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় এবং তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে আকাশে। আর কালিমায়ে খবিসাহকে (নোংরা কথা অর্থাৎ কুফর ও শিরক) তুলনা করেছেন এমন দুর্বল শেকড়-বিশিষ্ট গাছের সাথে, যা খুব সহজেই উপড়ে ফেলা যায়। ১৪/২৪-২৬

মহান আল্লাহ হক ও বাতিলের উপমা দিয়েছেন দুটি জিনিসের সাথে। বৃষ্টির পানিতে যখন নদী-নালা ভরে যায়, তখন বুদ্বুদ পানির ওপর ভেসে ওঠে এবং এক সময় তা বিলীন হয়ে যায়। একইভাবে যখন অলংকার বা অন্য কোনো বস্তু তৈরির জন্য ধাতব পদার্থ আগুনে দেওয়া হয়, উত্তপ্ত আগুনের স্পর্শে তখনও তার ফেনা ভেসে ওঠে। অর্থাৎ, ফেনা শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু অলংকার বা পানি, যা মানুষের জন্য উপকারী, তা রয়ে যায়। একইভাবে বাতিলের প্রভাব যতই দৃশ্যমান হোক, তা মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। এক সময় তা বিলীন হবেই। কিন্তু হক ও সত্য মানবসভ্যতার জন্য চির-উপকারী, এ জন্য তা সর্বদা টিকে থাকে। ১৩/১৭

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা। ১৪/১

শয়তান ও তার অনুসারীদের বচসা

কিয়ামতের দিন শয়তান ও তার অনুসারীদের মধ্যকার কথোপকথন, পারস্পরিক দোষারোপের চিত্র, অবাধ্যদের ভুলের পরিণতি ও বেদনাদায়ক বাস্তবতার বর্ণনা রয়েছে সূরা ইবরাহীমে। সেদিন শয়তান তার অনুসারীদের বলবে, আমি স্রেফ তোমাদেরকে আমার পথে আহ্বান করেছিলাম, তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং আজ আমাকে ভর্ৎসনা না করে নিজেদের ভর্ৎসনা করো। ১৪/২২

সব নবী-রাসূলকে স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করা হয়েছে

আল্লাহ সকল নবী-রাসূলকে স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন, যেন তারা নিজ জাতিকে (আল্লাহর কিতাবসমূহ) স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেন। ১৪/৪

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, রাতদিনের পালাবদল, রকমারি ফলমূল, একই মাটিতে উৎপন্ন বৃক্ষরাজির ফলন ও স্বাদের তারতম্যসহ অসংখ্য সুনিপুণ সৃষ্টিরাজি মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। মহাবিশ্বের প্রতিটি নিখুঁত সৃষ্টিতে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষের গবেষণার উপকরণ ও বহু নিদর্শন রয়েছে। ১৩/২-৪

উলুল আলবাব ও জান্নাতীদের আটটি বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং চুক্তির বিপরীত কাজ করে না।

২. আল্লাহ যাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

৩. আল্লাহকে ভয় করে।

৪. পরকালের কঠিন হিসাবকে ভয় করে।

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে।

৬. সালাত কায়েম করে।

৭. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে ব্যয় করে।

৮. ভালো দ্বারা মন্দের প্রতিরোধ করে। ১৩/২০-২২

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা (জাহান্নাম)। ১৩/২৫

নিয়ামত বৃদ্ধির মাধ্যম শুকরিয়া

প্রাপ্ত নিয়ামতের ব্যাপারে অধিক হারে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ নিয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেন। আর অকৃতজ্ঞদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ১৪/৭

সুসংবাদ ও সতর্কতা

ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে এমন উদ্যানরাজিতে (জান্নাত) প্রবেশ করানো হবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। জান্নাতীদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'সালাম'। ১৪/২৩

জালিমদের (কাফির ও সীমালঙ্ঘনকারী) জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৪/২২

সূরা ইবরাহীমের শেষ নয়টি আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য, জাহান্নামীদের করুণ অবস্থা ও চরম দুর্গতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৪/৪৪-৫২

যে আদেশ অধিক সংখ্যকবার করা হয়েছে

আজকের তিলাওয়াতকৃত পারায় তিনটি পৃথক আয়াতে তিনবার কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১২/৬৭; ১৪/১১, ১২

আজকের শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ না তারা নিজদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এ জন্য সমাজ ও জাতিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য আত্ম-সংশোধন জরুরি। ১৩/১১

কুরআনে কয়েক জায়গায় অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করতে নির্দেশ করা হয়েছে। সূরা রা'দে বলা হয়েছে,আল্লাহর জিকির করলে মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। ১৩/২৮

আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে বে-খবর নন। তিনি তাদের কার্যকলাপ দেখছেন এবং তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছেন। একটি সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেওয়া হবে। এরপর কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করে নেবে। অতএব জুলুম থেকে সতর্ক থাকা এবং কখনো জুলুম করে ফেললে তার প্রায়শ্চিত্ত করা অপরিহার্য কর্তব্য। ১৪/৪২

আজকের দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

অর্থ: আমার প্রতিপালক, আমাকেও সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা সালাত কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক, এবং আমার দোয়া করে নিন। ১৪/৪০

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, যে দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন। ১৪/৪১

১১তম তারাবীহ

১১তম তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের ১৪ নম্বর পারায় রয়েছে সূরা হিজর ও সূরা নাহল।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান করতে গিয়ে যখন বিরামহীন বাধা, বিদ্রুপ আর জুলুম-নির্যাতনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন, তখন সান্ত্বনা হিসেবে মহান আল্লাহ পূর্বের নবী-রাসূলদের বেদনাহত জীবনের ইতিহাস তুলে ধরে সূরা হিজর নাযিল করেন। হিজর মক্কা ও তাবুকের মাঝে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এ সূরায় হিজরবাসীর অবাধ্যতার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে বিধায় এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে হিজর নামে।

নাহল অর্থ মৌমাছি। সূরা নাহলে মৌমাছি, মধু, মধুর উপকারিতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে, মধুর মধ্যে শেফা ও আরোগ্য লাভের উপাদান রয়েছে। এ কারণে এই সূরার নাম নাহল। ১৬/৬৮-৬৯

ঘটনাবলি

মানুষ ও জিন জাতির সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ইতিহাস আলোচিত হয়েছে আজকের পঠিতব্য অংশে। মহান আল্লাহ মানুষকে কৃষ্ণবর্ণের কাদার ঠনঠনে মাটি থেকে এবং জিনদেরকে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে সবাইকে নির্দেশ করলেন, তারা যেন আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করে। কিন্তু সবাই সিজদা করলেও ইবলীস অহংকারবশত সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন এবং প্রতিশোধপরায়ণ ইবলীস আদম সন্তানকে বিপথগামী করার সংকল্প করে। ১৫/২৬-৪৪

আজকের পঠিতব্য অংশে ইবরাহীম (আ.)-এর একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম (আ.)-এর বৃদ্ধ বয়সের ঘটনা এটা। একদা ফেরেশতাদের একটি দল (মানুষের আকৃতিতে) ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে একটি জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেন। ইবরাহীম (আ.) মানুষ ভেবে তাদেরকে আপ্যায়ন করতে গেলে তারা জানান, তারা ফেরেশতা (ফেরেশতাদের খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজন হয় না)। বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনে বিস্মিত হন ইবরাহীম (আ.)। নবীর বিস্ময় দেখে ফেরেশতাগণ

আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ না হওয়ার কথা বলেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে ফেরেশতারা জানান, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নবী লূত (আ.)-এর জাতি তাদের নবীর অবাধ্যতা এবং সমকামিতার মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ায় তারা আল্লাহর আযাব নিয়ে আগমন করেছেন।

এরপর ফেরেশতারা লূত (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুদর্শন (মানুষরূপী) ফেরেশতাদের দেখে পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদের সাথে অপকর্ম করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ফেরেশতাগণ লূতকে অনুসারীদের নিয়ে এলাকা ত্যাগ করতে বলেন। এরপর একদিন ভোরে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব তথা মহানিনাদ এবং প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। পুরো এলাকা সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়। আল্লাহ এটাকে ঈমানদারদের জন্য নির্দশনবহুল ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৫/৫১-৭৭

আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে আইকাবাসী অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করা হয়েছে। সেই ঘটনারও ইঙ্গিত রয়েছে এই সূরায়। ১৫/৭৮-৭৯

ছালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নাম ছিল ছামূদ। তারা নিরাপদে বসবাসের জন্য পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করত। কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য এবং নবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে বিকট আওয়াজের গজব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল। ১৫/৮০-৮৪

ঈমান-আকীদা

মহান আল্লাহ সকল নবী-রাসূলকে মৌলিকভাবে দুটি বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এক. আল্লাহর ইবাদত করা। দুই. তাগুত বর্জন করা। ১৬/৩৬

আদেশ

- আল্লাহকে ভয় করা। ১৫/৬৯
- মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। ১৫/৮৮
- আল্লাহর ইবাদত করা ও তাগুত বর্জন করা। ১৬/৩৬
- পৃথিবীতে ভ্রমণ করে মিথ্যারোপকারীদের শেষ পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা। ১৬/৩৬
- অজানা বিষয় জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা। ১৬/৪৩
- কুরআন পাঠের শুরুতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করা। ১৬/৯৮
- ইনসাফ করা, অনুগ্রহ করা এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করা। ১৬/৯০

■ আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করা যখন পরস্পর অঙ্গীকার করা হয়। ১৬/৯১

■ রিযিক হিসেবে আল্লাহ যে হালাল ও পবিত্র বস্তু দান করেছেন, তা ভক্ষণ করা। ১৬/১১৪

■ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। ১৬/১১৪

■ মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করা। ১৬/১২৩

■ ধৈর্য ধারণ করা। ১৬/১২৭

নিষেধ

■ যারা (আল্লাহর রহমত থেকে) নিরাশ হয় তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১৫/৫৫

■ (কাফিরদের) ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দেওয়া হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করা। ১৫/৮৮

■ (কাফিরদের ঈমান না আনার কারণে) দুঃখ না করা। ১৫/৮৮

■ দুই উপাস্য গ্রহণ না করা। ১৬/৫১

■ আল্লাহর কোনো সদৃশ সাব্যস্ত না করা। ১৬/৭৪

■ অশ্লীল, অসঙ্গত কাজ এবং জুলুম না করা। ১৬/৯০

■ দৃঢ় করার পর শপথ ভঙ্গ না করা। ১৬/৯১

■ সুতো পাকিয়ে মজবুত করে পাক খুলে দেওয়া নারীর মতো না হওয়া। অর্থাৎ ভালো কাজ সম্পন্ন করার পর তা নষ্ট না করা।

■ অঙ্গীকারকে পরস্পরের প্রতারণার অস্ত্র না বানানো। ১৬/৯৪

■ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি না করা। ১৬/৯৫

■ কাফিরদের চক্রান্তের কারণে মন ছোটো না করা। ১৬/১২৭

হালাল-হারাম

আল্লাহ মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা প্রাণী ভক্ষণ করাকে হারাম করেছেন। ১৬/১১৫

ধারণাপ্রসূত কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম মন্তব্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এর অর্থ হবে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা। ১৬/১১৬

দৃষ্টান্ত

আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপনের অসারতা প্রমাণ করতে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্ত দুজন মানুষের। তাদের একজন মালিক অপরজন ক্রীতদাস। প্রথমজন আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে অকাতরে দান করতে পারে। দ্বিতীয়জন ক্রীতদাস হওয়ায় কিছুই করতে সক্ষম নয়। তারা দুজনই মানুষ অথচ সমান নয়। তাহলে কোনো সৃষ্টি কি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে? কীভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে কোনো সৃষ্টিকে উপাস্য সাব্যস্ত করে মুশরিকরা? ১৬/৭৫

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এমন দুজন মানুষের, যাদের একজন নিজে সরল-সুন্দর পথে পরিচালিত হয় আবার অন্যদেরকেও ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দান করতে সক্ষম। আর অপরজন বোবা ও অথর্ব। অন্যের কল্যাণ তো দূরের কথা, সে নিজেই নিজের বোঝা। তারা দুজনই মানুষ এবং একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান নয়। তাহলে মহান আল্লাহ আর মুশরিকদের পূজনীয় মূর্তি কীভাবে সমান হতে পারে? ১৬/৭৬

আল্লাহর নিয়ামতের সীমা

আল্লাহর সীমাহীন নিয়ামতরাজির কয়েকটির ঈমানজাগানিয়া বিবরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যদি তোমরা গণনা করো তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। ১৬/৫-১৮

ইসলাম নারীকে মুক্ত করে সম্মানিত করেছে

কন্যা সন্তানের সংবাদে মক্কার মুশরিকদের চেহারা কালো হয়ে যেত। তারা লোক-লজ্জায় মুখ লুকাতো। ১৬/৫৮, ৫৯

অথচ সূরা নিসা নামের বিশাল এক সূরায় নারীর অধিকার ও মর্যাদার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে কুরআন। নবীজির বহু হাদীস মায়ের জাতিকে অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছে।

ইসলাম প্রচারের মূলনীতি

তুমি আপন প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে। আর (কখনো বিতর্কের সম্মুখীন হলে) উৎকৃষ্টতম পন্থায় বিতর্ক করবে। ১৬/১২৫

ব্যাপক নির্দেশসূচক একটি আয়াত

সূরা নাহলের ছোট একটি আয়াতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (এক) ন্যায়বিচার। (দুই) দয়া। (তিন) আত্মীয়দের হক আদায়। (চার) অশ্লীলতা পরিহার। (পাঁচ) মন্দকাজ পরিহার। (ছয়) জুলুম থেকে বিরত থাকা। ১৬/৯০

কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর

মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন এবং নিজেই কুরআন সংরক্ষণের ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে কুরআন সব ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকবে। ১৫/৯

কিয়ামতের দিন কাফিরদের আকাঙ্ক্ষা

কিয়ামতের দিন কাফিররা জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আকাঙ্ক্ষা করে বলবে, 'দুনিয়াতে তারা যদি মুসলমান হতো'। ১৫/২

সুসংবাদ ও সতর্কতা

আল্লাহ বলেছেন, 'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু আর আমার শাস্তিই হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'। ১৫/৪৯-৫০

ঈমানদার আল্লাহভীরুদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা সালাম দেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। ১৬/৩২

পুরুষ হোক কিংবা নারী, ঈমান আনার পর সৎকর্মশীল হলে মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে সুখী ও পবিত্র জীবন দান করবেন এবং আখিরাতে দান করবেন তাদের কর্মের সর্বোত্তম বিনিময়। ১৬/৯৭

কিয়ামতের দিন কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। ১৬/২৭-২৯

মানুষের কথার আঘাতে কষ্ট পেলে তিন করণীয়

১. আল্লাহর প্রশংসামাখা তাসবীহ পাঠ করা।

২. সিজদা করা।

৩. মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজ প্রতিপালকের ইবাদত অব্যাহত রাখা। ১৫/৯৭-৯৯

ফজীলত ও মর্যাদা

একই সূরার শেষের দিকে ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শের সৌন্দর্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার মর্যাদার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ১৬/১২০-১২৩

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। ১৬/২৩

অধিক আলোচিত বিষয়

আজকের তিলাওয়াতকৃত উভয় সূরায় আল্লাহর বিভিন্ন নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা বারবার আলোচিত হয়েছে।

আজকের শিক্ষা

যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করবে এবং আল্লাহর পেথে চলতে স্থির-সংকল্প থাকবে, শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করার চেস্টা করলেও আল্লাহর দয়া ও সাহায্যে তারা শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকবে। অতএব শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য চাই নিজেকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর পথে চলতে স্থির-সংকল্প থাকা। ১৫/৪০-৪২

১২তম তারাবীহ

১২তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ১৫ নম্বর পারা। এতে রয়েছে সম্পূর্ণ সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা কাহাফের দুই তৃতীয়াংশ।

ঘটনাবলি

ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ আর মিরাজ অর্থ উর্ধ্বে গমন বা ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ইসরা ও মিরাজ ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা। মহান আল্লাহ এক রাতে তাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা এবং মসজিদুল আকসা থেকে ঊর্ধাকাশে ভ্রমণ করিয়েছেন। সেখানে তিনি জান্নাত-জাহান্নাম এবং অদৃশ্যের জগতের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। সূরা বনী ইসরাইলের শুরুতে রাসূলের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৭/১

বনী ইসরাইলের অবাধ্যতা, নাফরমানি এবং তাদের করুণ পরিণতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এই সূরার প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে। ধারাবাহিক অবাধ্যতা, তাওরাত অস্বীকার, নবীহত্যার মতো ভয়ংকর অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল ইহুদীরা। ফলে তাদের ওপর দুটি শাস্তি নেমে আসে। প্রথমত, বাবেলের রাজা বুখত নসর তাদের ওপর গণহত্যা চালায়। যারা বেঁচে যায় তাদেরকে দাসত্ব বরণ করতে হয়। এটা ছিল মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর তার শরীয়ত অমান্য করার শাস্তি। দ্বিতীয়ত, ঈসা (আ.)-এর অবাধ্যতার পর রোম সম্রাট তীতূসের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তারা। এরপর মুহাম্মাদ (সা.)-এর অবাধ্যাচরণ করলে একই পরিণাম ভোগ করতে হবে, সেই ইঙ্গিত রয়েছে এই সূরায়। (অনেক মুফাসসিরের ধারণা, হিটলারের গণহত্যা তারই বাস্তবায়ন। আল্লাহই ভালো জানেন)। ১৭/২-৮

ইসলামপূর্ব যুগে আসহাবে কাহাফের (ঘুমন্ত গুহাবাসী যুবকদের) ঘটনা নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পূর্বের এই ঘটনা সম্পর্কে সূরা কাহাফে সঠিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। তারা ছিলেন ঈসা (আ.)-এর অনুসারী, একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন। রাষ্ট্রীয় জুলুম ও শিরক থেকে বাঁচতে লোকালয় ছেড়ে তারা গুহায় আশ্রয় নেন। তাদের সাথে ছিল একটি কুকুর। মহান আল্লাহ তাদেরকে অলৌকিকভাবে তিনশ নয় বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। এরপর তাদেরকে জাগ্রত করেন। তারপর তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সত্যান্বেষণকারীদের জন্য

প্রেরণা। আসহাবে কাহাফের সেই গুহা তুরস্কের ইজমিরে অবস্থিত। কোনো কোনো গবেষকের মতে, জর্ডানের পেট্রায় গুহাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮/৯-২৬

সূরা কাহাফের গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো মূসা ও খিজির (আ.)-এর ঘটনা। মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে জ্ঞান অর্জনের জন্য খিজির (আ.)-এর সঙ্গী হন। পথে একাধিক অস্বাভাবিক ও শিক্ষণীয় ঘটনার মুখোমুখী হন তিনি। এই সফর থেকে মূসা (আ.) অনেক অজানা বিষয় জানতে পারেন। জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যও এই ঘটনায় শিক্ষার অনেক উপকরণ রয়েছে। ১৮/৬০-৮২

ঈমান-আকীদা

রবের পক্ষ হতে সত্য প্রকাশিত হবার পর যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফুরী করুক, পৃথিবীতে কাউকে বাধ্য করা হবে না। তবে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা পানি চাইলে গলিত শিশার ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারাকে ঝলসে দেবে এবং সেটা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পানীয়। ১৮/২৯

আরব মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করত। এটাকে আল্লাহ গুরুতর ও জঘন্য উক্তি বলে অভিহিত করেছেন (কারণ তিনি এসবের ঊর্ধ্বে)। ১৭/৪০

মানবদেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও অস্থিতে পরিণত হওয়ার পর তারা নতুন সৃষ্টিরূপে কীভাবে পুনরুত্থিত হবে—অবিশ্বাসীদের এ সংশয় দূর করতে গিয়ে বলা হয়েছে, নমুনাবিহীন প্রথমবার যিনি মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, পুনরায় সৃষ্টি করা তার জন্য কি কঠিন হওয়ার কথা? ১৭/৪৯-৫১

আদেশ

- মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও বিনীত আচরণ করা। ১৭/২৩, ২৪
- আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় করা। ১৭/২৬
- নম্রভাবে কথা বলা। ১৭/২৮
- অঙ্গীকার পূর্ণ করা। ১৭/৩৪
- সঠিকভাবে পরিমাপ করা। ১৭/৩৫
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। ১৭/৭৮
- তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা। ১৭/৭৯

নিষেধ

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক সাব্যস্ত না করা। ১৭/২
- আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য না বানানো। ১৭/২২
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ১৭/২৩
- পিতা-মাতাকে ধমক না দেওয়া এবং তাদেরকে 'উফ' শব্দও না বলা। ১৭/২৩
- অপব্যয় না করা। ১৭/২৬
- কৃপণতা কিংবা অপব্যয় না করা। ১৭/২৯
- দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা। ১৭/৩১
- যিনা-ব্যভিচারের কাছেও না যাওয়া। ১৭/৩২
- অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। ১৭/৩৩
- এতিমদের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ না করা। ১৭/৩৪
- যে বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কথা না বলা। ১৭/৩৬
- পৃথিবীতে দম্ভভরে না চলা। ১৭/৩৭
- সালাতে বেশি উচ্চস্বরে কিংবা নিম্নস্বরে কিরাত পাঠ না করা। ১৭/১১০

বিধি-বিধান

আল্লাহ নিরঙ্কুশভাবে তার ইবাদতের নির্দেশের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে ফরয করেছেন। পিতামাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ধমক দিতে, এমনকি 'উফ' পর্যন্ত বলতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ। ১৭/২৩

ভবিষ্যৎকালীন কথায় ইনশাআল্লাহ যুক্ত করে বলতে হবে। ১৮/২৩-২৪

দৃষ্টান্ত

বনী ইসরাইলের দুই ভাইয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আল্লাহ। উভয়ই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রচুর ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচার মালিক হয়। তাদের একজন ছিল ঈমানদার ও কৃতজ্ঞ, অপরজন ছিল কাফির ও অহংকারী। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও দান-সাদাকা ছিল মুমিন ভাইয়ের অভ্যাস। এতে সম্পদ কিছুটা কমলেও তার ওপর ছিল আল্লাহর অসীম রহমত। আর কাফির ভাইটি পরকালকে অস্বীকার করত। ভোগবিলাসিতা ছিল তার জীবনের একমাত্র আরাধ্য। সহসা আল্লাহর আযাব তার সকল সম্পদ ধ্বংস করে দেয়। তখন আফসোস ব্যতীত আর কিছুই করার থাকে না তার। ১৮/৩২-৪৪

অপর জায়গায় মহান আল্লাহ পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বকে বৃষ্টির পানির সাথে তুলনা করেছেন। বৃষ্টির পানি উদ্ভিদরাজির ভেতর প্রাণের উন্মেষ ঘটায়। কিন্তু একটা সময় পানি ফুরিয়ে (পানির কার্যকারিতা শেষ হয়ে) গেলে সেই প্রাণও শুকিয়ে যায়; শুষ্ক খড়কুটোয় পরিণত হয়। মানুষের পার্থিব জীবনও ঠিক সেরকম। পার্থিব জীবনের প্রাচুর্য মানুষকে সুশোভিত ও সমৃদ্ধ করে। তাতে অনেকেই আখিরাত ভুলে দুনিয়াকে অফুরন্ত মনে করে। অথচ হায়াতের দিন ফুরালে একটা সময় সেও নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৮/৪৫

ফজীলত

কুরআনে দুটি মসজিদের নাম এসেছে। এক. মসজিদুল হারাম, দুই. মসজিদুল আকসা। এ থেকে এই দুটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা যথাক্রমে পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মসজিদ। মসজিদুল আকসার আশপাশের এলাকাকে কুরআনে বরকতময় বলা হয়েছে। আর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা মসজিদুল হারামের আশপাশের এলাকাও বরকতময় হওয়া প্রমাণিত।[১] ১৭/১

জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করলে সেটি তিলাওয়াতকারীর জন্য নূর হয়ে আবির্ভূত হবে।[২]

সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ রাখলে সে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে।[৩]

মানবজাতিকে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জীব করে সৃষ্টি করেছেন। ১৭/৭০

সুসংবাদ ও সতর্কতা

কুরআন মানবজাতিকে সরল পথ দেখায় এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৭/৯-১০

অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। ১৭/২৭

‘বলো, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।’ ১৭/৮১

---

[১] সহীহ বুখারী, ১৮৮৫, সহীহ মুসলিম, ১৩৬৯

[২] সুনানুদ দারিমী, ৩৪০৭

[৩] সহীহ মুসলিম, ১৭৬৮

এক আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন, 'সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের কুরআন পাঠও'। এই আয়াতে সূর্য হেলে যাওয়া থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত আদায়ের নির্দেশের মাধ্যমে চার ওয়াক্ত (যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা) সালাতের আদেশ করা হয়েছে। আর ফজরের কুরআন পাঠের নির্দেশের মাধ্যমে ফজরের সালাতের কথা বলা হয়েছে। ১৭/৭৮

কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না

যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, সে সরল পথে চলে নিজের মঙ্গলের জন্যই। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে, তার ভ্রান্তির পরিণাম তার নিজের ওপরই বর্তাবে। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। ১৭/১৫

তাহাজ্জুদের সালাত

তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের নির্দেশ ও তার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। ১৭/৭৯

রূহ কী?

রূহ হলো মহান আল্লাহর আদেশ। ১৭/৮৫

কুরআনের অলৌকিকত্ব

পৃথিবীর সকল মানুষ ও জিন পারস্পরিক সাহায্য নিয়েও কুরআনের মতো গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না। ১৭/৮৮

আজকের শিক্ষা

আসহাবে কাহফের যুবকদের ঘটনা আমাদের জন্য এ শিক্ষা বহন করে যে, যে কোনো পরিস্থিতিতে তাওহিদের ওপর অটল থাকতে হবে। যদি নিজ জনপদে ঈমান ও তাওহিদ নিয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে প্রয়োজনে জনপদ ছেড়ে এমন আশ্রয় খুঁজতে হবে, যেখানে ঈমান ও তাওহিদ নিয়ে থাকা যাবে। আর বান্দা সত্যের ওপর থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই উপায় বের করে দেন। ১৮/১০-২২

আজকের দোয়া

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ : হে রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। ১৭/২৪

رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সঙ্গে এবং আমাকে বেরও করুন কল্যাণের সঙ্গে। আর আমাকে আপনার পক্ষ থেকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি। ১৭/৮০

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَیِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি আপনার নিকট থেকে বিশেষ রহমত নাজিল করুন এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন। ১৮/১০

১৩তম তারাবীহ

১৩তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ১৬ নম্বর পারা। এ পারা জুড়ে আছে সূরা কাহাফের বাকি অংশ, সূরা মারইয়াম ও সূরা ত্বহা।

ঘটনাবলি

মুশরিকরা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ভ্রমণকারী শাসক সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করেছিল। তার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ সূরা কাহাফের শেষের দিকে জানান—সেই শাসক ছিলেন যুলকারনাইন। তিনি ছিলেন ঈমানদার, আল্লাহভীরু, প্রাচুর্যের অধিকারী ও পরোপকারী। পৃথিবীর উদয়াচল ও অস্তাচল জয় করে লোকালয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দুই পাহাড়ের মাঝে শিশাঢালা প্রাচীর দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ নামক বিশেষ এক অত্যাচারী মানবসম্প্রদায়কে অবরুদ্ধ করেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে পরিত্রাণ দেন। আল্লামা তাকী উসমানীর ভাষ্যমতে—সমকালীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অধিকাংশই মনে করেন, যুলকারনাইন ছিলেন ইরানের সম্রাট সাইরাস, যিনি বনী ইসরাইলকে বাবিলের নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৮/৮৩-৯৮

যাকারিয়া (আ.) নিঃসন্তান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে নিজের অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের দোয়া করেন তিনি। আল্লাহ তাকে ইয়াহইয়া নামক এমন এক সন্তানের সুসংবাদ দেন, যে নামে আগে কোনো মানুষ ছিল না। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, পবিত্র, আল্লাহভীরু, মা-বাবার অনুগত নিরহংকার মানুষ। ১৯/২-১৫

ঈসা (আ.)-এর মায়ের নামে সূরা মারইয়ামের নামকরণ করা হয়েছে। ঈসা (আ.) ছিলেন পৃথিবীর একমাত্র মানুষ, যিনি বাবা ছাড়া শুধু মায়ের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মাতৃগর্ভে আগমন, গর্ভাবস্থা, মারইয়ামের কষ্ট লাঘবে কুদরতি ব্যবস্থাপনা, ফেরেশতাদের সাহায্য, জন্মের পর সমাজের মন্দ ধারণা ও কটূক্তি মোকাবিলা, মাতৃকোলে অলৌকিকভাবে তার দাওয়াতি ভাষণ, খ্রিস্ট সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্তকরণ এবং তা খণ্ডনের বিশদ আলোচনা এসেছে সূরা মারইয়ামে। ১৯/১৬-৩৭

ইবরাহীম, মূসা, ইসমাইল ও ইদরীস (আলাইহিমুস সালাম)-এর দাওয়াতি মিশন ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দাওয়াতের কাজে ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং তাকে মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছে। তবু তার দরদী ভাষার দাওয়াত নিবেদন অব্যাহত ছিল। ১৯/৪১-৫৭

মূসা (আ.)-এর সংগ্রাম-মুখর জীবন, দাওয়াতি মিশনের চ্যালেঞ্জ দীর্ঘ পরিসরে উঠে এসেছে সূরা ত্বহায়। আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করতেন বলে মূসা (আ.)-কে কালীমুল্লাহ বলা হয়। তিনি যখন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে যান, তখন ছামেরি নামক ব্যক্তি বাছুর পূজার উদ্ভাবন ঘটায় এবং বনী ইসরাইলকে শিরকে নিপতিত করে। এর শাস্তিস্বরূপ ছামেরিকে ভোগ করতে হয় করুণ পরিণতি। ২০/৯-৯৯

ঈমান-আকীদা

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব কিয়ামতের বৃহৎ দশটি আলামতের একটি। ঈসা (আ.) কর্তৃক দাজ্জালের পতনের পর তাদের প্রকাশ ঘটবে। তাদের অত্যাচারে পৃথিবীবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ বিষাক্ত কীট দিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। ১৮/৯৮, ৯৯

সন্তান গ্রহণ সৃষ্টিকূলের বৈশিষ্ট্য। মহান স্রষ্টা সন্তানগ্রহণ থেকে পবিত্র। তিনি এসব সৃষ্টীয় বৈশিষ্ট্যের মুখাপেক্ষী নন। কারণ, সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি 'হও' বললেই তা হয়ে যায়। ১৯/৩৫

রাসূল (সা.) মানুষ ছিলেন। আর মানুষ মাটির তৈরি, নূরের তৈরি নয়। নূরের তৈরি ফেরেশতাগণ। রাসূলকে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন ঘোষণা করেন, তিনি আমাদের মতো মানুষ। তবে তার কাছে ওহী আসত, সে সূত্রে তিনি রাসূল আর আমরা তার উম্মত। ১৮/১১০

আদেশ

- সালাত আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা।
- মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। ১৯/৩২
- আক্ষেপের দিন (কিয়ামতের দিন)-এর ব্যাপারে সতর্ক করা। ১৯/৩৯
- আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার ইবাদতে দৃঢ় ও অবিচল থাকা। ১৯/৬৫
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ২০/১৪
- আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য সালাত আদায় করা। ২০/১৪
- নম্র ভাষায় দাওয়াত দেওয়া। ২০/৪৪

- আল্লাহর দেওয়া পবিত্র (হালাল) বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করা। ২০/৮১
- কাফিরদের কষ্টদায়ক কথায় ধৈর্য ধারণ করা। ২০/১৩০
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা। ২০/১৩০
- পরিবারের লোকদের সালাতের নির্দেশ করা এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাকা। ২০/১৩২

নিষেধ

- শয়তানের ইবাদত না করা। ১৯/৪৪
- আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য না করা। ২০/৪২
- আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করা। ২০/৪৬
- আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যারোপ না করা। ২০/৬১
- (রিযিক আহরণ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে) সীমালঙ্ঘন না করা। ২০/৮১
- কাফিরদের ভোগ-বিলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। ২০/১৩১

কিয়ামতের ভয়াবহতা

পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের বিশ্বাস মানুষকে প্রকৃত ভালো মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করে। সমগ্র কুরআন জুড়েই মহাপ্রলয় এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা রয়েছে। সূরা ত্বহায় কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদের পারস্পরিক কানাঘুষা, শিঙ্গার ফুৎকার এবং পুনরুত্থানের বিবরণ উঠে এসেছে। সেদিন পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলোর মতো উড়বে এবং তা সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। মহানিনাদ-পরবর্তী পিনপতন নীরবতা, চিরঞ্জীব মহান সত্তার সম্মুখে সবার অবনত হওয়ার ঈমানজাগানিয়া বর্ণনা উঠে এসেছে এ সূরায়। ২০/১০০-১১১

অসম্ভব ভেবে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, যে সত্তা শূন্য থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার জন্য কি মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব! ১৯/৬৬-৬৮

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তাদেরকে নেক আমল (কুরআন ও সুন্নাহসম্মত কাজ) ও শিরকমুক্ত ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১৮/১১০

যারা আল্লাহর প্রতি কুফুরী করে, কিয়ামতের দিন তাদের মহাদুর্ভোগ ও ধ্বংস অনিবার্য হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১৯/৩৭

যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবনকে তিনি সংকীর্ণ করে দেবেন। আর হাশরের দিন তাকে অন্ধ করে ওঠাবেন। ২০/১২৪

মাটি থেকে সৃষ্টি, মাটিতেই ফিরে যাওয়া

জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা ভুলিয়ে শয়তান আমাদেরকে পার্থিব জগতের চাকচিক্যে ডুবিয়ে রাখে। আমরা যেন সংবিৎ ফিরে পাই, জীবনের বাস্তবতা এবং আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবার উপলব্ধি যেন জাগ্রত হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ বলেন,

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

অর্থ: মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই ফিরিয়ে আনবো এবং মাটি থেকেই (পুনরায়) তোমাদের বের করে (হাশরে) আনবো। ২০/৫৫

কটূকথায় করণীয় ও প্রশান্তি লাভের উপায়

মুশরিকদের অবান্তর ও কটূকথায় প্রিয় নবী (সা.)-কে ধৈর্যের পাশাপাশি পাঁচ সময় আল্লাহর পবিত্রতা নিবেদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে মূলত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে মন প্রশান্ত হয়। ২০/১৩০

আল্লাহর কুদরত ও গুণাবলি

যদি সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে মহান আল্লাহর ইলম, হিকমাহ, গুণাবলি ও কুদরত লেখা হয়, তবে এক সময় কালি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর ইলম ও গুণাবলি শেষ হবে না। এমনকি দ্বিগুণ কালির ব্যবস্থা করা হলেও আল্লাহর গুণাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। ১৮/১০৯

আজকের শিক্ষা

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করতে হবে বিনম্রভাবে, যদিও লোকটি অহংকারী কাফির হয়। ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার সময় মূসা ও হারূন (আ.)-কে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে'। ২০/৪৪

খিজির (আ.)-এর বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল পুনর্নির্মাণের ঘটনা থেকে আল্লাহর জন্য জনকল্যাণমূলক কাজের শিক্ষা ও প্রেরণা পাওয়া যায়। ১৮/৭৭

সামর্থ্য ও সম্পদের সদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। দুষ্টের দমন এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়া একজন শাসকের নীতি হওয়া উচিত। যেমনটি করেছিলেন বাদশাহ যুলকারনাইন।

আল্লাহ হলেন 'ক্বাদীর'। তিনি সব করতে সক্ষম। তার রহমত থেকে আশা হারাতে নেই। তিনি বার্ধক্যে সন্তান দিতে পারেন, আবার পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন যাকারিয়া (আ.)-কে তিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছেন এবং ঈসা (আ.)-কে বাবা ছাড়া পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ১৯/২-৩৭

আজকের দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۙ وَ يَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ۙ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ۙ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ খুলে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন। ২০/২৫-২৮

رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। ২০/১১৪

১৪তম তারাবীহ

১৪তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ হলো ১৭ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা আম্বিয়া ও সূরা হাজ্জ।

ঘটনাবলি

সূরাতুল আম্বিয়া অর্থ নবীগণের সূরা। এই সূরায় আঠারোজন নবীর আলোচনা এসেছে। তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতি উঠে এসেছে এই সূরায়। শুরুতেই আলোচিত হয়েছে ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের অভূতপূর্ব কৌশলের বর্ণনা। বিচক্ষণতার সাথে, অভিনব পন্থায় তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া ছিল ইবরাহীম (আ.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। নিজের পিতা ও স্বজাতিকে শিরক ছেড়ে একত্ববাদের পথে আহ্বান করলে তারা বাপদাদার ধর্মের অজুহাত দেয়। ইবরাহীম (আ.) বলেন, বাপদাদা ভুল করলেও কি তাদের অনুসরণ করতে হবে? শত চেষ্টার পরও তাদের চোখ থেকে ভ্রান্তির পর্দা না সরলে ইবরাহীম (আ.) এক কৌশলের আশ্রয় নেন। একদিন তাদের উপাসনালয়ের সবগুলো প্রতিমা ভেঙে শুধু বড় প্রতিমাকে অক্ষত রাখেন। লোকেরা ইবরাহীমকে প্রতিমা ভাঙার অপরাধে অভিযুক্ত করে। ইবরাহীম (আ.) বলেন, তোমাদের বড় প্রতিমাকেই জিজ্ঞেস করো যে, কে তাদের ভেঙেছে! তখন তারা বলে, প্রতিমা কি কথা বলতে পারে! ইবরাহীম (আ.) বলেন, তোমরা কি এমন প্রভুর উপাসনা করো, যে তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি কোনোটাই করতে পারে না!

ইবরাহীম (আ.)-এর যুক্তির কাছে তারা হেরে যায় এবং ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ইবরাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হওয়ার নির্দেশ দেন। আগুন আল্লাহর নির্দেশ পালন করে আর লোকদের হত্যাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর মহান আল্লাহ ইবরাহীম ও লূত (আ.)-কে পাপিষ্ঠদের হাত থেকে রক্ষা করে বরকতময় ভূমিতে (ফিলিস্তিন) নিয়ে যান। নূহ (আ.) এবং তার অনুসারীদেরকেও তিনি রক্ষা করেন। ২১/৫১-৭৭

দাউদ (আ.) একাধারে ছিলেন শাসক ও আল্লাহর নবী। সুলাইমান (আ.) ছিলেন দাউদ (আ.)-এর ছেলে। তিনিও ছিলেন শাসক ও নবী। তাদের সময়ের একটি ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। একজনের মেষপাল অপরজনের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে। ফসলের মালিক বিচার নিয়ে আসে দাউদ (আ.)-এর কাছে। ফসল নষ্টের এই মামলায় দাউদ

(আ.) যথাযথ রায় দেওয়ার পর সুলাইমান (আ.) চমৎকার আপসরফার উপায় বাতলে দেন। সেটার প্রশংসা করা হয় কুরআনে। উভয়কে জ্ঞান ও ইনসাফভিত্তিক বিচারের তাওফীকের পাশাপাশি সুলাইমানকে সূক্ষ্ম জ্ঞানদানের ইঙ্গিত দেন আল্লাহ। পিতাপুত্র উভয়কে আল্লাহ অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। দাউদ (আ.)-এর হাতে লোহা পানির মতো গলে যেত। এ ছিল তার মুজিযা। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সামরিক পোশাক, অস্ত্র তৈরির বিদ্যা লাভ করেন। সুলাইমান (আ.)-এর জন্য বাতাসকে বশীভূত করা দেওয়া হয়। বাতাসে ভর করে তিনি যেখানে খুশি যেতে পারতেন। বাতাসের মতো জিনরাও ছিল তার অনুগত। অন্যান্য নির্দেশ পালনের পাশাপাশি জিনেরা আল্লাহর এই নবীর জন্য ডুবুরি হয়ে কাজ করত। ২১/৭৮-৮২

আইয়ুব (আ.)-কে দুরারোগ্য ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন আল্লাহ। আল্লাহর এই নবী অধৈর্য না হয়ে বিনয়ের সাথে সুস্থতার দোয়া করলে আল্লাহ তাকে রোগমুক্তি দান করেন। ইউনুস (আ.) আল্লাহর নির্দেশের পূর্বেই অবাধ্যদের জনপদ ত্যাগ করে মাছের পেটে প্রবেশের মতো মহাবিপদের মুখোমুখি হন। এরপর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ভুলস্বীকারের মাধ্যমে তিনি বিপদ থেকে রক্ষা পান। উল্লিখিত ঘটনাবলি ছাড়াও যাকারিয়া (আ.)-কে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান এবং মারইয়ামের সতিত্বের সাক্ষ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে আজকের তিলাওয়াতকৃত অংশে। ২১/৮৩-৯১

এছাড়াও সূরা আম্বিয়ার ভেতর ইসহাক, ইয়াকুব, আইয়ুব, ইসমাইল, ইদরীস, যুলকিফল (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রশংসা করা হয়েছে। সূরা হাজ্জের ভেতর হজের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কাবা পুনর্নির্মাণ এবং আবাদের পর আল্লাহর নির্দেশে (মক্কার পাহাড় চূড়া থেকে) হজের ঘোষণা দেন ইবরাহীম (আ.)। সেই আহ্বান বিশ্বময় পৌঁছে যাওয়া এবং দূর-দুরান্ত থেকে বিভিন্ন বাহনে চড়ে বিশ্ববাসীর হজের উদ্দেশে কাবায় আসার সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এই সূরায়। ২২/২৬-২৭

ঈমান-আকীদা

সূরা আম্বিয়ার অনেকগুলো আয়াতে তাওহীদের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যত রাসূল প্রেরণ করেছেন একত্ববাদের আহ্বানের জায়গায় সকলেই ছিলেন অভিন্ন। ২১/২৫

সৃষ্টিজগতের নিপুণ ব্যবস্থাপনা প্রমাণ করে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের একমাত্র অধিপতি। একাধিক অধিপতি থাকলে মতবিরোধে এতদিন তা ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, 'যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে (মতবিরোধের কারণে) উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র'। ২১/২২

মহান আল্লাহ সবকিছুর মালিক। সকল কিছুই তার সৃষ্টি। তিনি জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। প্রজ্ঞা ও হিকমাহর আলোকে তিনি যা খুশি করেন। কারো কাছে জবাবদিহিতার দায়বদ্ধতা তার নেই, তবে সবাইকে তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ২১/২৩

'মীযান' ইসলামী আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মীযান অর্থ পরিমাপের মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ানুগ তুলাদণ্ড স্থাপন করব। ফলে কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। যদি কোনো কাজ তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট'। ২১/৪৭

যারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করেন, মহান আল্লাহ তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করতে বলেছেন। মানুষকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ধাপে ধাপে শুক্রবিন্দু, জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভে নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের পর শিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ করান, যেন পরিণত মানুষ হতে পারে। এই শিশুকে একটা সময় আবার বার্ধক্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যা অনেকটা শৈশবের মতোই। এছাড়া ভূমি শুকিয়ে নিষ্প্রাণ হলে আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তাতে নবজীবন দান করেন। তখন সেই নিষ্প্রাণ ভূমি বৃক্ষরাজি ও গুল্মলতায় ভরে ওঠে। যিনি এই সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় মানুষ সৃষ্টি ও নিষ্প্রাণ ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তার পক্ষে কি পুনরুত্থান অসম্ভব? ২২/৫

আদেশ-নিষেধ

- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ২১/২৫
- মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন, নিজে সৎকার্য সম্পাদন এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা। ২১/৭৩
- কুরবানীকৃত পশু হতে নিজেরা আহার করা ও অভাবগ্রস্তদের আহার করানো। ২২/২৮
- মানত পূর্ণ করা। ২২/২৯
- কাবাঘর তাওয়াফ করা। ২২/২৯
- প্রতিমা পূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা। ২২/৩০
- মিথ্যা কথা পরিহার করা। ২২/৩০
- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। ২২/৩৪
- বিনীত ও সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দেওয়া। ২২/৩৪, ৩৭
- রুকু, সিজদা, রবের ইবাদত এবং সৎকর্ম করা। ২২/৭৭

■ আল্লাহর রাস্তায় যথাযথভাবে জিহাদ করা। ২২/৭৮

■ আল্লাহকে মজবুতভাবে অবলম্বন করা। ২২/৭৮

■ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ২২/২৬

বিধি-বিধান

হজের নির্দেশ, কুরবানী ও মানত পূর্ণ করার বিধান নাযিল হয়েছে। ২২/২৭-২৯

কুরবানীর গোশত নিজে আহার করা এবং ধৈর্যশীল অভাবী ও যাঞ্চাকারী অভাবীকে খাওয়ানো উত্তম। ২২/৩৬

সূরা হাজ্জের শেষ আয়াতে ইসলামী ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো, মহান আল্লাহ দীনের মধ্যে এমন কিছু দেননি, যার দ্বারা মানুষ সংকটে নিপতিত হতে পারে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বহু মাসআলা উদঘাটন করেছেন। ২২/৭৮

দীর্ঘদিনের ধৈর্যের নির্দেশনার পর নিপীড়িত মানুষের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম অনুমোদন। ২২/৩৯

হালাল-হারাম

কুরআন-বর্ণিত হারামের তালিকা বাদে বাকি সব চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। ২২/৩০

কিয়ামত কতটা কাছে

সূরা আম্বিয়ার প্রথম আয়াতে হিসাবের দিন তথা কিয়ামত ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও সে ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন মহান আল্লাহ। পৃথিবীর মোট আয়ুর তুলনায় কিয়ামত অতি নিকটে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রিয় নবীর ওফাতের পর পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো মহাপ্রলয় ও কিয়ামত।

মহাপ্রলয় কেমন হবে?

সূরা হাজ্জের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের কম্পন হবে পৃথিবীর ইতিহাসের মহাঘটনা ও সাংঘাতিক বিষয়। সেদিন পৃথিবীর অবস্থা এমন ভয়ংকর হবে, মা দুধের সন্তানকে ভুলে যাবে, গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষ নেশাগ্রস্তের মত দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করবে, অথচ তারা কেউই নেশাগ্রস্ত নয়। মূলত আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন।

ফজীলত ও মর্যাদা

কিয়ামতের দিন রাসূল (সা.) উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা তার প্রতি ঈমান এনেছিল। আর তার উম্মত অন্যান্য নবীদের ব্যাপারে (কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের সূত্রে) সাক্ষ্য দেবে যে, তারা আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ২২/৭৮

ঈমান ও নেক আমলকারীদের মর্যাদা ও পুরস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে থাকবে এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ভোগ করবে। কিয়ামত দিনের দুশ্চিন্তা থেকে তারা মুক্ত থাকবে এবং ফেরেশতাদের অভ্যর্থনা লাভ করবে। ২১/১০১-১০৩

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। ২২/৩৮

জাহান্নামের ভয়াবহতা

আজকের তিলাওয়াতকৃত উভয় সূরার একাধিক স্থানে জাহান্নামের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিবরণ ঈমানদারদের ঈমানকে জাগ্রত করে। ২১/৯৮-১০০, ২২/১৯-২২

তিনি জগৎসমূহের জন্য রহমত

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.)-কে বিশ্ববাসীর জন্য অনুগ্রহের আধার ও রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ২১/১০৭

সুসংবাদ ও সতর্কতা

মুখবিতদের জন্য সুসংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। মুখবিত হলেন তারা, আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর বিগলিত হয়, যারা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। ২২/৩৪

সৎকর্মশীলদেরকেও সুসংবাদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২২/৩৭

মহান আল্লাহ ঈমানদার, সৎকর্মশীল, মুহাজির ও শহীদদেরকে নিয়ামতে ভরা জান্নাত, উত্তম রিযিক এবং তুষ্ট হওয়ার মতো স্থানে প্রবেশ করাবেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ২২/৫৬ -৫৯

আজকের শিক্ষা

আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। তার সাহায্য থাকলে কোনো বস্তুই মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যেমন আগুন ইবরাহীমকে (আ.) পোড়াতে পারেনি। ২১/৬৯

মানুষকে মহান আল্লাহ ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন। মানবীয় এই দুর্বলতার কথা স্মরণ রেখে চলতে পারলে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এই অভ্যাস অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ২১/৩৭

বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ দোষনীয়। বাপদাদা করেছে তাই আমরাও করব, এই যুক্তি সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। ২১/৫৩-৫৪

কুরবানীর মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ, কুরবানীর পশুর গোশত, রক্ত কোনো কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। বরং আল্লাহর নিকট পৌঁছে শুধু আমাদের তাকওয়া। ২২/৩৭

ইবরাহীম (আ.)-এর দীন ও আদর্শ অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তাকে (মুসলিমদের) পিতা বলা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে মুসলিম নামে নামকরণ করেছেন। ২২/৭৮

আজকের দোয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

অর্থ: আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত। ২১/৮৭

আপদকালে ইউনুস (আ.) এই দোয়াটি পড়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘একইভাবে আমি ঈমানদারদের মুক্ত করব।’

আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাকে মুক্ত করেন।

اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ

অর্থ: আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। ২১/৮৩

যাকারিয়া (আ.) নিম্নের দোয়া নিবেদন করে বৃদ্ধ বয়সে নেক সন্তান লাভ করেন :

رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوٰرِثِیْنَ

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে একা রেখে দিবেন না। আপনি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। ২১/৮৯

১৫তম তারাবীহ

১৫তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ হলো ১৮ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা মুমিনুন, সূরা নূর ও সূরা ফুরকানের কিছু অংশ।

ঘটনাবলি

যেসব ঘটনা কুরআনে বারবার আলোচিত হয়েছে, নূহ (আ.)-এর ঘটনা তার অন্যতম। নূহ (আ.) স্বজাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা বাপদাদার অন্ধ অনুকরণের পথ বেছে নেয় এবং পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি করে অনুসারী-সহ প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে সেই নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দেন, যেন অত্যাসন্ন দুনিয়াপ্লাবিত বন্যায় তাদের বংশধারা অবশিষ্ট থাকে। সেই প্লাবনে নৌকার আরোহীরা ছাড়া সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। প্লাবনের পর নূহ (আ.) মুশরিকমুক্ত এক নতুন পৃথিবী নির্মাণ করেন। ২৩/২৩-৩০

নূহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর নতুন এক প্রজন্ম পৃথিবীতে এলো। তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলতে লাগল, পৃথিবীই তো সব। এখানেই আমরা মরি এবং বাঁচি। এরপর আর কোনো জীবন নেই। তাদের ওপর মহানাদ আকারে আল্লাহর আযাব আসে এবং তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়। ২৩/৩১-৪১

এরপর ধারাবাহিকভাবে বহু নবী-রাসূল প্রেরিত হন। তাদের সবার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। সমাজের মূলধারার মানুষেরা তাদেরকে অস্বীকার-অবজ্ঞা করে। পরিণামে সবাই আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করে। ২৩/৪২-৪৯

মদীনায় ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখে কাফির গোষ্ঠী বিচলিত হয়। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পথ বেছে নেয়। এ কাজে মুসলমানদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে জঘন্য। মুস্তালিকের অভিযান শেষে মদীনায় ফেরার পথে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করেন। সেই অভিযানে আয়েশা (রা.) ছিলেন নবীজির সফরসঙ্গী। আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে একটু দূরে যান এবং হার হারিয়ে ফেলেন। তিনি হার খোঁজায় ব্যস্ত থাকেন আর কাফেলা তাকে রেখেই রওনা হয়ে যায়। যে কোনো সফরে রাসূল (সা.)-এর নিয়ম

ছিল পেছনে একজন পর্যবেক্ষক রাখা। কোনো বস্তু ভুলক্রমে ফেলে এলে তা সংরক্ষণ করা এই ব্যক্তির কাজ। সেবার সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.) ছিলেন এই দায়িত্বে নিয়োজিত। কাফেলা চলে যাওয়ার পর তিনি আয়েশা (রা.)-এর অবয়ব আঁচ করতে পেরে বিস্মিত হন। দ্রুত উট বসিয়ে তাতে চড়তে বলেন। এরপর উটের রশি ধরে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এটাকেই সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ছদ্মবেশী মুনাফিকরা। তারা আয়েশা (রা.)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। না বুঝে সরলমনা দু-একজন মুসলমানও যোগ দেয় তাদের সাথে। তারই প্রেক্ষিতে সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এতে স্বয়ং আল্লাহ উম্মুল মুমিনীনের নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য দেন। ২৪/১১-২০

অপবাদের এই ঘটনায় যে সব মুসলমান জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন মিসতাহ (রা.)। মিসতাহকে আবু বকর (রা.) অর্থ-সহায়তা করতেন। এই ঘটনায় তিনি মিসতাহকে সহায়তা না করার শপথ করেন। ভালো কাজ বর্জনের শপথ করা ঠিক নয়—এ মর্মে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন। বরং তারা যেন ক্ষমা করে। এতে আল্লাহও তাদের ক্ষমা করবেন। এ আয়াত নাযিলের পর আবু বকর (রা.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং কৃত শপথের জন্য কাফফারা আদায় করেন। ২৪/২২

ঈমান-আকীদা

মৃত্যুর পর কিয়ামতের আগ পর্যন্ত মানুষের দেহাবশেষ কবর বা অন্য কোথাও যে অবস্থায় থাকে, কুরআনে সেটাকে বারযাখের জগৎ বলা হয়েছে। (২৩/৯৯ দ্রষ্টব্য)

অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীসে বারযাখের জগতে মুমিনদের পুরস্কার এবং পাপিষ্ঠদের শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।[১]

আদেশ

- শুধু আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করা। ২৩/২৩
- হালাল ভক্ষণ করা। ২৩/৫১
- সৎ কাজ করা। ২৩/৫১
- তাকওয়া অবলম্বন করা। ২৩/৫২
- ক্ষমা করা ও উদারতা দেখানো। ২৪/২২
- দৃষ্টি অবনত রাখা। ২৪/৩০

---

[১] সহীহ বুখারী, ১৩৩৮, সহীহ মুসলিম, ২৮৭০, সুনানুত তিরমিযী, ১০৭১

- চরিত্র হেফাজত করা। ২৪/৩০
- আল্লাহর কাছে তাওবা করা। ২৪/৩১
- অবিবাহিতদের বিবাহ দেওয়া। ২৪/৩২
- যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তাদের সংযম অবলম্বন করা। ২৪/৩৩
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ২৪/৫৪
- সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং রাসূলের আনুগত্য করা। ২৪/৫৬

নিষেধ

- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। ২৪/২১
- অনুমতি ব্যতীত অন্যের কক্ষে প্রবেশ না করা। ২৪/২৭
- (গায়রে মাহরামদের সামনে) মুমিন নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। ২৪/৩১
- নারীদের এমনভাবে চলাফেরা না করা, যাতে তার গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে যায়। ২৪/৩১

বিধি-বিধান

১. মহান আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। কুরআনের এই বাণী ইসলামী ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ থেকে ফকীহগণ বহু বিধি-বিধান উদঘাটন করেছেন। ২৩/৬২

২. যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি ও তার বিধি-বিধান তুলে ধরা হয়েছে সূরা নূরে। ২৪/২-৩

৩. কারো ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তার শাস্তি আশি বেত্রাঘাত এবং চিরকালের জন্য সাক্ষ্যদানে অযোগ্য ঘোষণা। ২৪/৪-৫

৪. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তা নিষ্পত্তির পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। ২৪/৬-৯

৫. মুমিন নারী-পুরুষের দৃষ্টি ও চরিত্র হেফাজত করা কর্তব্য। ২৪/৩০-৩১

৬. চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া মহিলাদের জন্য সাধারণ নারীদের মতো পর্দা করা আবশ্যক নয়। অবশ্য সাজগোজ ও রূপচর্চা করে পরপুরুষের সামনে তারাও যাবেন না। আর পর্দার শিথিলতা জায়েজ হলেও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যও উত্তম। ২৪/৬০

৭. আশ্রিত প্রতিবন্ধীদের সাথে একত্রে খাওয়া নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংকোচ ছিল।

এই সংকোচের উৎস ছিল একে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও পরস্পরের অসুবিধার বিষয়ে অতি সংবেদনশীলতা। নিজেদের মধ্যে এত হিসাব না করে একত্রে বসে আহারের নির্দেশ দেন আল্লাহ। ২৪/৬১

দৃষ্টান্ত

আল্লাহর নূর (মানুষের অন্তরে থাকা হেদায়েত)-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে একটি তাকের সাথে, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে, যা উজ্জ্বল তারকার মতো জ্বলজ্বলে; যে প্রদীপটি জ্বালানো হয় বরকতময় জয়তুনের সর্বোৎকৃষ্ট তেল দ্বারা। এ যেন নূরের ওপর নূর, আলোর ওপর আলো। ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ যে হেদায়েতের নূর দান করেন, সেটি অন্ধকারের বুক চিরে সর্বোৎকৃষ্ট আলো দানকারী প্রদীপের মতো আলোকিত ও উজ্জ্বল। ২৪/৩৫

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজালী (রহ.) একটি নিবন্ধ লিখেছেন। অন্যান্য মুফাসসিরগণও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

মরুভূমির চকচকে বালুরাশিকে তৃষ্ণার্ত পথিক পানি মনে করে এগিয়ে যায়। কিন্তু কাছে গিয়ে সে নিরাশ হয়। যারা কুফুর অবলম্বন করে, তাদের দৃষ্টান্তও অনুরূপ। তারা নিজেদের নানা সৎকর্মে তৃপ্ত থাকে। আদতে তা মরীচিকার মতো ধোঁকার খেলা। ঈমানহীন সে সব কর্মের কোনো বিনিময় তারা পাবে না। যথাসময়ে মোহভঙ্গ হবে তাদের। ২৪/৩৯

আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের অবস্থা আরো করুণ। বিশ্বাসে তারা এতটাই নিঃস্ব যে, প্রথমোক্ত কুফুরে লিপ্তদের মতো সামান্য আলো থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে আরেকটি উপমা দিয়েছেন আল্লাহ। গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত অন্ধকারকে আচ্ছন্ন করে রাখে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ। তার উপর মেঘমালার আঁধার। কয়েক স্তরের এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ হাত মেললেও তা দেখতে পায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা ঠিক এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত। ২৪/৪০

ইসলামী শিষ্টাচারের সৌন্দর্য

অন্যের কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার রক্ষা এবং প্রবেশের পূর্বে সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার বিধান দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এমনকি অনুমতি না পেলে ফিরে যেতেও বলা হয়েছে। তবু কারো কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা কিংবা উঁকি মারা সম্পূর্ণ নিষেধ। ২৪/২৭-২৮

প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিজের বাড়িতেও অপরের কক্ষে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত। ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু-কিশোরদের জন্য সব সময় তা প্রযোজ্য না

হলেও ঘুমের সময় এবং একান্ত মুহূর্তে তাদের জন্যও তা প্রযোজ্য। ২৪/৫৮

অনেকে বাইরের মানুষকে সালাম দিলেও নিজের ঘরের মানুষকে সালাম দিতে কার্পণ্য করেন। সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণময় এবং পবিত্র অভিবাদন উল্লেখ করে নিজ বাসায় প্রবেশের সময়ও সালামের নির্দেশ করা হয়েছে। ২৪/৬১

নাম ধরে কিংবা পারস্পরিক সম্বোধনের মতো যেন রাসূলকে সম্বোধন করা না হয়, সে নির্দেশনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এটা রাসূলের প্রতি শিষ্টাচারের অংশ। ২৪/৬৩

সফল মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য

সফল ঈমানদার ও চিরকালের জন্য (সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত) জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হতে হলে ছয়টি বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে:

এক. সালাতে খুশু (মনযোগ) অবলম্বন করা।

দুই. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় এড়িয়ে চলা।

তিন. যাকাত আদায় করা।

চার. চরিত্র হেফাজত করা।

পাঁচ. আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করা।

ছয়. সকল সালাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া। ২৩/১-১১

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

সকল নবী-রাসূলের প্রতি পবিত্র ও হালাল খাওয়ার অভিন্ন নির্দেশ জারি করেন মহান আল্লাহ। এমনকি হালাল খাওয়ার গুরুত্ব এত বেশি যে, নেক আমলের নির্দেশেরও আগে হালাল খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৩/৫১

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, পৃথিবীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব দান, তাদের দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়করণ এবং ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করার ওয়াদা করেছেন মহান আল্লাহ। ২৪/৫৫

আখিরাতের চিত্র কেমন হবে?

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে ঈমানদার ও আল্লাহভীরু হতে অনুপ্রাণিত করে। দুনিয়ার সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে আখিরাত ভুলে থাকা মানুষদের বিবেচনাবোধ জাগ্রত

করার জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না'? ২৩/১১৫

অবহেলা আর উদাসীনতায় নষ্ট করা জীবনের যখন অবসান ঘটবে এবং আল্লাহর আযাব যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন মানুষেরা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে। মহাপ্রলয়ের মুহূর্তে যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন কেউ কাউকে চিনবে না। সেদিন সৎকর্মশীলরা সফল হবে। কিন্তু অবাধ্যদের পরিণতি কী হবে, সেই বর্ণনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। জাহান্নামীদের পারস্পরিক কথোপকথন ইত্যাদি উঠে এসেছে সূরা মুমিনুনের শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২৩/৯৯-১১৪

রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ বিপদাপদ আপতিত হওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করে। ২৪/৬৩

আল্লাহভীরুদের বৈশিষ্ট্য

১. প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।

২. প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করে না।

৩. দান-সাদাকা সহ কোনো ভালো কাজ করে অহমিকা করে না, বরং আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ও বিনম্র থাকে।

এই শ্রেণীর মানুষেরাই ভালো কাজে তৎপর ও কল্যাণের পথে অগ্রসর থাকে। ২৩/৫৭-৬১

আজকের শিক্ষা

আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর প্রতি জঘন্য মিথ্যাচার প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, এ ঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য খারাপ মনে করবে না, বরং এর মাঝে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। বস্তুত এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে গেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত মনোবেদনায় কাউকে দান করা থেকে বিরত না থাকার বিধান নাযিল হয়েছে।

সুতরাং একজন মুমিন জীবনের প্রতিটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার আড়াল থেকে কল্যাণ বের করে আনবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে।

কটূক্তি ও মন্দ আচরণ প্রতিহত করতে গিয়ে আমরাও যেন মন্দ পন্থা অবলম্বন না করি। মহান আল্লাহ মন্দকে উৎকৃষ্টতম পন্থায় মোকাবিলা ও প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ২৩/৯৬

আজকের দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে অবতরণ করান বরকতময় অবতরণে। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। ২৩/২৯

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّیٰطِیْنِ ﴿۹۷﴾ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ ﴿۹۸﴾

হে আমার প্রতিপালক, আমি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যাতে তারা আমার কাছেও আসতে না পারে। ২৩/৯৭-৯৮

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী। ২৩/১১৮

১৬তম তারাবীহ

১৬তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ১৯ নম্বর পারা। এতে আছে সূরা ফুরকানের অবশিষ্টাংশ, সূরা শুআরা ও সূরা নামলের প্রথমার্ধ।

ঘটনাবলি

জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে মূসা (আ.)-এর সঙ্গী বানিয়ে হারূন (আ.)-কেও দাওয়াতের মিশনে ফিরাউনের কাছে পাঠানো হয়। এ সময়ই হারূন (আ.) নবুওয়াত লাভ করেন। ফিরাউন মূসা (আ.)-এর মুজিযাকে জাদু বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যে ফিরাউন মূসার আগমন ঠেকানোর জন্য বহু শিশু হত্যা করে, মহান আল্লাহ তারই গৃহে মূসা (আ.)-কে বড় করে তার কাছেই দাওয়াতি মিশনে প্রেরণ করেন এবং এই মূসার মাধ্যমেই ফিরাউনের পতন ঘটান। ২৬/১০-৬৮

ইবরাহীম (আ.) শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতে গিয়ে মহান প্রতিপালকের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন, তিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দেন, আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি কিয়ামতের দিন আমার ভুলত্রুটি মাফ করবেন বলে তার প্রতি আশায় বুক বাঁধি। ২৬/৬৯-৮৯

নূহ (আ.)-এর জাতি তাদের নবীর দাওয়াত অগ্রাহ্য করে। সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ নূহের অনুসারী—তারা এই অজুহাত তুললে নূহ (আ.) বলেন, তাদের হিসাব আল্লাহ নেবেন। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি মুমিন অনুসারীদেরকে ত্যাগ করতে পারেন না। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে নবীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার হুমকি দেয়। পরিণামে মহাপ্লাবনের আযাব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে। ২৬/১০৫-১২২

শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ আদ ও ছামূদ জাতির কাছে হূদ ও সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর বহু অনুগ্রহ ও নিয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অহংকারী হয়ে যায় তারা। তাদের অবাধ্যতার ইতিহাস এবং পরিণামও আলোচিত হয়েছে সূরা শুআরার ভেতর। লূত (আ.) অভিশপ্ত সমকামী জাতিকে ঈমান ও পবিত্রতার পথে আহ্বান করেন। ব্যবসায় অসততা অবলম্বনকারী আইকাবাসীর প্রতি প্রেরিত হন শুআইব (আ.)। উভয় জাতিই তাদের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের পরিণাম ভোগ করেছে। উল্লিখিত

নবীগণ স্ব স্ব জাতিকে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, আল্লাহর পথে আহ্বানের কোনো বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না, আমাদের বিনিময় আল্লাহই দেবেন। তবু সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ঈমান আনেনি। ২৬/১২৩-১৯১ ; ২৭/৪৫-৫৯

নামল অর্থ পিপিলিকা। এক সফরে সুলাইমান (আ.) পিপিলিকাদের কথোপকথন শুনে মুচকি হেসে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেছিলেন। সেই ঘটনা সূরা নামলে আলোচিত হয়েছে। এ কারণে এই সূরাকে নামল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সুলাইমান (আ.) শুধু যে পিপিলিকার ভাষা বুঝতেন এমন নয়। তিনি সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতেন। জিন, মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল তার বিশাল বাহিনী। হুদহুদ পাখি একবার তাকে বিলকিস নারীর রাজত্বের সন্ধান দেয়। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল সূর্যপূজারী। সুলাইমান (আ.) পত্র মারফত বিলকিসকে দীনের দাওয়াত দেন। বিলকিস দাওয়াত কবুল করেন। ২৭/১৫-৪৪

রাসূলগণ কেন আমাদের মতোই মানুষ, কেন ফেরেশতা এসে অলৌকিকত্ব দেখায় না—এমন অভিযোগ ছিল সব যুগের অবিশ্বাসীদের। আজকের পারার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ পেয়ে তারা আনন্দিত হবে না, বরং অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় চাইবে। ২৫/২১-২৩

আদেশ

- কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ২৫/৫২
- চিরঞ্জীব আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ২৫/৫৮
- আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা। ২৫/৫৮
- রহমানকে (আল্লাহ) সিজদা করা। ২৫/৬০
- আল্লাহকে ভয় করা। ২৬/১০৮
- রাসূলের আনুগত্য করা। ২৬/১০৮
- সঠিকভাবে পরিমাপ করা। ২৬/১৮১
- সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা। ২৬/১৮২
- নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করা। ২৬/২১৪
- পরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ২৬/২১৭

নিষেধ

- কাফিরদের আনুগত্য না করা। ২৫/৫২
- যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ২৬/১৮১
- প্রাপ্য জিনিস কম না দেওয়া। ২৬/১৮৩
- পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি না করা। ২৬/১৮৩
- আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান না করা। ২৬/২১৩

উম্মাহর কল্যাণে রাসূলের ব্যাকুলতা

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাহর কল্যাণ কামনায় কতটা ব্যাকুল ও অস্থির থাকতেন, সূরা ত্বহার শুরুতে যেমন ফুটে উঠেছে, সূরা শুআরার শুরুতেও বলা হয়েছে— '(হে রাসূল) তারা ঈমান আনছে না, এই দুঃখে আপনি হয়তো নিজেকে শেষ করে দেবেন'। ২৬/৩

রহমানের বান্দাদের গুণাবলি

কষ্ট স্বীকার করে যারা নিম্নোক্ত গুণাবলি অর্জন করবে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১. পৃথিবীতে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে।

২. মূর্খদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলে।

৩. রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করে।

৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করে।

৫. ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।

৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না।

৭. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না।

৮. যিনা-ব্যভিচার করে না।

৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

১০. অনর্থক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে।

১১. আল্লাহর কিতাব দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে।

১২. চক্ষু শীতলকারী উত্তম স্ত্রী ও সন্তানের জন্য দোয়া করে। ২৫/৬৩-৭৪

কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদের অনুতাপ

মন্দ সঙ্গ ও খারাপ পরিবেশ মানুষকে মন্দের দিকে ধাবিত করে। কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ লোকেরা মন্দ সঙ্গ অবলম্বনের পরিণতি দেখে আফসোস করে বলবে, হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আহ আমি যদি রাসূলের সাথে পথ ধরতাম! কিন্তু তখন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। ২৫/২৭-২৮

আজকের শিক্ষা

কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস, বিশুদ্ধ তিলাওয়াত না করা, কুরআন অনুধাবন এবং আমল পরিহার করাকে কুরআন পরিত্যাগ বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ সতর্ক করে বলেছেন, কুরআন পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন স্বয়ং রাসূল (সা.) আল্লাহর নিকট অভিযোগ দায়ের করবেন। ২৫/৩০

কুরআনে এমন এক পিপিলিকার আলোচনা স্থান পেয়েছে, যে কিনা অন্য পিপিলিকাদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। মানবজাতির পারস্পরিক কল্যাণকামিতা, ভালো কাজের আহ্বান এবং মন্দ কাজ বন্ধে উদ্যোগী হওয়ার গুরুত্ব এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। ২৭/১৮

আজকের দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। ২৫/৭৪

সুলাইমান (আ.)-এর দোয়া :

رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তাওফীক দিন, যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি সেই সকল নিয়ামতের, যা আপনি দান করেছেন আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং করতে পারি এমন সৎকাজ, যা আপনি পছন্দ করেন। আর নিজ রহমতে আপনি

আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ২৭/১৯

ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া :

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ وَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ وَ اغْفِرْ لِاَبِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ وَ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন। আর আপনি আমাকে সুখময় জান্নাতের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না'। ২৬/৮৩-৮৭

উল্লেখ্য, এখানে মুশরিক পিতার জন্য ইবরাহীম (আ.) ক্ষমা চেয়ে দোয়া করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হলে তিনি আর সেটা করেননি।

১৭তম তারাবীহ

১৭তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২০ নম্বর পারা। এ পারায় আছে সূরা নামলের শেষাংশ, সূরা কাসাস ও সূরা আনকাবুতের দুই তৃতীয়াংশ।

ঘটনাবলি

সূরা কাসাসের শুরুতেই মূসা (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। বনী ইসরাইলকে দাস বানিয়ে তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাত ফিরাউন। গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মূসা (আ)-এর আগমন ঠেকাতে সে গণহারে শিশুহত্যা চালায়। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা বানচাল করবার সাধ্য আছে কার! শিশু মূসাকে বাক্সভর্তি করে নদীতে ভাসিয়ে দেন তার মা। ভাসমান সেই শিশুর আশ্রয়স্থল হয় ফিরাউনের প্রাসাদ। শত্রুর ঘরে, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কাছে লালিত-পালিত হন তিনি। যুবক বয়সে এক মজলুমকে রক্ষা করতে গিয়ে এক অত্যাচারীর মৃত্যু ঘটে তার হাতে। ফেরারী হন মূসা (আ.)। মিশর ছেড়ে মাদায়েন চলে যান তিনি। সেখানে শুআইব (আ.)-এর কন্যার সাথে বিয়ে হয় তার। মাদায়েনে কেটে যায় দশ বছর। দশ বছর পর ফিরে আসেন নিজের শহরে। পথিমধ্যে পবিত্র তুর পর্বতে আল্লাহর ডাক পান তিনি, লাভ করেন নবুওয়াত। আল্লাহ তাকে দুটি মুজিযা দিয়ে ফিরাউনের কাছে পাঠান দওয়াতি মিশনে। দুটি মুজিযার একটি হলো তার হাতের লাঠি, যা নিক্ষেপ করলে আল্লাহর কুদরতে বিশাল অজগরে পরিণত হয়। অপরটি হলো তার হাতের অলৌকিক জ্যোতি। বগলের নিচ থেকে বের করলে যা উজ্জ্বল প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করে। ফিরাউন মূসা ও হারূনের দাওয়াত অস্বীকার করে। বরং মূসার প্রতিপালককে স্বচক্ষে দেখার অভিলাষে ঠাট্টাচ্ছলে হামানকে উঁচু টাওয়ার নির্মাণের নির্দেশ দেয় সে। ঔদ্ধত্যের কারণে অনুসারীসহ ফিরাউন সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়। ২৮/৩-৪৮

মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ছিল কারূন। আল্লাহ তাকে বিপুল ধনভাণ্ডার ও প্রাচুর্য দান করেছিলেন। তার ধনভাণ্ডারের চাবি একজন শক্তিমান লোকের পক্ষে বহন করাও কষ্টসাধ্য ছিল। সম্পদের মোহে অন্ধ কারূন স্বজাতির ওপর নিপীড়ন চালাত। স্বজাতি তাকে অহংকার করতে নিষেধ করে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুরোধ জানায়। আল্লাহ যেমন তাকে অনুগ্রহ করেছেন, সেও যেন মানুষের প্রতি তেমন অনুগ্রহ করে। কিন্তু সে কারো উপদেশ কানে তোলে না। বরং তার অহংকার ও

ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। তখন আল্লাহর আযাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রাসাদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হয় কারূনকে। ২৮/৭৬-৮২

আনকাবুত মানে মাকড়শা। সূরা আনকাবুতে কয়েকজন নবীর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। নূহ (আ.) সাড়ে নয়শ বছর স্বজাতিকে দাওয়াত দেন। তার দাওয়াতে ১০০ জনের চেয়েও কমসংখ্যক লোক ঈমান গ্রহণ করে। আর বাকি সবাই তাকে অস্বীকার করে। ফলে মহাপ্লাবন দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এতে সমাজ সংশোধনের কাজে দৃঢ়তা ও ধারাবাহিকতার পরম শিক্ষা পাওয়া যায়।

ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতে ভাতিজা লূত (আ.) ছাড়া বংশের উল্লেখযোগ্য কেউ-ই ঈমান আনেনি। বরং তারা তাকে হত্যার চেষ্টা করে। স্বজাতি ঈমান না আনলেও মহান আল্লাহ তাকে ইসহাক ও ইসমাইলের মতো পুণ্যবান ও নবুওতধন্য সন্তান দান করেন।

পৃথিবীতে প্রথম সমকামের অপরাধে লিপ্ত হয় লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। তাদের পরিণতি ও গণ আযাবের পাশাপাশি শুআইব (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ জাতির অবাধ্যতা ও পরিণতি আলোচিত হয়েছে। ২৯/১৪-৪০

ঈমান-আকীদা

আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পাঁচটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিজগতের মহানৈপুণ্য ও হাকীকত বিষয়ে আল্লাহ যেসব প্রশ্ন রেখেছেন, সেগুলোর সদুত্তরের মাঝেই রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ। ঈমানজাগানিয়া সে আয়াতগুলো রয়েছে সূরা নামলে। ২৭/৬০-৬৪

দায়িত্ব পালনার্থে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ইখলাস থাকলে কেউ দাওয়াত গ্রহণ না করলেও তিনি সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। এমনকি রাসূল (সা.) নিজেও কারো হেদায়েত নিশ্চিত করতে পারেন না। ২৮/৫৬

আদেশ

- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ২৭/৭৯
- আল্লাহ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে আখিরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা করা। ২৮/৭৭
- মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা। ২৮/৭৭
- (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। ২৮/৮৭
- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। ২৯/৮

- আল্লাহর ইবাদত করা। ২৯/১৬
- আল্লাহকে ভয় করা। ২৯/১৬
- একমাত্র আল্লাহর কাছেই রিযিক অন্বেষণ করা। ২৯/১৭
- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ২৯/১৭

নিষেধ

- কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে দুঃখ না করা এবং তাদের চক্রান্তে কুণ্ঠিত না হওয়া। ২৭/৭০
- অতি উল্লাসী না হওয়া। ২৮/৭৬
- জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি না করা। ২৮/৭৭
- কাফিরদের সাহায্যকারী না হওয়া। ২৮/৮৬
- মুশরিকদের দলভুক্ত না হওয়া। ২৮/৮৭
- আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যের কাছে প্রার্থনা না করা। ২৮/৮৮
- পাপ ও গুনাহের কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য না করা। ২৯/৮

দৃষ্টান্ত

আল্লাহর পরিবর্তে যেসব প্রতিমা বা সৃষ্টিকে মানুষ পূজনীয় মনে করে এবং তাদের ওপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে মাকড়শার জালের সাথে। মাকড়শার জাল হলো সবচেয়ে ঠুনকো ও দুর্বল ঘর। মাকড়শা যেমন দুর্বল ঘরের ওপর ভরসা করে, আল্লাহর সঙ্গে শিরককারীরাও দুর্বল উপাসকের ওপর ভরসা ও উপাসনা করে। ২৯/৪১

পার্থিব জীবনের হাকীকত

পৃথিবীতে যত সম্পদ ও উপকরণ আছে, সবই পার্থিব জীবনের পুঁজি ও শোভা মাত্র। আখিরাতে মহান আল্লাহ যে নিয়ামত রেখেছেন, সেগুলোই হলো প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সেই নিয়ামতই স্থায়ী। ২৮/৬০-৬১

কিয়ামতের বিশেষ আলামত

কিয়ামতের বৃহৎ পূর্বাভাসগুলোর সর্বশেষ আলামত হবে দাব্বাতুল আরদ বা ভূমি থেকে বের হওয়া বিশেষ প্রাণী। সূর্য পশ্চিমে উদিত হলে এই প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। তাওবার

দরজা তখন বন্ধ হয়ে যাবে। সেই অলৌকিক প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে এবং মুমিন ও কাফিরের নাকের ওপর প্রত্যেকের পরিচয় সেঁটে দেবে। ২৭/৮২

মহাপ্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, সবাই দিশেহারা হয়ে পড়বে। অবশ্য আল্লাহ যাদের চাইবেন (সৎকর্মশীল ঈমানদার ও শহীদগণ) তারা নির্ভয়ে থাকবে। ২৭/৮৭

পাপের পথে আহ্বানকারী থেকে সাবধান

পাপাচারীরা অন্যদেরকে পাপের কাজে আহ্বান করার সময় বলে, পাপ হলে আমাদের হবে। মূলত কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। প্রত্যেকের পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। অবশ্য পাপের পথে আহ্বানকারীকে নিজের পাপের পাশাপাশি অন্যদের প্ররোচিত করার দায়ও বহন করতে হবে। ২৯/১২-১৩

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

১. আল্লাহ অতি উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না। ২৮/৭৬

২. আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। ২৮/৭৭

ফজীলত ও মর্যাদা

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনে, তাদের প্রতিদান দ্বিগুণ করা হবে। ২৮/৫২-৫৪

মুমিনকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে

মুমিনের জীবনে পরীক্ষা ও বিপদাপদ অবশ্যম্ভাবী। কে সত্যিকারের ঈমানদার তা পরখ করবার জন্য মহান আল্লাহ সব যুগের মুমিনদেরকেই পরীক্ষার মুখোমুখি করেছেন। ২৯/২-৩, ১০-১১

যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তারা ভাবে, মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়া দেহাবশেষ কীভাবে পুনরায় উত্থিত হবে? এইসব অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্ব ভ্রমণ করে আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে সত্তা মানুষকে সূত্র ছাড়া শুরুতে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি মৃত্যুর পর ধ্বংসাবশেষ থেকে সৃষ্টি করতে অপারগ? ২৭/৬৪,৬৭-৬৮

আজকের শিক্ষা

মহান আল্লাহ যেমন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, মানুষের প্রতিও আমাদের সেভাবে অনুগ্রহ করা উচিত। ২৮/৭৭

মানুষ যা প্রকাশ করে আর যা গোপন করে, তার সবই আল্লাহ জানেন। আসমান ও জমিনে এমন কোনো গুপ্ত বিষয় নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুজে) সংরক্ষিত নেই। সুতরাং সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। তিনি সবই প্রত্যক্ষ করেন। ২৭/৭৪,৭৫

ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে সাথে সাথে অনুশোচনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মাফ করে দেন। ২৮/১৬-১৭

আজকের দোয়া

মূসা (আ.)-এর দোয়া:

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ২৮/১৬

১৮তম তারাবীহ

১৮তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২১ নম্বর পারা। এ অংশে রয়েছে সূরা আনকাবুতের শেষাংশ, সুরা রুম, সুরা লোকমান, সুরা সাজদাহ ও সুরা আহযাবের প্রথমার্ধ।

ঘটনাবলি

হিযব শব্দের বহুবচন আহযাব। এর অর্থ দল বা গোত্রসমূহ। পঞ্চম হিজরীতে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাযীরের চক্রান্তে কুরাইশ পৌত্তলিকদের সকল গোত্র সংঘবদ্ধ হয়। তারা প্রায় পনের হাজার সৈন্য জড়ো করে মদীনায় সর্বগ্রাসী আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা আঁটে। আক্রমণ প্রতিরোধে বসে থাকে না মুসলমানরাও। সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে মদীনার উত্তর সীমানায় মাত্র ছয় দিনে সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ ও পনের ফুট গভীর খন্দক (খাল) খনন করা হয়।

শত্রুবাহিনীর অদম্য স্পৃহা পরিখার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। তারা পরিখার অপর প্রান্তে শিবির স্থাপন করে। দীর্ঘ এক মাস মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থান করে তারা। এর আগে মুসলমানরা যতগুলো যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে, এই যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কষ্টের। খাবারের অভাবে এই যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও নির্ঘুম প্রহরায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে মুসলিমরা। এরমাঝে আরেক ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজা চুক্তিভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীর সাথে যোগ দিলে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য আসে। ফেরেশতাদের অদৃশ্য বাহিনীর সাথে প্রেরিত হয় প্রচণ্ড মরুঝড়। ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় শত্রুবাহিনীর শিবির। ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩৩/৯-২৭

রোমানরা ছিল খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী আহলে কিতাব। আর পারসিকরা (ইরানি) ছিল অগ্নিপূজক মুশরিক। সে সময় এই দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ চলছিল। মক্কার মুশরিকরা ইরানিদের সমর্থন করত। আর মুসলিমরা (আসমানি কিতাবধারী হওয়ায়) সমর্থন করত রোমানদের। যুদ্ধে ইরানি অগ্নিপূজকরা ধারাবাহিকভাবে রোমানদের পরাজিত করে আসছিল। পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের বাহিনী রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বাহিনীকে পরাজিত করলে মক্কার মুশরিকরা উল্লসিত হয়, চলতে ফিরতে মুসলিমদের খোঁচা দিতে থাকে। তখন মহান আল্লাহ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—

কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবে। সেদিন মুসলিমরা আনন্দিত হবে। হয়েছেও তাই। ৩০/২-৫

কুরআনের দুর্বার আকর্ষণ থেকে মানুষকে বিপথগামী করতে বিনোদনের নামে ক্রীড়া-কৌতুক ও গানের আসর বসানোর উদ্যোগ নেয় মক্কার মুশরিকরা। ৩১/৬

ঈমান-আকীদা

সমগ্র কুরআন জুড়ে পুনরুত্থান ও পরকালে অবিশ্বাসীদের নানা যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। সূরা রুমের একাধিক জায়গায়, পুনরুত্থান যে অসম্ভব বিষয় নয়, তা তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রাণহীন থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে প্রাণহীন (যেমন ডিম থেকে মুরগি এবং মুরগি থেকে ডিম) বস্তু সৃষ্টি করেন। সুতরাং মৃতকে পুনরায় জীবিত করা তার জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। যে স্রষ্টা সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তার পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা আরো সহজ। সুতরাং মানুষ এটাকে কীভাবে অস্বীকার করে? ৩০/১৯, ২৭

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মি ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। তিনি কোনোদিন কোনো বই পড়েননি। লেখেনওনি কিছু। সূরা আনকাবুতে এর রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন, তবে রিসালাত অস্বীকারকারীদের সন্দেহ করার সুযোগ থাকত যে, তিনি কুরআন নিজ থেকে রচনা করেছেন। যেহেতু সেই সুযোগ নেই, সুতরাং কুরআনুল কারীমের মতো নির্ভুল অনন্য মহাগ্রন্থ, যার মতো গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেনি, তা মুহাম্মাদ (সা.)-এর রাসূল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ২৯/৪৭-৫১

পৃথিবী ভ্রমণ করলে এখনো আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়া জনপদগুলো প্রত্যক্ষ করা যাবে। যা কুরআনের বর্ণনা ও আল্লাহর সতর্কবার্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ৩০/৯

আদেশ

- সালাত আদায় করা। ২৯/৪৫; ৩০/৩১
- আল্লাহর ইবাদত করা। ২৯/৫৬
- একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের অভিমুখী রাখা। ৩০/৩০
- আল্লাহকে ভয় করা। ৩০/৩১
- নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় করা। ৩০/৩৮
- ধৈর্য ধারণ করা। ৩০/৬০
- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভয় করা। ৩১/৩৩

- কাফির-মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ৩২/৩০
- ওহীর অনুসরণ করা। ৩৩/২
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩৩/৩

নিষেধ

- উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক না করা। ২৯/৪৬
- মুশরিকদের দলভুক্ত না হওয়া। ৩০/৩১
- আল্লাহর সাথে শিরক না করা। ৩১/১৩
- পিতামাতা শিরকে বাধ্য করলে তা না মানা। ৩১/১৫
- আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা। ৩২/২৩
- কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ না করা। ৩৩/১

বিধি-বিধান

বাদ্যযন্ত্র-যুক্ত গান শ্রবণ ও পরিবেশন হারাম। প্রসিদ্ধ আলেম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, সূরা লোকমানে 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে গান-বাজনা বোঝানো হয়েছে। ৩১/৬

পালকপুত্র ও পালককন্যাকে আদরযত্ন করতে দোষ নেই। তবে পরিচয় উল্লেখের সময় তাদেরকে জন্মদাতা পিতার পরিচয়েই পরিচিত করতে হবে। ৩৩/৫

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধানের কথা বলা হয়েছে সূরা রুমে। ৩০/১৭, ১৮

দৃষ্টান্ত

দাস, অধীনস্থের সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মালিকের সমান হয় না এবং সেটাকে কেউ মেনেও নেয় না; তাহলে মুশরিকরা কীভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টিকেই তার শরীক সাব্যস্ত করে! ৩০/২৮

ফজীলত ও মর্যাদা

পৃথিবীর সব গাছ যদি কলম হয় আর সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয়; এমনকি সমুদ্রের পানির সাতগুণ পানিও যদি কালি হয়, তবু মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, বিস্ময়কর সৃষ্টিমালা ও মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। ৩১/২৭

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যথাযথভাবে

সালাত আদায় আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায়। ২৯/৪৫

সুদ সম্পদ হ্রাস করে, আর যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে। ৩০/৩৯

সুসংবাদ ও সতর্কতা

কুরআন-বিমুখ মানুষদেরকে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ' দিতে বলেছেন মহান আল্লাহ। ৩১/৭

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর ভয় ও অনুগ্রহের আশায় রাতে আরামের বিছানা ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করে। তাদের জন্য যেসব নিয়ামত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। ৩৩/১৫-১৭

আখিরাত ভুলে থাকা অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছনা ও করুণ শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তারা পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে চাইবে। কিন্তু তা সুদূরপরাহত বিষয়। ৩৩/১২-১৪

আল্লাহর কুদরতের বিশেষ কিছু নিদর্শন

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পুনরুত্থানের বিশ্বাসজাগানিয়া কিছু কুদরতের নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে সূরা রূমে। এসব নিদর্শনে জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট বিবৃতি ও বহু শিক্ষা রয়েছে। ৩০/১৯-২৭

লোকমান হাকীমের দশ উপদেশ

সন্তানের পার্থিব উন্নতির চিন্তাই আমরা বেশি করি। লোকমান হাকীম তার ছেলেকে কিছু অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সে উপদেশমালাকে কুরআনের অংশ করেছেন—

১. আল্লাহর সাথে শিরক না করা।

২. কোনো বস্তু যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং তা থাকে কোনো পাথরে কিংবা আসমানে বা জমিনে, আল্লাহ তা হাজির করে ছাড়বেন (সুতরাং পুনরুত্থান ও আল্লাহর বিনিময় দান সম্পর্কে যেন সন্দেহ না থাকে)।

৩. সালাত আদায় করা।

৪. সৎকাজের আদেশ করা।

৫. অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৬. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।

৭. অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা না করা।

৮. পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা না করা।

৯. পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

১০. কণ্ঠস্বর নিচু রাখা। ৩১/১৩-১৯

মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর

'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বলতা (বীর্য) থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। ৩০/৫৪

ওহী ও সুন্নাহর অনুসরণেই কল্যাণ

ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। ৩৩/২১

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণ করতে নির্দেশ করেছেন আল্লাহ। ৩৩/২

পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে

১. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল।

২. বৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্য।

৩. গর্ভস্থ সন্তানের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য।

৪. মানুষের আগামীকালের কাজ।

৫. মৃত্যুর স্থান ও সময়। ৩১/৩৪

এর মধ্যে কিছু বিষয় মানুষ ধারণা করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। আবার অনেক তথ্য এমন আছে, যা সবিস্তারে মানুষ জানে না।

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

১. আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। ৩০/৪৫

২. আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৩১/১৮

আজকের শিক্ষা

এমন বহু জীব-জন্তু আছে যারা নিজেদের সাথে রিযিক বয়ে বেড়ায় না। অথচ আল্লাহ

তাদেরকে এবং মানুষদেরকে রিযিক দান করে থাকেন। সুতরাং রিযিক নিয়ে বিচলিত হওয়া অনুচিত। ২৯/৬০

সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টকে মহান আল্লাহ 'কষ্টের ওপর কষ্ট' বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং মায়ের প্রতি সর্বোচ্চ সদাচরণ করা উচিত। ৩১/১৪

পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এরপর আল্লাহর কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে। ২৯/৫৭

জলে-স্থলে যত নৈরাজ্য, বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় ঘটে, সব মানুষের হাতের কামাই। মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের কৃতকর্মের সামান্য ফল ভোগ করান, যেন তারা সংশোধন হয় এবং ভুল পথ থেকে ফিরে আসে। সুতরাং যে কোনো বিপর্যয়ের পর আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। তাছাড়া বিপদ-আপদ অনেক সময় আমাদের সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। ৩০/৪১

আখিরাতে মানুষকে বড় শাস্তি দেওয়ার আগে মহান আল্লাহ দুনিয়াতে লঘু শাস্তি ও বিপদাপদ দেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যেন ভুল অবস্থান ও গুনাহ থেকে ফিরে আসে।

১৯তম তারাবীহ

১৯তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২২ নম্বর পারা। এ পারায় আছে সূরা আহযাবের শেষাংশ, সূরা সাবা, সূরা ফাতির ও সূরা ইয়াসিনের কিছু অংশ।

ঘটনাবলি

যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ছিলেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পোষ্যপুত্র। নবীজির ফুফাতো বোন যায়নাবের সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সংসারে বনিবনা হচ্ছিল না তাদের। যায়েদ (রা.) তালাকের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে রাসূল (সা.) সংসার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু একটা সময় তালাকের পথই বেছে নিতে হয় যায়েদকে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে স্বয়ং রাসূল (সা.) বিয়ে করেন যায়নাব বিনতে জাহাশকে। জাহেলি যুগে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা দোষনীয় মনে করা হতো। সেই প্রথা ভাঙতে মহান আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সা.) যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। ৩৩/৩৭-৩৯

বাতাসের ওপর কর্তৃত্ব ছিল সুলাইমান (আ.)-এর একটি মুজিযা। এক মাসের পথ তিনি এক সকাল কিংবা এক বিকেলে অতিক্রম করতে পারতেন (কোনো কোনো বর্ণনামতে, তার সিংহাসন বাতাসে উড়ে চলত)। গলিত তামার প্রবাহও ছিল তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মুজিযা। তিনি জিনদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারেতন। এমনকি বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ চলাকালে তার মৃত্যু হলে অলৌকিকভাবে তিনি সেভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেভাবে দাঁড়িয়ে তিনি জিনদেরকে নির্মাণ কাজে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। আর জিনেরা আপন কাজে রত ছিল। কাজ শেষ হলে আল্লাহর নির্দেশে সুলাইমান (আ.)-এর লাঠি উই পোকা নষ্ট করে ফেলে আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। সুলাইমান (আ.)-এর এই অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা এসেছে সূরা সাবায়। ৩৪/১২-১৪

ইয়েমেনের অধিবাসী সাবা সম্প্রদায় ছিল ফল-ফসল এবং শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। মহান আল্লাহ বহু নিয়ামত দান করেছিলেন তাদের। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। শিরকের মতো ভয়ংকর অপরাধে তারা জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে বেশ কজন নবী-রাসূল প্রেরিত হন। কিন্তু তারা নবীদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। মহান আল্লাহ বাঁধভাঙা সর্বব্যাপী বন্যার আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেন। ৩৪/১৫-২১

আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্য এক জনপদে কয়েকজন রাসূল প্রেরিত হন। তারা ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন জনপদবাসীকে। কিন্তু তারা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়, অপয়া বলে তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যার হুমকি দেয়। শহরের প্রান্ত থেকে (হাবীবে নাজ্জার নামক) এক লোক দৌড়ে এসে রাসূলদের আনুগত্যের আহ্বান করে জনপদবাসীকে বললেন, যারা তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করেন না, তারা সঠিক পথের অনুসারী। তোমরা তাদের অনুসরণ করো। তিনি নিজে ঈমান এনে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। জবাবে নিষ্ঠুর সম্প্রদায় তাকে হত্যা করল। এরপর একজন ফেরেশতার একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলো। ৩৬/১৩-৩০

ঈমান-আকীদা

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। রাসূলের পর সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। অগণিত হাদীসে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কুরআনেও বিষয়টি উল্লেখ করেছেন মহান আল্লাহ। ৩৩/৪০

ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তাকদীর। কোনো নারী যা গর্ভে ধারণ করেন এবং যা প্রসব করেন (তার বিস্তারিত) সবই আল্লাহ জানেন। মানুষের লম্বা এবং সংক্ষিপ্ত হায়াত—এর সবই আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ৩৫/১১

আদেশ

- নারীদের গৃহে অবস্থান করা (বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে)। ৩৩/৩৩
- সালাত আদায় করা। ৩৩/৩৩
- যাকাত আদায় করা। ৩৩/৩৩
- রাসূলের আনুগত্য করা। ৩৩/৩৪
- অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। ৩৩/৪১
- সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা। ৩৩/৪২
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩৩/৪৮
- গায়রে মাহরাম নারীদের কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে চাওয়া। ৩৩/৫৩
- রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা। ৩৩/৫৬

- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সত্য-সঠিক কথা বলা। ৩৩/৭০
- সৎকর্ম করা। ৩৪/১১
- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ৩৪/১৫
- আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করা। ৩৫/৩
- শয়তানকে শত্রু গণ্য করা। ৩৫/৬

নিষেধ

- মহিলাদের জন্য (পরপুরুষের সঙ্গে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন না করা। ৩৩/৩২
- মুসলিম নারীদের জন্য জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা। ৩৩/৩৩
- কাফির-মুনাফিকদের আনুগত্য না করা। ৩৩/৪৮
- অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশ না করা। ৩৩/৫৩

বিধি-বিধান

মুসলিম নারীকে মাথার ওপর ওড়না টেনে পর্দার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটা মুসলিম নারীর আভিজাত্যের প্রতীক। কেউ যেন তাদেরকে উত্যক্ত (বা কু-কল্পনা) করার সুযোগ না পায়, এজন্য পর্দার বিধান। ৩৩/৫৯

এছাড়া জাহেলি যুগের নারীদের মতো সাজসজ্জা প্রদর্শন করা নিষেধ। মুসলিম নারীরা কোমলতা এড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে—সেই বিধানও বর্ণিত হয়েছে। ৩৩/৩২-৩৩

নির্জনবাস বা সহবাসের পূর্বেই যদি তালাক হয়ে যায়, তবে স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইদ্দত পালন করতে হবে না। সাধারণ সময়ের মতো এক্ষেত্রেও কলহপূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে স্ত্রীকে বিদায় দেবে—এটা স্বামীর কর্তব্য। ৩৩/৪৯

(রাসূলের মৃত্যুর পর) নবীপত্নীগণকে বিয়ে করা হারাম। ৩৩/৫৩

মহান আল্লাহ বিশেষ কল্যাণ বিবেচনায় শুধু রাসূলের জন্য (চারের অধিক) বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন; যা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। ৩৩/৫০-৫২

দৃষ্টান্ত

যারা হঠকারিতার কারণে সত্য গ্রহণ করেনি তাদেরকে অন্ধের সাথে এবং তাদের কুফরকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যারা সত্য গ্রহণ করেছে তাদেরকে চক্ষুষ্মান লোকের সাথে এবং তাদের ঈমানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঈমানদারদের জান্নাতকে ছায়া এবং কাফিরদের জাহান্নামকে রৌদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। সত্যগ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা কাফিরদেরকে মৃত মানুষের সঙ্গে আর সত্যগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্নদেরকে জীবিত মানুষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ৩৫/১৯-২২

সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা

যারা আল্লাহর প্রতি কুফুরী করে তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তি এবং যারা তার প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ৩৫/৭

কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। এমনকি নিকটাত্মীয়দেরকে ডেকেও সেদিন সাড়া পাওয়া যাবে না। ৩৫/১৮

পার্থিব জীবন ও শয়তান দ্বারা ধোঁকা খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ

অর্থ: হে মানুষ, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কোনভাবেই তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। আর আল্লাহ সম্পর্কেও যেন মহা ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। ৩৫/৫

নবীর প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ

মহান আল্লাহ তার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। ফেরেশতাগণও তার প্রতি সালাত (দরূদ) প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ মুমিনদেরকেও তার প্রতি সালাত ও সালাম (রহমত ও শান্তির দোয়া) পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ৩৩/৫৬

যে ব্যক্তি রাসূলের (সা.) প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, মহান আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করেন।[১]

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৮৮৫৪

যে কাজ সর্বাধিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

কুরআনে কেবল একটি কাজই অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটি হলো আল্লাহর জিকির। একাধিক স্থানে একই আদেশ করেছেন আল্লাহ। ৩৩/৪১

আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের বেলায় মুমিনের কোনো এখতিয়ার থাকে না

আল্লাহ এবং রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা প্রদান করলে মুমিন নর-নারীর সে বিষয়ে আর কোনো এখতিয়ার থাকে না। ৩৩/৩৬

মানবজাতির কাঁধে আমানত পালনের দায়িত্ব

মহান আল্লাহ আকাশ-জমিন ও পাহাড়ের মতো বড় বড় সৃষ্টির কাছে আমানত (নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্ব) পেশ করেন, তারা সবাই অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু মানুষ সেই আমানতের বোঝা বহন করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মানুষের মধ্যে যারা তা রক্ষা করতে পারেনি, তাদেরকে আল্লাহ জালিম ও অজ্ঞ বলেছেন। ৩৩/৭২

রাসূলের পাঁচটি বিশেষ গুণ

মহান আল্লাহ তাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী ও আলো বিতরণকারী প্রদীপ করে প্রেরণ করেছেন। ৩৩/৪৫-৪৬

মুমিন নারী-পুরুষের দশটি বিশেষ গুণ

কর্মফল ও আখিরাতের প্রতিদানে নারী-পুরুষের কোনো তারতম্য নেই। দশটি গুণের অধিকারী মুমিন নারী-পুরুষের জন্য মহান আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। (এক) ইসলাম পালনকারী পুরুষ ও নারী (দুই) ঈমান আনয়নকারী পুরুষ ও নারী (তিন) আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও নারী (চার) সত্যবাদী পুরুষ ও নারী (পাঁচ) ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও নারী (ছয়) আল্লাহর প্রতি বিনীত পুরুষ ও নারী (সাত) দানশীল পুরুষ ও নারী (আট) সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী (নয়) চরিত্র হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী (দশ) অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও নারী। ৩৩/৩৫

নবীপত্নীগণের মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতির প্রতি নির্দেশনা

১. পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে কোমলতা পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা।

২. গৃহে অবস্থান করা (প্রয়োজনে শালীনতার সাথে বাহিরে যাওয়া)।

৩. জাহেলি যুগের নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা।

৪. নিয়মিত সালাত আদায় করা।

৫. যাকাত আদায় করা।

৬. আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা।

৭. ঘরে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ'র যেসব কথা পাঠ করা হয় সেগুলো স্মরণ রাখা। ৩৩/৩২-৩৪

মুসলিম তিন প্রকার

এক শ্রেণির লোক, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে না। এরা হলো জালিম (নিজের প্রতি অবিচারকরী)। আর যারা আদেশ-নিষেধ মেনে চলে কিন্তু কিছু নফল মুস্তাহাব পালন করে না, তারা মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরেক শ্রেণির লোক, যারা ফরয-ওয়াজিব মেনে চলে, হারাম পরিহার করে, নফল-মুস্তাহাবও পালন করে; এরা অগ্রগামী মুসলিম। ৩৫/৩২

জাহান্নামীদের আর্তনাদ ও আকুতি

কিয়ামতের দিন জাহান্নামীরা হৃদয়ছেঁড়া আর্তনাদ করে পুনরায় পৃথিবীতে আসার আকুতি জানাবে। তখন বলা হবে, তোমাদের কি যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়নি? তখন চাইলে তো সতর্ক হতে পারতে! আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিলেন। ৩৫/৩৭

মিথ্যা অপবাদ ও কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতা

'আর যারা মুমিন নারী-পুরুষকে কৃত অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয় (দোষারোপ করে), তারা অপবাদের অন্যায় ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল'। ৩৩/৫৮

আজকের শিক্ষা

মুমিনের কর্তব্য হলো সর্বদা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের সামনে সমর্পিত থাকা। আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম নিজের মর্জি বা স্বার্থের অনুকূল না হলেও পরকালীন কল্যাণের কথা ভেবে তা মেনে নেওয়াই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ৩৩/৩৬

ধন-সম্পদ আল্লাহ-প্রদত্ত নেয়ামত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ ধন-সম্পদ সাদাকা করা উচিত। সাদাকা করলে ধন-সম্পদ কমে না। বরং মানুষ যা-ই ব্যয় করে, আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে বিকল্প দান করেন, আখেরাতেও রয়েছে তার জন্য উত্তম বিনিময়। এ জন্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা অনুচিত। ৩৪/৩৯

২০তম তারাবীহ

২০তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশে রয়েছে কুরআনের ২৩ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা ইয়াসিনের অবশিষ্ট অংশ, সূরা সফফাত, সুরা ছোয়াদ ও সুরা যুমারের কিছু অংশ।

ঘটনাবলি

নূহ (আ.) স্বজাতির ঔদ্ধত্যে আল্লাহর সহায্য চাইলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। মহাপ্লাবনে নূহ (আ.)-এর নৌকার আরোহীরা ছাড়া বাকি সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। প্লাবন পরবর্তী পৃথিবীতে কেবল নূহ (আ.)-এর বংশধর (হাম, ছাম ও ইয়াফেসের প্রজন্ম) টিকে থাকে। তাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী গড়ে ওঠে। ৩৭/৭৫-৮২

নূহ (আ.)-এর পর পৃথিবীবাসী আবারও আল্লাহকে ভুলে যায়, শুরু হয় শিরক। তখন আবির্ভূত হন ইবরাহীম (আ.)। দাওয়াতি মিশনে তিনিও বেশিরভাগ মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হন। মহান আল্লাহ তাকে বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইসমাইলকে স্বপ্নযোগে জবেহের নির্দেশ দেন (উল্লেখ্য, নবীগণের স্বপ্ন বাস্তবের মতোই সত্য)। সন্তান ইসমাইলও আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং ধৈর্য ধারণের প্রতিশ্রুতি দেন। পিতাপুত্র উভয়ই যখন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন ছুরির নিচে অলৌকিকভাবে একটি দুম্বা পাঠালেন আল্লাহ। জবাই হলো দুম্বা। বেঁচে গেলেন শিশু ইসমাইল।

এরপর ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন নবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। তারা হলেন : মূসা, হারূন, ইলয়াস, লূত ও ইউনুস (আলাইহিমুস সালাম)। ইউনুসকে যখন সমুদ্রের বিশাল মাছ গিলে ফেলে, তখন তিনি নিজেকে ভর্ৎসনা করেন এবং জিকিরে রত থাকেন। আল্লাহর তাসবীহের গুণে মহান আল্লাহ তাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা ও উদ্ধার করেন। ইউনুস (আ.)-এর জাতি আল্লাহর আযাব দেখে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। ৩৭/৮৩-১৪৮

দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা করে তার একটি ভুলের বিষয়ে সতর্ক করার ইঙ্গিত দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি দাউদ (আ.)-এর কাছে দুজন বিচারপ্রার্থীকে পাঠালেন। বিবাদের ফয়সালা করতেই দাউদ (আ.) সচকিত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে সূক্ষ্মভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরও কখনো মামুলি ভুল-ত্রুটি হতে পারে। সেটা বুঝতে পারার সাথে সাথে

তাওবা করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। মূল ঘটনা কী সে বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, যার কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। বরং কোনো কোনো গল্প সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যাচার।

দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ সুলাইমান নামক সন্তান দান করেন। তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও নবী ছিলেন। আল্লাহ সুলাইমানের প্রশংসা করে সুলাইমান-সংশ্লিষ্ট দুটি ঘটনার ইঙ্গিত দেন। সুলাইমান (আ.) আল্লাহর কাছে এমন রাজত্ব চেয়েছেন, যা পৃথিবীতে আর কারো অর্জিত হবে না। ৩৮/১৭-৪০

উল্লিখিত নবীগণের প্রশংসা করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ এবং তাদের সুনাম-সুখ্যাতি পৃথিবীতে অটুট রাখার ঘোষণা দেন মহান আল্লাহ। হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের যে খ্যাতি ও সুনাম বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে, তা আর কারো নেই।

আইয়ুব (আ.) ছিলেন ধৈর্যের প্রবাদপুরুষ। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েও তিনি ধৈর্যের সাথে দোয়ায় মগ্ন ছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে সুস্থতার অলৌকিক পথ বাতলে দেন। তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এদিকে স্ত্রীর একটি ভুল পদক্ষেপে মর্মাহত হয়ে তিনি একটি শপথ করেন। পরে অনুতপ্ত হলে তাকে শপথ রক্ষার সহজ পথ বাতলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াসা ও যুলকিফল (আ.)-এর প্রশংসা করে তাদের ঘটনাবলিকে উপদেশ আখ্যা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সূরার শেষের দিকে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, আদমকে সিজদা করতে শয়তানের অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে শয়তান কর্তৃক মানুষকে বিভ্রান্ত করার শপথের বিষয়টি উঠে এসেছে। ৩৮/৪১-৮৫

ঈমান-আকীদা

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং তাদের বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর বিবরণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কতক ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদতে বা নির্দেশ পালনার্থে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে, কতক শয়তানদের ঊর্ধ্বজগতে অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে এবং কতক আল্লাহর জিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকে। সেসব ফেরেশতার শপথ করে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক। ৩৭/১-৪

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পছন্দ করত না। মহান আল্লাহ তাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে প্রশ্ন রেখেছেন—পালনকর্তার জন্য কন্যা (সাব্যস্ত করেছ),

আর নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান? আল্লাহ সন্তান গ্রহণের ঊর্ধ্বে এবং এ থেকে তিনি পবিত্র। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে তাদের মনগড়া মিথ্যাচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। ৩৭/১৪৯-১৫৭

আদেশ

- আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে ব্যয় (দান) করা। ৩৬/৪৭
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ৩৬/৬১
- কাফির-মুশরিকদের কটু কথায় ধৈর্য ধারণ করা। ৩৮/১৭
- ন্যায়বিচার করা। ৩৮/২৬
- আল্লাহকে ভয় করা। ৩৯/১০

নিষেধ

- শয়তানের ইবাদত না করা। ৩৬/৬০
- প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। ৩৮/২৬

দৃষ্টান্ত

যে ব্যক্তি একাধিক মালিকের অধীনে থাকে, তার বিপদের শেষ নেই। কোন মালিককে কীভাবে খুশি করবে—তাই নিয়ে সে বিপাকে পড়ে। আর যে ব্যক্তি একজন মালিকের অধীনে থাকে, সে একনিষ্ঠভাবে এক মালিকের আনুগাত্য করতে পারে। অনুরূপভাবে তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় এবং প্রশান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে বহু-ঈশ্বরবাদী শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি অসংখ্য উপাস্যকে খুশি করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ৩৯/২৯

মহাপ্রলয়ের দৃশ্যপট

পৃথিবীর নির্ধারিত আয়ু শেষ হলে মহাপ্রলয় ঘটবে। এরপরই শুরু হবে বিচার দিবসের কার্যক্রম। অবিশ্বাসীরা কিয়ামত দিবস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মহানাদ তাদেরকে পাকড়াও করবে। তখন শেষ কথা বলা বা পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগও তারা পাবে না। (ইসরাফীল আ.) শিঙ্গায় ফুঁ দিলে প্রত্যেকে কবর থেকে উঠে প্রতিপালকের দিকে ছুটবে। ৩৬/৪৯-৬৫

কিয়ামতের ভয়াবহ কিছু চিত্র

দুনিয়াতে পাপী-মুত্তাকী একত্রে বসবাস করলেও কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদেরকে

মুত্তাকীদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। ৩৬/৫৯

পাপিষ্ঠদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে। তাদের হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে এবং আপন কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। ৩৬/৬৫

আল্লাহর নিদর্শন

সূরা ইয়াসীনের বিভিন্ন আয়াতে পুনরুত্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর কয়েকটি ধারাবাহিক নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব ও পুনরুত্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তার একটি হলো মৃত জমিন। মহান আল্লাহ মৃত জমিনকে প্রাণবন্ত ও সজীব করেন। মানুষ তা থেকে আহার করে। এটি আল্লাহর অস্তিত্ব, কুদরত ও মৃতদের পুনরায় জীবিত করার নিদর্শন। এছাড়াও রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্রের আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ এবং সমুদ্রভ্রমণে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে। ৩৬/৩৩-৪৩

মর্যাদা ও প্রতিদান

পুরো কুরআন জুড়ে জান্নাতীদের বিভিন্ন নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে, জান্নাতীরা আরামদায়ক আসনে সস্ত্রীক হেলান দিয়ে থাকবে। তারা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। সূরা সাফফাতে জান্নাতীতের মাঝে ঘুরে ঘুরে স্বচ্ছ সুরাপাত্র পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে। তাতে কেউ মাতাল হবে না। তাদের সাথে থাকবে আনতনয়না সঙ্গিনী। বলাবাহুল্য, জান্নাতের নিয়ামত পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। ৩৬/৫৫-৫৮; ৩৭/৪০-৪৯

ধৈর্য মুমিনের এমন এক মহামূল্যবান গুণ যে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের হিসাব ছাড়া প্রতিদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৯/১০

ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। কুরআনের প্রথম নির্দেশই হলো 'পড়ো'। সূরা যুমারে জ্ঞানীদের মর্যাদা উল্লেখ করে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান হতে পারে না। ৩৯/৯

মানুষের মন্দ প্রকৃতি

মানুষের একটা মন্দ প্রকৃতি হলো বিপদাপদে আল্লাহকে ডাকে এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। আর যখন বিপদ কেটে যায় এবং আল্লাহর নিয়ামত ও প্রাচুর্য লাভ করে, সে তখন অতীত (কাকুতি মিনতি করে যে দোয়া করেছিল) ভুলে যায় (নিয়ামতের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে নিজের বা অন্যের কৃতিত্ব দেয়) এবং শিরকে লিপ্ত হয়। এরকম অকৃতজ্ঞকে পার্থিব জীবনের যৎসামান্য ভোগের পর জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ৩৯/৮

চিরশত্রুর বিষয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি উদাসীন

কুরআনের অন্তত সাত জায়গায় মহান আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন যে, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানকে আমরা দেখতে না পেলেও তার কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে-ই আমাদের প্রকৃত শত্রু। আল্লাহর নির্দেশ আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর যখন আল্লাহ তাকে জান্নাত ও আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করেন, সে আদম সন্তানকে পথহারা করার সংকল্প ও পরিকল্পনার কথা জানায়। আফসোসের বিষয় হলো, সবচেয়ে বড় শত্রু সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি উদাসীন। ৩৮/৭৯-৮৫

সুসংবাদ

যারা তাগুতের দাসত্ব পরিহার করে আল্লাহমুখী হতে পেরেছে, মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন এবং রাসূলকেও এমন বান্দাদের সুসংবাদ দিতে নির্দেশ করেছেন। ৩৯/১৭

জান্নাতের একটি অসাধারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত

জান্নাতীদের পারস্পরিক কথোপকথনের একটি অসাধারণ ও শিক্ষনীয় মুহূর্তের বর্ণনা রয়েছে সূরা সাফফাতে। জান্নাতীদের একান্ত আড্ডায় একজন জান্নাতী তার পার্থিব জীবনের এক সংশয়বাদী বন্ধুর ঘটনা শোনাবে অন্য জান্নাতীদের। সেই সংশয়বাদী বন্ধু ঈমানদার বন্ধুর বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করত এবং তাচ্ছিল্য করত। এক পর্যায়ে এই জান্নাতী বন্ধু সংশয়বাদী বন্ধুর জাহান্নামের করুণ পরিণতি দেখাবে অন্য জান্নাতী বন্ধুদের। অবিশ্বাসী বন্ধুর খপ্পরে পড়েও সে কুফুরের পথে পা বাড়ায়নি, এ জন্য সে আল্লাহর অনুগ্রহকে বড় করে দেখবে। ৩৭/৫০-৬০

আজকের শিক্ষা

মহান আল্লাহ অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সর্বোত্তম সাড়াদানকারী। কেউ ধৈর্যের সাথে দোয়ার শর্তাবলি পূরণ করে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকলে তিনি অবশ্যই সে প্রার্থনা কবুল করেন। সূরা মারয়ামে যাকারিয়া (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হননি। সুতরাং মনের সব দু:খ-কষ্ট একান্তে আল্লাহকে বলা উচিত। এতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাড়াও মিলবে। ৩৭/৭৫

কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না, এ কথাটি কুরআনের অন্তত সাত জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং কারো প্ররোচনায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্ররোচনাকারী তার প্ররোচনার কারণে গুনাহগার হলেও প্ররোচিত ব্যক্তিকে নিজের

গুনাহের বোঝা ঠিকই বহন করতে হবে। কিয়ামতের দিন জাহান্নামীরা কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানকে দোষারোপ করবে। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হবে না। ৩৯/৭, ১৪/২২

আজকের দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থ: হে আমার রব, আপনি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন। ৩৭/১০০

২১তম তারাবীহ

২১তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২৪তম পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা যুমারের অবশিষ্টাংশ, সূরা মুমিন ও সূরা হা-মীম সাজদার দুই তৃতীয়াংশ।

ঘটনাবলি

মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে যখন লোকজন ঈমান আনতে শুরু করে, ফিরাউন দ্বিতীয় দফায় গণহত্যার ফরমান জারি করে। এর আগে মূসার আগমন ঠেকাতে গণহারে শিশুহত্যা চালিয়েছিল সে। এবার বনী ইসরাইলের সব পুরুষকে হত্যা করে নারীদের বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেন, বনী ইসরাইল মূসা (আ.)-এর অস্তিত্বকেই অভিশপ্ত এবং অকল্যাণকর মনে করে। মুমিনদের বংশবিস্তার ঠেকানোও ছিল এই গণহত্যার অন্যতম কারণ। কিন্তু কাফিরদের চক্রান্ত বিফলে যায়। ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হলে তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ফিরাউনের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি ঈমান এনেছিল। সে সবক্ষেত্রে মূসার পক্ষাবলম্বন করত। শুধু তাই নয়, স্বজাতিকে সতর্ক করারও বহু চেষ্টা করেছে সে। তার যুক্তি ছিল এমন—মূসা মিথ্যা বললে সেই মিথ্যা তার ওপরই বর্তাবে। আর তার কথা যদি সত্য হয়, তবে তাকে অমান্য করার কারণে তোমাদের তো মহা আযাব স্পর্শ করবে। অচিরেই তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে, আর আমার বিষয় আমি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করছি। লোকটির বিরুদ্ধেও ফিরাউনের সহযোগীরা নানা চক্রান্ত করেছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ তাদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। ৪০/২৩-৪৬

আদ ও ছামূদ জাতি অহংকারবশত আল্লাহর আহ্বানকে প্রত্যাখান করে। নবীগণ তাদেরকে আযাবের ভয় দেখালে সেটা নিয়েও তারা উপহাস করতে ছাড়ে না। এমনকি তারা নবীদেরকে আল্লাহর আযাব আনতে বলে। অবশেষে ঝড়, বজ্র ও মহানিনাদের শাস্তি পাঠিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেন মহান আল্লাহ। এ ছিল দুনিয়ার আযাবের লাঞ্ছনা। তাদের জন্য আখিরাতের আযাব হবে আরও লাঞ্ছনাদায়ক। সেদিন তাদের চোখ, কান ও চামড়া পর্যন্ত তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। তখন তারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভর্ৎসনা করবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে উঠবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও কথা বলার শক্তি দান করেছেন। ৪১/১৩-১৮

ঈমান-আকীদা

মহাপ্রলয়ের সময় দুইবার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁ-এর পর (ব্যতিক্রম ছাড়া) সবাই মূর্ছা যাবে। দ্বিতীয় ফুঁ-এর পর সবাই পুনরুত্থানের জন্য উঠে দাঁড়াবে। ৩৯/৬৮

শিরক হলো ঈমান ও আমল-বিধ্বংসী পাপ। সকল নবী-রাসূলের প্রতি আল্লাহর মৌলিক ফরমান ছিল—শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির সকল ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুনিশ্চিত। ৩৯/৬৫

মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের দেহাবশেষ যেখানে যে অবস্থায় থাকে, সেটাকে বারযাখের জীবন বলা হয় (২৩/১০০ দ্রষ্টব্য)। বারযাখী জীবনে (কবরে) পাপিষ্ঠরা আযাব এবং সৎকর্মশীলরা নিয়ামত ভোগ করবে, এটা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের গুরুত্বপূর্ণ আকীদার একটি। সূরা মুমিনে এটি প্রমাণিত। ৪০/৪৬

আদেশ

- প্রতিপালকের অভিমুখী হওয়া। ৩৯/৫৪
- আযাব আসার আগে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। ৩৯/৫৪
- রবের পক্ষ হতে উত্তম যা কিছু নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা। ৩৯/৫৫
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৩৯/৬৬
- কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ৩৯/৬৬
- একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকা। ৪০/১৪
- কিয়ামত দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। ৪০/১৮
- ধৈর্য ধারণ করা। ৪০/৫৫
- নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪০/৫৫
- সকাল-সন্ধ্যা রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করা। ৪০/৫৫
- আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ৪০/৫৬
- আল্লাহর কাছে দোয়া করা। ৪০/৬০
- আল্লাহর প্রতিই একাগ্র হয়ে থাকা। ৪১/৬
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪১/৬
- মন্দকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করা। ৪১/৩৪
- বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ৪১/৩৬
- সৃষ্টিকে সিজদা না করে স্রষ্টাকে সিজদা করা। ৪১/৩৭

নিষেধ

- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হওয়া। ৩৯/৫৩
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ৪১/১৪
- চন্দ্র-সূর্যের সিজদা না করা। ৪১/৩৭

বিধি-বিধান

গায়রে মাহরাম নারীর সৌন্দর্য কিংবা কারো ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং মনে মনে খারাপ জল্পনা-কল্পনা করা জায়েজ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'চোখের অসততা এবং অন্তর যেসব বিষয় লুকিয়ে রাখে আল্লাহ (সবই) জানেন'। ৪০/১৯

সবচেয়ে উত্তম কথা

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার কথা হতে পারে, যে ব্যক্তি (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, নিজে ভালো কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিমদের একজন। ৪১/৩৩

দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি

দোয়া ইবাদতের মূল। হাদীসে দোয়াকেই ইবাদত বলা হয়েছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। অনেকে নিজে দোয়া করতে চান না। দোয়া কবুল নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। দোয়া করলে মহান আল্লাহ দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৪০/৬০

আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন

বিপদে পড়লে কিংবা পাপ সংঘটিত হলে নিরাশ হওয়া মুমিনের শান নয়। কুরআনে (১২/৮৭) নৈরাশ্যকে কাফিরদের কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধী ও গুনাহগার সত্যিকারের অনুতাপ ও তাওবা করলে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন,

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ (তাওবা ও ইস্তেগফার করলে) মাফ করে দিবেন'। ৩৯/৫৩

আল্লাহর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ভয় ও আশার সমন্বয়ের নাম ঈমান। সূরা মুমিনের শুরুতে মহান আল্লাহর এমন কয়েকটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা মুমিনের জন্য আশার আলো এবং একই সাথে সতর্ককারীও। গুণগুলো হলো : তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী, পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা ও অত্যন্ত শক্তিমান। ৪০/২-৩

পাপিষ্ঠদের আক্ষেপের কয়েকটি চিত্র

অতর্কিতভাবে প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে পড়ার পর পাপিষ্ঠদের সাম্ভাব্য আফসোসের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সূরা যুমারে। কারো আফসোস হবে আল্লাহর ব্যাপারে অবহেলা ও দীনের বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য। কারো আফসোস হবে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও মুত্তাকী না হওয়ার জন্য। আযাব প্রত্যক্ষ করার পর কেউ কেউ পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আফসোস করবে! ৩৯/৫৫-৬০

কাফিরদের জাহান্নামে ও মুত্তাকীদের জান্নাতে প্রবেশের দৃশ্য

কিয়ামতের দিন কাফির ও মুশরিকদেরকে ধাওয়া করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরী জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ আসেননি, তারা কি এই দিনের ব্যাপারে সতর্ক করেননি? তারা স্বীকার করে বলবে, আল্লাহর আযাব অবিশ্বাসীদের জন্য অবধারিত। সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলো, সে আযাবে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর মুত্তাকীদেরকে সসম্মানে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। চিরকাল জান্নাতে বসবাসের শুভসংবাদ দেবেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য হওয়ায় তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে। ৩৯/৭১-৭৪

জাহান্নামের বিভীষিকাময় শাস্তির কয়েকটি চিত্র

জাহান্নামের আযাব এতো বিভীষিকাময় হবে যে, পাপিষ্ঠ ও অপরাধীরা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ বরং তার দিগুণ সম্পদও যদি পেত, তবে তার বিনিময়ে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাইত। ৩৯/৪৭

জাহান্নামীরা নিজেদের সব ভুল স্বীকার করে জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোনো পথ খোলা আছে কি না, আল্লাহর কাছে জানতে চাইবে। জবাবে কেবল তাদের ঈমানের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস শোনানো হবে। মুক্তি সেদিন সুদূরপরাহত হবে। ৪০/১১

জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীকে বলবে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে একটু দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের শাস্তি লাঘব করে দেন। ৪০/৪৯

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা জীবদ্দশায় মহান আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করেছে এবং তার ওপর আজীবন অটল-অবিচল থেকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে, তাদের মৃত্যু কিংবা কবর থেকে পুনরুত্থানের সময় ফেরেশতাগণ সুসংবাদ প্রদান করে বলবেন, তোমরা ভয় বা দুশ্চিন্তা করবে না। প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সাথী ছিলাম, আখিরাতেও সাথী থাকব। মহাক্ষমাশীল অতি দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে প্রাথমিক আতিথেয়তাস্বরূপ তোমাদের জন্য জান্নাতে থাকবে সেসব নিয়ামত, যা তোমাদের মন চাইবে এবং যা তোমরা ফরমায়েশ করবে। ৪১/৩০-৩২

আরশ ও মহান মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে নবী-রাসূল করে তার কাছে ওহী প্রেরণ করেন, যেন তারা (আল্লাহর সঙ্গে) সাক্ষাৎ দিবস সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেন। ৪০/১৫

মহান আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। জালিমদের থাকবে না কোনো বন্ধু এবং কোনো সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হবে'। ৪০/১৮

আজকের শিক্ষা

আদ, ছামূদ-সহ পৃথিবীর বহু জাতি নিজেদের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অহংকারী হয়ে আল্লাহ এবং আখিরাতকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহর বাণীর প্রচারকদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তারা কল্পনাও করেনি যে, তাদের অহংকার এক সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। তারা করুণ শাস্তির মুখোমুখি হবে। কুরআন জুড়ে মানবেতিহাসের সেই বাস্তব ঘটনা বার বার তুলে ধরে সতর্ক করেছেন আল্লাহ। আজও আমরা অনেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, রঙিন ও বিলাসী জীবনে মত্ত হয়ে সেই অভাগাদের পথ বেছে নিয়েছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা ভুল করলেও আল্লাহর অমোঘ নিয়মে কোনো ভুল হবে না।

সব যুগেই অশান্তি সৃষ্টিকারীরা শান্তির পথযাত্রীদেরকে 'ফাসাদকারী' আখ্যা দিয়েছে। যেমন, মূসা (আ.) ফাসাদ সৃষ্টি করবে বলে আশংকা করেছিল গণহত্যাকারী ও চরম অত্যাচারী ফিরাউন। ৪০/২৬

একা হলেও সত্যের পথে অবিচল থাকতে হবে। সাহস হারানো যাবে না। বাতিলের সাথে আপস করা যাবে না। ৪০/২৮-৩২

মানুষ বিপথগামী হয় শয়তানের প্ররোচনা এবং পরিবেশ ও মন্দ সঙ্গের কারণে। সেজন্য জাহান্নামীরা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহকে বলবে, যেসব শয়তান ও মানুষ আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদের একটু দেখিয়ে দিন। তাদেরকে আমরা পায়ের

নিচে ফেলে লাঞ্ছিত করতে চাই। ৪১/২৯

ভালো এবং মন্দ কাজের ফলাফল স্ব স্ব ব্যক্তির কাঁধে অর্পিত হবে। মহান আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করবেন না। ৪১/৪৬

আজকের দোয়া

জান্নাতীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত। সুতরাং যারা তাওবা করেছে ও আপনার পথের অনুসারী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের সাথে করেছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক লোক তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তাদেরকে সকল মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে সব মন্দ থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অপনি অবশ্যই দয়া করলেন। আর এটাই মহাসাফল্য। ৪০/৭-৯

২২তম তারাবীহ

২২তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ২৫ নম্বার পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা হা-মীম সাজদার শেষাংশ, সূরা শূরা, সূরা যুখরুফ, সূরা দুখান ও সূরা জাসিয়াহ।

ঘটনাবলি

মূসা (আ)-এর তাওহীদের আহ্বান শুনে ফিরাউন ও তার অনুসারীরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। এরপর যখন একের পর এক আল্লাহর সতর্কীকরণ নিদর্শন (আযাব) আসত, তখন তারাই আবার মূসাকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে অনুনয় করত। কিন্তু বিপদ দূর হয়ে গেলে আবার তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেত। ফিরাউন বলত, আমি মিশরের রাজাধিরাজ। এই যে প্রবহমান নদী-নালা, এ সবই আমার। তাহলে আমি কেন মূসার মতো এক ক্ষমতাহীন মানুষের আনুগত্য করব!

বনী ইসরাইলকে ফিরাউন দাস বানিয়ে রেখেছিল। মূসা (আ.) ফিরাউনের কাছে স্বগোত্রের মুক্তি চেয়েছিলেন। জবাবে ফিরাউন ও তার অনুসারীরা মূসাকে হত্যার হুমকি দেয়। আল্লাহ মূসাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন অনুসারীদের নিয়ে রাতের আঁধারে এলাকা ত্যাগ করেন। পাশাপাশি এও জানিয়ে দেন, ফিরাউন তাদের পিছু নেবে এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত হয়। পাপিষ্ঠরা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, নদী-নালা, শস্যক্ষেত, সুরম্য অট্টালিকা ও বিলাসী আসবাবপত্র পড়ে থাকে বেওয়ারিশ। পরে অন্য সম্প্রদায়কে সেগুলোর উত্তরাধিকারী বানান আল্লাহ। ৪৩/৪৬-৫৬; ৪৪/১৭-৩১

ঈমান-আকীদা

অগণিত ফেরেশতা ঊর্ধ্বাকাশে ইবাদতে রত থাকেন। তাদের সংখ্যা এতো বেশি, যেন আসমান ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ফেরেশতাগণ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর জন্য ইস্তেগফার করেন। ৪২/৫

আদেশ

- দীন প্রতিষ্ঠা করা। ৪২/১৩
- আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। ৪২/১৫

- আল্লাহর আদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। ৪২/১৫
- ওহীর নির্দেশকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। ৪৩/৪৩
- আল্লাহকে (তাওহীদ ও আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে) অনুসরণ করা। ৪৩/৬১
- কাফির-মুশরিকদের (অস্বীকৃতিকে) উপেক্ষা করা। ৪৩/৮৯
- শরীয়াহ অনুসরণ করা। ৪৫/১৮

নিষেধ

- পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া। ৪২/১৩
- প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। ৪২/১৫
- ঈসা (আ.) কিয়ামতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা। ৪৩/৬১
- আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য না দেখানো। ৪৪/১৯
- (দীন সম্পর্কে) যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করা। ৪৫/১৮

দুনিয়াদার ও আখিরাতমুখী মানুষের লাভ-লোকসানের খতিয়ান

বুদ্ধিমান মুমিনগণ দুনিয়ার জন্য ব্যাকুল হয় না। তারা আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করে (২/২০১)। যে আখিরাত চায় (আখিরাতই যার ধ্যান-জ্ঞান) আল্লাহ তাকে চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি দান করেন। আর যে দুনিয়া চায়, আল্লাহ তাকে (তার চাওয়ার তুলনায় দুনিয়ার) যতকিঞ্চিৎ দান করেন। আখিরাতে তার কোনো হিস্যা থাকে না। ৪২/২০

সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ

সন্তান হওয়া না হওয়া কিংবা পুত্র বা কন্যা সন্তান হওয়ায় মানুষের কোনো হাত নেই। সুতরাং সন্তানের ব্যাপারে পরস্পরকে দোষারোপ করা নির্বুদ্ধিতা। মুমিন নিজের চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয় এবং আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টি দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্যা রাখেন। ৪২/৪৯-৫০

সকল নবী-রাসূলের মূল মিশন

নবী-রাসূলদের মূল মিশন এক ছিল। সবার আকীদা-বিশ্বাসের মৌলিকত্ব, ইবাদতের ধারণা ও আখলাকের চেতনা ছিল এক। শুধু কালভেদে শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য ছিল। দীনের যা কিছু বিধিবন্ধ করা হয়েছে তা মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। আদম

(আ.) প্রথম নবী হলেও নূহ (আ.) ছিলেন প্রথম রাসূল। শরঈ বিধি-বিধানের পূর্ণাঙ্গ ধারা তার থেকে আরম্ভ হয়। নূহ (আ.)-এর প্রতি যে নির্দেশ ছিল, মৌলিকভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতিও একই নির্দেশ ছিল। আর তা হলো, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ৪২/১৩

আশাজাগানিয়া আয়াত

পাপের পথ ছেড়ে যারা তাওবা করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায়, মহান আল্লাহ তাদের এই ফিরে আসাকে কবুল করেন এবং পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। ৪২/২৫

আখিরাতের সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী নিয়ামত তাদের জন্য

(এক) যারা ঈমান আনে। (দুই) আল্লাহর ওপর ভরসা করে। (তিন) বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। (চার) কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়। (পাঁচ) রবের আহ্বানে সাড়া দেয়। (ছয়) সালাত কায়েম করে। (সাত) পরামর্শভিত্তিক কাজ করে। (আট) আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে (আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে) ব্যয় করে। (নয়) নিজেদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করা হলে (ইনসাফপূর্ণভাবে) তার প্রতিবিধান করে। ৪২/৩৬-৪০

আল্লাহর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা

মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোও জানেন। তার অজ্ঞাতসারে গাছের পাতাও ঝরে না (৬/৫৯)। পঁচিশতম পারার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ সংরক্ষণ করেন। তার অজ্ঞাতসারে কোনো ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না এবং কোনো নারী গর্ভ ধারণ বা সন্তান প্রসব করে না। ৪১/৪৭

অবিশ্বাসীদের চিরায়ত চরিত্র

সব যুগের অবিশ্বাসীদের চিরায়ত চরিত্র একই। তারা বাপদাদার মতাদর্শের দোহাই দিয়ে রাসূলদের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করত। আজও অনেকে সমাজ ও প্রচলনের দোহাই দিয়ে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। ৪৩/২২-২৪

আল্লাহর জিকির পরিত্যাগের পরিণাম

আল্লাহর জিকির ও স্মরণ থেকে উদাস মানুষের পেছনে একটি শয়তান নিয়োজিত হয়। সে তাকে পুণ্যের পথে আসতে বাধা দেয় এবং পাপকর্মে ডুবিয়ে রাখে। এভাবে সে চরম পাপিষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়। ৪৩/৩৬-৩৮

পূর্বের মতো এখন কেন আল্লাহর আযাব আসে না?

প্রথমত, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভেদে মহান আল্লাহ ভিন্ন ভিন্নভাবে মানুষকে সতর্ক করেন এবং শাস্তি দেন। কেউ স্বীয় পাপের কারণে অশান্তির অদৃশ্য অনলে জ্বলতে থাকে, আবার কারো শাস্তি সবার সামনে দৃশ্যমান থাকে। দ্বিতীয়ত, সূরা শূরায় বলা হয়েছে, পূর্ব থেকেই আল্লহর পক্ষ হতে এ বিষয়টি স্থিরীকৃত রয়েছে যে, পাপাচারের কারণে এই জাতিকে (পূর্বের জাতিগুলোর মতো) সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে না। বরং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাদের ঈমান আনার অবকাশ দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার বিষয়টি স্থির না থাকলে তাদের শেষ করে দেওয়া হতো। ৪২/১৪

মন্দের প্রতিকারে পরিমিতিবোধ ও ক্ষমা

কারো প্রতি কেউ মন্দ আচরণ করলে বা কষ্ট দিলে তার অধিকার আছে অনুরূপ কষ্ট দিয়ে প্রতিবিধান করার। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে জিদ মেটানো বা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। আর কষ্ট পেয়েও যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার বিনিময় দেবেন। অর্থাৎ মন্দের প্রতিকারে পরিমিতিবোধ থাকা অপরিহার্য। আর প্রতিকার না করে ক্ষমা করে দেওয়া অধিক উত্তম। ৪২/৪০

মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল কদরে ভাগ্য নির্ধারণ হয়

সূরা দুখানে উল্লেখ হয়েছে যে, একটি বরকতময় রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। সে রাতেই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় (আর কুরআন নাযিলের রাত লাইলাতুল কদর। সে কথা সূলাতুল কদরে স্পষ্ট করা হয়েছে)। ৪৪/৩-৪

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

সমগ্র কুরআন জুড়ে জাহান্নামের বীভৎস শাস্তির করুণ বর্ণনা এসেছে। সূরা দুখানে পাপিষ্ঠদের খাদ্য হিসেবে যাক্কুম ফল পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে, যার স্বাদ হবে তেলের তলানী সদৃশ। যা পেটে গেলে পেটের ভেতর ফুটন্ত গরম পানির মতো ফুটতে থাকবে। এ অবস্থায় টেন-হিচড়ে তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যভাগে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর তাদের মাথায় উপর উত্তপ্ত গরম পানির শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হবে ফেরেশতাদের। ৪৪/৪৩-৪৮

আপন প্রবৃত্তির দাস যারা

মুমিনগণ নিজেকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে সমর্পন করে। পক্ষান্তরে কিছু লোক আছে, যারা প্রবৃত্তিকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ, তারা প্রবৃত্তির

চাহিদা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করে। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তারা উপর্যুপরি বিরোধিতা করে এবং অন্ধ অনুকরণ করে নিজ খেয়াল-খুশির। মহান আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকারেই ফেলে রাখেন এবং গোমরাহ করেন। ৪৫/২৩

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। ৪২/৪০

আজকের শিক্ষা

দুনিয়াতে যারা (পাপের পথের) বন্ধু আখিরাতে তারা শত্রুতে পরিণত হবে। একে অন্যকে দোষারোপ করবে। তবে মুত্তাকী ও আল্লাহর আনুগত্যের পথের বন্ধুরা এর ব্যতিক্রম হবে। তারা দুনিয়াতে যেমন একে অন্যকে ঈমান ও সৎ পথের দিকে আহ্বান করত, আখিরাতে তারা একে অন্যের অবদানের প্রশংসা করবে। ৪৩/৬৭

বিপদাপদে একজন মুমিন ভেঙে পড়ার পরিবর্তে নিজের ভুল আবিষ্কার করে সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করবে। কারণ, আল্লাহ বলেন, পার্থিব জীবনের বিপদ মানুষের হাতের কামাই তথা কর্মেরই ফল। তবে বহু কর্মের ফল আল্লাহর ভোগ করান না, সেসব তিনি ক্ষমা করে দেন। ৪২/৩০

আজকের দোয়া

যানবাহনে আরোহণের দোয়া:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۙ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

অর্থ: পবিত্র তিনি, যিনি এসবকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এসবকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। ৪৩/১৩-১৪

২৩তম তারাবীহ

২৩তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ হলো ২৬ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা আহকাফ, সূরা মুহাম্মাদ, সূরা ফাতহ, সূরা হুজুরাত, সূরা ক্বাফ ও সূরা যারিয়াতের প্রথমার্ধ।

ঘটনাবলি

হূদ (আ.) এবং তার আগে-পরে অনেক নবী অমসৃণ টিলাময় ভূমিতে আদ জাতিকে একত্ববাদের আহ্বান করেন। তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করা হলে তারা আল্লাহর আযাব হাজির করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। হূদ (আ.) সাফ জানিয়ে দেন, আমার কাজ আল্লাহর ফরমান পৌঁছে দেওয়া। আযাব কখন আসবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়। এরপর যখন আযাব এলো, আযাবের মেঘ দেখে তারা সাধারণ মেঘ মনে করল। অথচ সাধারণ ওই মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল তাদের সর্বনাশ। তারা ছিল শক্তিশালী সম্প্রদায়। কিন্তু দৈহিক শক্তি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ৪৬/২১-২৬

ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন নবী-রাসূলের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুশরিকদের অবাধ্যতার ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। সূরা যারিয়াতের প্রথম অংশে ইবরাহীম (আ.) এবং পরবর্তী পারায় অবশিষ্টদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী একাধারে বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা ছিলেন, তবু ফেরেশতাগণ আল্লাহর তরফ থেকে মহাজ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ নিয়ে আসেন। ৫১/২৪-৩০

জিনদের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয়নবী (সা.) মানুষ ও জিন সবারই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তায়েফবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি, বরং রাসূলকে (সা.) তারা আহত করে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মক্কায় ফেরার পথে তিনি নাখলা নামক স্থানে বিশ্রাম নেন। সেখানে ফজরের সালাতে জিনদের একটি দল উপস্থিত হয়ে নবীজির কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান আনে এবং স্বজাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। ৪৬/২৯-৩২

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন স্বপ্নে দেখলেন, সাহাবীদের নিয়ে তিনি মসজিদুল হারামে উমরাহ করছেন। নবীদের স্বপ্ন ওহী। রাসূল (সা.) ঐশী নির্দেশ পালনে চৌদ্দশ সাহাবী নিয়ে মক্কার পথে রওনা হলেন। উদ্দেশ্য উমরাহ পালন। ঘটনা ষষ্ঠ হিজরীর। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছানোর পর কাফেলা মক্কার মুশরিক দ্বারা বাধাগ্রস্থ হলো। আলোচনার জন্য উসমান (রা.)-কে পাঠানো হলো মক্কায়। এরই মাঝে মুশরিকরা উসমানকে হত্যা করেছে মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। তখন রাসূল (সা.) একটি গাছের নিচে সাহাবীদের থেকে এই হত্যার বদলা নেওয়ার বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করলেন। এই বাইয়াতকে বলা হয় বাইয়াতে রিদওয়ান। পরে অবশ্য নিরাপদে ফিরে আসেন উসমান (রা.)। এ সময় মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিই ইসলামের ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী মনে হলেও মহান আল্লাহ এটাকেই সুস্পষ্ট বিজয় আখ্যা দেন। পরবর্তীতে দিকে দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়া ও মক্কা বিজয়ের বীজ এই সন্ধির মাঝেই বপিত হয়েছিল। সন্ধি-চুক্তি সাহাবীদের মনোপূত না হওয়ায় মহান আল্লাহ তাদের ওপর সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল করেন।

নবীর স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তিনি সাহাবীদের নিয়ে অচিরেই মক্কায় প্রবেশ করবেন মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। পরবর্তী বছর সেটি বাস্তবায়িতও হয়। এ অভিযানে মুনাফিকরা অংশগ্রহণ করেনি। তাদের বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে সূরা ফাতহে। হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্তে মন খারাপ করা সাহাবীদের সু-সংবাদ দেওয়া হয় যে, অচিরেই (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) তারা একটি বিজয় অর্জন করবে, তাতে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির এক মাসের মধ্যেই খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে সে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। ৪৮/১-২৯

ঈমান-আকীদা

পুনরুত্থান সত্য। মহান আল্লাহ যেহেতু সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর জ্ঞানও রাখেন, বরং তিনি মনের জল্পনা-কল্পনার জ্ঞানও রাখেন এবং তিনি জ্ঞানগতভাবে মানুষের ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী; তাই মানুষের দেহাবশেষ মাটিতে মিশে গেলেও তা সংরক্ষণ, একত্রকরণ এবং পুনরায় সৃষ্টিকরণ তার পক্ষে অসম্ভব নয়। ৫০/১৫-১৮

আদেশ

- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। ৪৬/১৫
- আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়া। ৪৬/৩১

- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। ৪৬/৩১
- ধৈর্য ধারণ করা। ৪৬/৩৫
- নিজের জন্য এবং মুমিন নারী-পুরুষের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪৭/১৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৪৭/৩৩
- তাকওয়া অবলম্বন করা। ৪৯/১
- সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করা। ৪৯/৬
- কলহে লিপ্ত মুসলিমদের মাঝে মীমাংসা ও ন্যায়বিচার করা। ৪৯/৯
- মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা। ৪৯/১২
- কাফির-মুশরিকদের কষ্টদায়ক কথাবার্তায় ধৈর্য ধারণ করা। ৫০/৩৯
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা। ৫০/৩৯
- রাত্রের কিছু অংশে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা। ৫০/৪০
- কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দেওয়া। ৫০/৪৫

নিষেধ

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ৪৬/২১
- নিজেদের আমলসমূহকে নষ্ট না করা। ৪৭/৩৩
- মনোবল না হারানো। ৪৭/৩৫

বিধি-বিধান

মুসলমানদের স্বার্থ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া কিংবা চরম শাস্তি দেওয়া বা কোনো সেবায় নিয়োজিত করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। ৪৭/৪

মহান আল্লাহ গর্ভধারণ ও দুধপানের সময়সীমা ত্রিশ মাস উল্লেখ করেছেন। গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস এবং দুধপানের মেয়াদ বাকি চব্বিশ মাস বা দুই বছর। ৪৬/১৫

গীবতের ভয়াবহতা

অগোচরে কারো ব্যাপারে এমন কিছু আলোচনা করাকে গীবত বলা হয়, যা তার সম্মুখে বললে তিনি কষ্ট পান। যদিও বিষয়টি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। গীবত করতে নিষেধ করার পাশাপাশি মহান আল্লাহ গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের মতো অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ৪৯/১২

ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম

তাওহীদের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে কুরআন জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদের বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করার পূর্বে তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ৪৭/১৯

বংশ গৌরব নয়, তাকওয়াই মর্যাদার চাবিকাঠি

পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার্থে মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। জাতিগত উঁচু-নিচু মর্যাদার কোনো বিষয় নয়। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। ৪৯/১৩

রাসূলের প্রতি শিষ্টাচার

মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি আদব ও শিষ্টাচার রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। (এক) আল্লাহ ও রাসূলের সম্মুখে আগ বাড়িয়ে কথা না বলা। (দুই) নিজেদের পারস্পরিক কথার মতো রাসূলের সামনে উঁচু স্বরে কথা না বলা। অন্যথায় আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। যারা রাসূলের সম্মুখে কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন। এ নির্দেশ রাসূলের ব্যাপারে দেওয়া হলেও যে কোনো সম্মানিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে এই ভদ্রতা রক্ষা করা প্রশংসনীয় গুণ। ৪৯/১-৩

শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ গঠনে ছয় দফা

পুরো সূরা হুজুরাত জুড়ে মুসলমানদের শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে এই সূরায় কয়েকটি জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ধারণ করলে একটি সমাজ সুষ্ঠু ও শান্তিময় হতে বাধ্য। (এক) কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ না করা। (দুই) পরস্পরে নিন্দা ও দোষারোপ না করা। (তিন) মন্দ নামে না ডাকা। (চার) মন্দ ধারণা থেকে বিরত থাকা। (পাঁচ) দোষ অন্বেষণ না করা। (ছয়) গীবত না করা। ৪৯/১-১৩

মুত্তাকীদের চার বৈশিষ্ট্য

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুত্তাকীদের প্রায় পঞ্চাশটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা যারিয়াতে চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। মুত্তাকীগণ, যারা জান্নাতে আল্লাহর নিয়ামতধন্য হবেন তারা হলেন— (এক) মুহসিন বা সৎকর্মশীল। (দুই) রাতে জেগে ইবাদতকারী (তিন) ভোর রাতে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফারকারী। (চার) অভাবী ও বঞ্চিতদের জন্য দানকারী। ৫১/১৫-১৯

কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা অন্তর তালাবন্ধ থাকার লক্ষণ

নানা কারণে অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে যায়। পাপে ডুবে থাকতে থাকতে অন্তর চেতনাহীন

ও কঠোর হয়ে যায়। ফলে এই অন্তর ভালো-মন্দ পরখ কিংবা কুরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে ব্যর্থ হয়। সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন করে, তাদেরকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ করে রাখা হয় (৭/১৪৬)। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি অন্তরে তালা লেগে আছে'! ৪৭/২৪

সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য

(এক) কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর (দুই) মুমিনদের প্রতি দয়ালু (তিন) তারা কখনো রুকুতে কখনো সিজদায় রত থাকেন (চার) তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশী (পাঁচ) তাদের চেহারা সিজদার চিহ্ন বিশিষ্ট। ৪৮/২৯

সাহাবীদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্টির ঘোষণা

(এক) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নবীজির হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীদের প্রতি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে। (দুই) স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন—তারা নিষ্ঠার সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। (তিন) তাদের ওপর আল্লাহ প্রশান্তি নাযিল করেছেন। (চার) হুদায়বিয়ার ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে আসন্ন (খায়বার) বিজয়-সহ বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের ঘোষণা দেন আল্লাহ। ৪৮/১৮-১৯

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণের মতো ধৈর্যের নির্দেশ

মুহাম্মাদ (সা.)-কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণের মতো ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অসীম সাহসের অধিকারী রাসূলগণ বলতে পাঁচজন রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। যথা: মুহাম্মাদ, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)। ৪৬/৩৫

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে মুশরিকরা জিদ ও অহংকার বশত 'মিন মুহাম্মদির রাসূলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে' কথাটি লিখতে দেয়নি। তাদের এই আচরণে মুসলিমরা কষ্ট পান। সেই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ নিজে ঘোষণা দেন— 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। ৪৮/২৯

মুসলমানের বিপদাপদে ভেঙে পড়া সাজে না

মুসলমানদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এ কারণে বিপদাপদে মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, যা তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে নাস্তিক-অবিশ্বাসীদের কোনো অভিভাবক নেই। তাই তাদের দুশ্চিন্তাও বেশি। ৪৭/১১

সন্তানের জন্য মায়ের কষ্ট

মহান আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে সন্তানের জন্যে মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'মা তাকে অতি কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেন এবং অতি কষ্টের সাথে প্রসব করেন। ৪৬/১৫

মুনাফিকদের মৃত্যুর যন্ত্রণা

চেহারা ও পেছনের দিকে থেকে আঘাত করতে করতে মুনাফিকদের জান কবজ করা হবে। ৪৭/২৭-২৮

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

অনেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে কার্পণ্য করে। মূলত তারা নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তার মুখাপেক্ষী। আল্লাহর বিধানাবলি পালন থেকে যদি কোনো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে মহান আল্লাহ অন্যদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা তাদের মতো হবে না। ৪৭/৩৮

আল্লাহ কেন সরাসরি কাফিরদের ধ্বংস করেন না

সীমালঙ্ঘনকারী, অত্যাচারীদের দমন করতে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের বহু কষ্ট পোহাতে হয়েছে। অথচ আল্লাহ চাইলে এক মুহূর্তে তাদের বিনাশ ঘটাতে পারতেন। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

'আল্লাহ চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কিছু মানুষকে দিয়ে অপর কিছু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান'। ৪৭/৪

আরো বলা হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করবেন ঈমানদারদের মধ্যে কারা ধৈর্যশীল মুজাহিদ। ৪৭/৩১

মৃত্যু যন্ত্রণা ও জাহান্নামের বর্ণনা

মৃত্যু থেকে সবাই পালাতে চায়। অথচ মৃত্যু থেকে পালানো অসম্ভব। মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন ঠিকই শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। সেদিন প্রতিটি মানুষের সাথে একজন সাক্ষী থাকবে এবং একজন তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের মাঠে। এই দুইজন হলেন সেই দুই ফেরেশতা, যারা আজীবন তার সঙ্গে ছিলেন এবং আমলনামা লিখেছিলেন। সেদিন অবিশ্বাসী ও

পাপিষ্ঠদের বলা হবে, এই দিবস সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে। আজ তোমার ওপরে থাকা যবনিকা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তোমার চোখ এখন প্রখর। আমলনামা দেখিয়ে কেরামান কাতিবীন ফেরেশতা তার অপরাধ প্রমাণ করবেন। সঙ্গের দুই ফেরেশতাকেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে পাপিষ্ঠরা। ধমক দিয়ে তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন জাহান্নামকে আল্লাহ বলবেন, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? জাহান্নাম বলবে, আরো মানুষ থাকলে আমি গ্রাস করতে প্রস্তুত আছি। ৫০/১৯-৩০

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন

আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। ৪৯/৯

আজকের শিক্ষা

মহান আল্লাহ হামিয়্যাতুল জাহিলিয়্যাহ বা জাহেলি অহমিকা ও সংকীর্ণতার নিন্দা করেছেন। জাহেলি অহমিকা হলো তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা, যা রক্ষা করতে গিয়ে সত্য গ্রহণ করা হয় না। মক্কার মুশরিকরা এই অহমিকার কারণেই রাসূলের আনুগত্য করতে পারেনি। আজও অনেকে এই মিছে মর্যাদা ও অহমিকার কারণে ভালো গ্রহণ এবং মন্দ বর্জন করতে পারে না। ৪৮/২৬

মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড লিপিবধ্ব করার জন্য ডানে ও বামে দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। সুতরাং প্রতিটি কথা ও কাজের সময় আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চিন্তা থাকা উচিত। ৫০/১৭-১৮

আজকের দোয়া

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফীক দান করুন। আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৬/১৫

২৪তম তারাবীহ

২৪তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ ২৭ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা যারিয়াতের শেষার্ধ, সূরা তূর, সূরা নাজম, সূরা ক্বামার, সূরা রহমান, সূরা ওয়াকিয়াহ ও সূরা হাদীদ।

ঘটনাবলি

কাফিরদের অবাধ্যতা ও ক্রমাগত সীমালঙ্ঘনে যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে কয়েকজন নবী-রাসূলের সংগ্রামমুখর জীবনের আলোকচ্ছটা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন আল্লাহ। যার কিছু অংশ বিগত পারায় অতিবাহিত হয়েছে। বাকি অংশ আজকের পারায় আলোচিত হয়েছে।

লূত (আ.)-এর সমকামী জাতিকে শাস্তি দিতে (ভূমি উল্টে দেওয়ার পাশাপাশি) আসমান থেকে বিশেষ পাথর নিয়ে এসেছিলেন ফেরেশতাগণ, যে পাথর যার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, সে পাথরে তার নাম লেখা ছিল। তাদের শাস্তির চিহ্ন (জর্ডানের ডেড সী ইত্যাদি) আমাদের শিক্ষার জন্য আজও অক্ষত রয়েছে। সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও ফিরাউন মূসা (আ.)-কে জাদুকর, উন্মাদ বলে অপমান করে। পরে সে নিজেই ঘৃণিত হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। আদ জাতির ওপর এসেছিল ঝড়ো হাওয়া। এ হাওয়া যে বস্তুর ওপর অতিবাহিত হয়েছে, তা-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। ছামূদ জাতির পাপিষ্ঠদেরকে সাময়িকের জন্য ফূর্তি করার সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর বিকট শব্দ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, যা তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। নূহ (আ.)-এর ফাসেক সম্প্রদায়কেও পাকড়াও করেছিলেন মহান আল্লাহ। তারা নূহকে গালমন্দ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং হত্যার হুমকিও দিয়েছিল। পরিণামে আকাশের দুয়ার খুলে বৃষ্টি নামে। ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে প্রস্রবন। উভয় প্রকার পানি মিলে সৃষ্টি হয় মহাপ্লাবন; যাতে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয় অবাধ্যরা। সব যুগের সকল নবী-রাসূলকে পাপিষ্ঠরা জাদুকর বা উন্মাদ বলে অবজ্ঞা করেছিল। অবাধ্যতার পরিণাম তারা দুনিয়াতেই ভোগ করে গেছে। ৫১/৩১-৫২, ৫৪/৯-১৬

ঈমান-আকীদা

সূরা হাদীদের শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং অনেকগুলো গুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার তাসবীহ পাঠে রত থাকে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তারই। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর মহা ক্ষমতাবান। তিনি আদি, তিনিই অন্ত। তিনি ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। ভূমিতে যা প্রবেশ করে আর যা ভূমি থেকে বের হয় এবং আকাশে যা ওঠে এবং আকাশ থেকে যা নামে সবই তিনি জানেন। সকল বিষয় তার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি রাতকে দিনের ভেতর আর দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান। তিনি মনের মধ্যে থাকা বিষয়ও জানেন। ৫৭/১-৬

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখনিসৃত বাণীগুলোও ওহী বা আল্লাহর প্রত্যাদেশ। তবে এক প্রকারের ওহী সরাসরি আল্লাহর ভাষ্য এবং জিবরীলের মাধ্যমে আগত। আর সেটি হলো কুরআন। আর অপর প্রকার ওহী হলো নবীজির মুখ দিয়ে বলানো আল্লাহর প্রত্যাদেশ, যা হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তিনি নিজ থেকে কোনো কথা উচ্চারণ করেন না। (তিনি যা কিছু মুখ দিয়ে বলেন) সবই ওহী যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়'। ৫৩/৩-৪

মুশরিকরা লাত, উজ্জা ও মানাতের মূর্তিগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করে পূজা-অর্চনা করত। এসব মূর্তির অসারতার কথা তুলে ধরে আল্লাহ বলেছেন, এগুলো কেবল মানুষের তৈরি কিছু নাম, এদের কোনো ক্ষমতা নেই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব কেবল আল্লাহর। ৫৩/১৯-২৬

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন হলো তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি সব কিছু সৃষ্টির পর যথাযথ অনুপাতে নির্ধারণ করেছেন। সূরা ক্বামারে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি যথাযথ নির্ধারণের সাথে'। ৫৪/৪৯

আদেশ

- আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। ৫১/৫০
- কাফির-মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চলা। ৫১/৫৪
- উপদেশ দিতে থাকা। কেননা, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। ৫১/৫৫
- প্রতিপালকের আদেশের ওপর অবিচল থাকা। ৫২/৪৮
- তাহাজ্জুদের জন্য বা মজলিস থেকে ওঠার সময়, রাতের কিছু অংশে এবং তারকারাজি অস্ত যাওয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করা। ৫২/৪৮-৪৯

- পরিমাপের ক্ষেত্রে ইনসাফের সাথে ওজন করা। ৫৫/৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। ৫৭/৭
- আল্লাহর দেওয়া সম্পদ হতে আল্লাহর জন্য ব্যয় করা। ৫৭/৭
- আল্লাহকে ভয় করা এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। ৫৭/২৮

নিষেধ

- আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য সাব্যস্ত না করা। ৫১/৫১
- পরিমাপে জুলুম না করা। ৫৫/৮
- ওজনে কম না দেওয়া। ৫৫/৯

জীবনের মূল উদ্দেশ্য

জিন ও মানুষকে আল্লাহ তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এটিই জিন ও মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ৫১/৫৬

যে কথা বলতে গিয়ে পাঁচবার শপথ করেছেন আল্লাহ

অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য শপথ করা হয়। মহান আল্লাহর সব কথাই সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তবু তিনি কিছু কিছু বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে শপথ করেছেন। আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির নামে শপথ করে সেই সৃষ্টির মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত দেন। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ তার পাঁচটি বিশাল সৃষ্টির নামে শপথ করে বলেছেন, আল্লাহর আযাব অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। মহাপ্রলয়ের দিন আকাশ কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়সমূহ ভয়ানকভাবে সঞ্চালন করতে থাকবে। সেদিন মহাদুর্ভোগ হবে অবিশ্বাসীদের। ৫২/১-১৪

জান্নাতের বিবরণ

কুরআনের প্রথম দিকে ঈমান, আমল ও বিধি-বিধানের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। আর শেষের দিকে প্রাধান্য পেয়েছে জান্নাত-জাহান্নাম ও কিয়ামত বিষয়ক আলোচনা। জান্নাত শব্দের অর্থ বাগ-বাগিচা। যারা আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবার ভয় ও লাজ অন্তরে লালন করে, তাদের জন্য শাখা-প্রশাখায় পরিপূর্ণ প্রবহমান নহরবিশিষ্ট দুটি জান্নাত থাকবে। সেখানকার ফলমূলের দুটি ধরন থাকবে। একটি পার্থিব জীবনের ফলমূলের অনুরূপ, অপরটি ভিন্নতর (অবশ্য জান্নাতের সকল নিয়ামতের স্বাদ, তৃপ্তি ও মান দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় হবে না)। জান্নাতীরা পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট

বিছানায় থাকবে। ফলমূলগুলো ঝুঁকে থাকবে তাদের প্রতি। সে উদ্যানে তাদের জন্যে পদ্মরাগ ও প্রবালের মতো আনতনয়না সুন্দরী কুমারী স্ত্রীগণ থাকবেন। ঈমান ও আমলের গুণগত তারতম্যের ভিত্তিতে জান্নাতের নিয়ামতরাজিতে তারতম্য থাকবে। সূরা ওয়াকিয়ায় জান্নাতীদের স্বর্ণখচিত উঁচু আসনে মুখোমুখি হেলান দিয়ে বসে থাকার বর্ণনা রয়েছে। পান-পাত্র, জগ ও প্রস্রবণ-নিসৃত স্বচ্ছ সুরাপাত্র নিয়ে চিরকিশোর সেবকেরা ঘোরাফেরা করবে। সেগুলো পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা চেতনাহীনও হবে না। তাদের জন্য থাকবে অফুরন্ত ফলমূল, পাখির গোশত ও লুকিয়ে রাখা মুক্তোর মতো আয়তলোচনা হুর। তারা হবে প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। জান্নাতীরা সেখানে কোনো অহেতুক ও পাপের কথা শুনবে না, তারা শুনবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা। ৫২/১৭-২৮, ৫৫/৪৬-৭৮; ৫৬/১০-৩৮

জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ

যারা জীবদ্দশায় আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে বড় বড় পাপাচারে লিপ্ত ছিল, সে সব বামহাত বিশিষ্ট (যাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে) লোকেরা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে। যা না হবে শীতল, না হবে উপকারী। যাক্কুম (দুর্গন্ধ, তেঁতো ও নোংরা) ফল দিয়ে তাদের উদর পূর্ণ করা হবে (যা গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে) এবং তৃষ্ণা রোগে আক্রান্ত উটের মতো ফুটন্ত গরম পানি পান করবে তারা। ৫৬/৪১-৫৬

রাসূলের প্রতি ওহী নাযিলের বর্ণনা এবং মিরাজের প্রমাণ

সূরা নাজমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ওহী নিয়ে জিবরীলের আগমন বিষয়ে মুশরিকদের সংশয় ছিল। এ সূরায় মুশরিকদের এইসব সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে। জিবরীল (আ.) রাসূলের কাছে মানুষের আকৃতিতে এলেও রাসূল (সা.) তাকে মূল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন। তার একটি ছিল নবীজির অনুরোধে, অপরটি ছিল ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে মিরাজের রাতে। সিদরাহ মানে বরই গাছ, আর মুনতাহা মানে শেষ। সিদরাতুল মুনতাহার কাছেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করার অনুমতি ফেরেশতাদেরও নেই। মিরাজে প্রিয় নবী আল্লাহর বহু নিদর্শন অবলোকন করেছেন। ৫৩/১-১৮

মুশরিকদের কাছে দশটি প্রশ্ন

আল্লাহ কখনো সাধারণ যুক্তি পেশ করে অবিশ্বাসী-মুশরিকদের কুফর ও সংশয়ের অপনোদন করেছেন, কখনো বা দিয়েছেন উদাহরণ। কখনো প্রশ্ন রেখেছেন তাদের বিবেকের কাছে। সূরা তূরে মহান আল্লাহ বিরতিহীনভাবে সে রকম দশটি প্রশ্ন রেখেছেন

মুশরিকদের প্রতি। সেগুলোর ব্যাপারে নির্মোহভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তাদের কাছে ঠিকই সত্য উদ্ভাসিত হতো। ৫২/৩২-৪৩, ৫৩/৩২

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিযা

এক চাঁদনী রাতে মক্কার মুশরিকরা নবুওতের প্রমাণস্বরূপ অলৌকিক কোনো নিদর্শন দেখানোর দাবি করে। আল্লাহর নির্দেশে প্রিয়নবী চাঁদের দিকে আঙুলের ইশারা করলে অলৌকিকভাবে চাঁদ দু টুকরো হয়ে দুই পাহাড়ের প্রান্তে চলে যায়। মুশরিকরা এই মুজিযা প্রত্যক্ষ করে রাসূলকে জাদুকর আখ্যা দেয় এবং তার নবুওয়াত অস্বীকার করে। উল্লেখ্য, চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। ৫৪/১

যে প্রশ্ন এক সূরায় একত্রিশ বার করা হয়েছে

আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা সূরা রাহমানের মূল বিষয়বস্তু। আল্লাহর অজস্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে ঈমানের সৌরভে উদ্দীপ্ত হতে সূরা রাহমানের তুলনা নেই। এই সূরায় একত্রিশটি স্থানে আল্লাহর অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রশ্ন রাখা হয়েছে—'অতএব (হে মানুষ ও জিন) তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে'?

পার্থিব জীবনের কর্মের আলোকে কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হবে মানুষ

১. অগ্রগামী দল। তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও উঁচু স্তরের জান্নাতী হবেন। যেমন নবী-রাসূল ও উঁচু স্তরের মুত্তাকী বান্দাগণ।

২. সে সকল সৌভাগ্যবান মুমিন, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, অথবা যারা আল্লাহর আরশের ডানপাশে অবস্থান করবে।

৩. হতভাগা কাফিরদের দল, যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, অথবা যারা আল্লাহর আরশের বামপাশে অবস্থান করবে। ৫৬/৭-৫৬

পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ও একটি উদাহরণ

মহান আল্লাহ দুনিয়ার জীবনের হাকীকত তুলে ধরে বলেন, পার্থিব জীবন হলো ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, গর্ব-অহংকার এবং সন্তান ও সম্পদের প্রতিযোগিতা মাত্র। দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যের উদাহরণ হলো বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হওয়া সবুজ ফসল, যা দেখে কৃষকের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পরই তা শুকিয়ে হলদে বর্ণ ধারণ করে। এরপর তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। পার্থিব জীবনের অবস্থাও তাই। জীবনের শ্যামল অধ্যায়ের সমাপ্তিতে থাকে শুধুই ধূসরতা। আর আখিরাতের একদিকে থাকবে (কাফিরদের জন্য) কঠোর আযাব আর অপর দিকে থাকবে (মুমিনদের জন্য)

ক্ষমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগের উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। ৫৭/২০

পুলসিরাতে মুনাফিকদের অবস্থা

কিয়ামত ও পুলসিরাতে মুমিনরা ঈমানের আলোয় পথ চলবে। মুনাফিকরা সেদিন মুমিনের নূর থেকে আলো গ্রহণের জন্য তাদের পিছু নেবে। তখন মুনাফিকদেরকে মুমিনের পাশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের মাঝে প্রাচীর স্থাপিত হবে, যার ভেতরের অংশে থাকবে আল্লাহর অনুগ্রহ আর বাইরের অংশে থাকবে আযাব। মুনাফিকরা বলবে, দুনিয়ায় কি আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম না? উত্তরে মুমিনরা বলবেন, ছিলে বটে। কিন্তু নিজেদেরকে তোমরা ফিতনায় ফেলেছিলে, সত্য গ্রহণে গড়িমসি করেছিল। তোমরা নিপতিত হয়েছিলে সন্দেহের মধ্যে। ৫৭/১২-১৪

বৈরাগ্যবাদের সূত্রপাত

ঈসা (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়ার পর খ্রিস্টানরা বৈরাগ্যবাদ আবিষ্কার করে। দুনিয়া ও ঘর-সংসার ত্যাগের এই বৈরাগী জীবন যাপনের কোনো নির্দেশ আল্লাহ দেননি। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। ৫৭/২৭

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৫৭/২৩

লোহার উপকারিতা

প্রায় সকল শিল্পেই লোহার প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ লোহা সম্পর্কে বলেছেন, 'আর আমি লোহা নাযিল করেছি তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের বহু উপকারিতা'। ৫৭/২৫

আজকের শিক্ষা

উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন। সুতরাং আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী? এই কথা সূরা ক্বামারে চারবার বলেছেন আল্লাহ। সুতরাং কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার কোনো অবকাশ নেই। ৫৪/১৭,২২,৩২,৪০

মক্কা বিজয়ের আগে এবং মক্কা বিজয়ের পরে যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে, তাদের মর্যাদা সমান নয়। মহান আল্লাহর এই ঘোষণা থেকে পরিষ্কার হয় যে, কঠিন সময়ে ভালো কাজ ও দান-সাদাকার মর্যাদা সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি। ৫৭/১০

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) সহ বহু মনীষীর জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে এই

একটি আয়াত। ঈমান-আমলের প্রতি মুসলিমদের অনাসক্তি এবং অন্তরের কঠোরতা দূর করতে আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণ ও যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিনম্র ও বিগলিত হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি?' ৫৭/১৬

মুমিনদের আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং ভালো ও নেক কাজ প্রতিযোগিতামূলকভাবে করা উচিত। ৫৭/২১

২৫তম তারাবীহ

২৫তম তারাবীহ জুড়ে আছে কুরআনের ২৮ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা মুজাদালাহ, সূরা হাশর, সূরা মুমতাহিনাহ, সূরা সাফ্, সূরা জুমআহ, সূরা মুনাফিকুন, সূরা তাগাবুন, সূরা তালাক ও সূরা তাহরীম।

ঘটনাবলি

আওস বিন সামিতের স্ত্রী ছিলেন খাওলা (রা.)। ইসলামপূর্ব যুগ থেকে আরবে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। কেউ যদি স্ত্রীকে বলত, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো' অথবা 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো'—তবে তাদের মধ্যে আর দাম্পত্য সম্পর্ক থাকত না। এটাকে বলা হয় জেহার। আওস (রা) একবার রাগের বশে স্ত্রীকে এমন কথা বলেছিলেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হলে খাওলা (রা.) রাসূলের কাছে এলেন মাসআলা জানতে। ইসলামে এ বিষয়ে তখনো কোনো বিধান নাযিল হয়নি। রাসূল (সা.) তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা বললেন। এদিকে খাওলা (রা.) বারবার বলতে লাগলেন, তিনি তো তালাক দেননি, তাহলে কেন সম্পর্ক থাকবে না! এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জেহারের বিধি-বিধান নাযিল হয়। ৫৮/১-৪

হিজরতের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার গোত্রসমূহকে নিয়ে যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে সেটা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। ইহুদী গোত্র বনী নাযীরের নেতা কাব বিন আশরাফ চুক্তিভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা আঁটে। মদীনা সনদের একটি ধারা ছিল—রক্তমূল্য পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) তাদের কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করতে গেলে তারা রাসূলকে হত্যা করার নীল নকশা আঁকে। উপর্যুপরি চুক্তিভঙ্গের কারণে রাসূল (সা.) তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। তারা মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনায় যুদ্ধের চেষ্টা করলে মুসলিমরা প্রতিহত করে। ইহুদী বনু নাযীর তাদের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর তারা পুনর্বাসনে সম্মত হলে প্রিয়নবী সৌজন্য প্রদর্শন করে তাদেরকে আসবাবপত্র সাথে নেওয়ার অনুমতি দেন, শুধু অস্ত্রগুলো বাজেয়াপ্ত করেন। তাদের কিছু লোক সিরিয়ায় আর কিছু লোক মদীনার অদূরে খায়বারে গিয়ে বসতি গড়ে। মদীনাত্যাগের সময় মালপত্র গোছানোর ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদেরকে সাহায্য

করছিলেন। এই নির্বাসনকে 'প্রথম সমাবেশ' বলা হয়েছে। এরপর উমর (রা.)-এর শাসন আমলে দ্বিতীয় দফায় যে নির্বাসন হয় সেটাকে 'দ্বিতীয় সমাবেশ' বলা হয়। ৫৯/১-২০

মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করলে রাসূল (সা.) মক্কায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে হাতিব ইবনে আবি বালতাআ (রা.)-এর পরিবার ছিল মক্কায়। তিনি ভাবলেন, রাসূলের এই অভিযানের খবর মক্কায় পাচার করলে মক্কাবাসী তার পরিবারের কোনো ক্ষতি করবে না। এই ভেবে একজন নারীর মাধ্যমে তিনি যুদ্ধ-প্রস্তুতির সংবাদ মক্কায় পাঠালেন। এই ঘটনা ওহীর মাধ্যমে রাসূলকে জানিয়ে দেওয়া হলো। রাসূল (সা.) সংবাদবাহক সেই নারীকে ধরতে আলী, মিকদাদ ও যুবায়ের (রা.)-কে পাঠালেন। পথিমধ্যে তারা গুপ্তচর নারীর চুলের খোঁপা থেকে হাতিমের চিঠি উদ্ধার করে আনলেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, ঈমানদাররা যেন কাফিরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। ৬০/১-৪

রাসূল (সা.) আসরের পর সব স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কুশল বিনিময় করতেন। একদিন যায়নাব (রা.) তাকে মধু পান করতে দিলেন। এরপর পালাক্রমে তিনি আয়েশা ও হাফসা (রা.)-এর কাছে গেলে তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বললেন, আপনি কি মাগাফীর (দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরণের আঠালো ফল) খেয়েছেন? রাসূল (সা.) বললেন, না। আমি তো মধু খেয়েছি। মৌমাছি হয়তো মাগাফীর থেকে মধু আহরণ করেছে, এমন ধারণা করা হলো। এদিকে রাসূল (সা.) মুখের দুর্গন্ধকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি সংকল্প করলেন, আর কখনো মধু খাবেন না। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন—স্ত্রীদের খুশি করতে কেন আপনি হালাল পানীয় নিজের ওপর হারাম করেন। ৬৬/১-৫

ঈমান-আকীদা

আল্লাহর নিরানব্বইটি (গুণবাচক) নাম আছে। যে ব্যক্তি নামগুলো সংরক্ষণ (মুখস্থ, বিশ্বাস ও ধারণ) করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১] সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে আল্লাহর সত্তাগত নাম ছাড়াও ষোলটি নাম বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর অর্থ অনুধাবন ও বিশ্বাস করা কর্তব্য। এ আয়াতগুলো সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে হাদীস বিশারদগণের নানা মত রয়েছে। তবে আল্লাহর গুণবাচক নামের কারণে আয়াতগুলোর বিশেষ মর্যাদা অনস্বীকার্য। ৫৯/২২-২৪

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বৈরিতা। ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা উভয়ই হতে হবে আল্লাহর জন্য। এটাই ঈমানের দাবি। ৬০/১

---

[১] সহীহ বুখারী, ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম, ২৬৭৭

আদেশ

- সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একান্ত আলাপ করা ও আল্লাহকে ভয় করা। ৫৮/৯
- একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৫৮/১০
- সালাত আদায় করা। ৫৮/১৩
- যাকাত প্রদান করা। ৫৮/১৩
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৫৮/১৩
- উপদেশ গ্রহণ করা। ৫৯/২
- জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে জুমার সালাতের দিকে ধাবিত হওয়া। ৬২/৯
- সালাত শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা। ৬২/১০
- অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করা। ৬২/১০
- আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে (আল্লাহর নির্দেশিত পথে) ব্যয় করা। ৬৩/১০
- আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করা। ৬৪/১২
- নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। ৬৬/৬
- খাঁটি তাওবা করা। ৬৬/৮
- কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা। ৬৬/৯

নিষেধ

- গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের নাফরমানির ব্যাপারে কানাঘুষা না করা। ৫৮/৯
- তাদের মতো না হওয়া, যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ায় তিনি তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ৫৯/১৯
- কাফিরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করা। ৬০/১
- মুমিনদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে না দেওয়া। ৬০/১০

বিধি-বিধান

স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে (হারাম হওয়ার দিক থেকে) তুলনা করে যদি বলা হয়—‘তুমি

আমার জন্য আমার মায়ের মতো হারাম' তাহলে এটাকে 'জেহার' বলা হয়। জেহার করলে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ নিষিদ্ধ। তবে প্রত্যাহার করতে চাইলে কাফফারা দিতে হবে। জেহারের কাফফারা ক্রীতদাস মুক্ত করা। সামর্থ্য না থাকলে বিরতিহীন ষাটটি রোজা রাখতে হবে। সেই সামর্থ্যও না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে দুইবেলা খাবার খাওয়াতে হবে। এরপর দাম্পত্য-সম্পর্ক হালাল হবে। ৫৮/৩-৪

যুদ্ধ ব্যতীত কাফির-মুশরিকদের রেখে যাওয়া সম্পদকে 'ফাই' বলে। ফাই-এর সম্পদ রাসূল (সা.)-কে বণ্টনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৫৯/৭-৮

কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিমদের বিয়ে বৈধ নয়। স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে অপরজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। সে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ৬০/১০

জুমার আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করা কর্তব্য। এই সময় জুমার দিকে ধাবিত হতে হবে। ৬২/৯

ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক অটুট থাকুক। একান্ত বিচ্ছেদ করতে চাইলে কয়েকটি নীতিমালা দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছেদের পর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে চাইলে তিনটি ঋতু অতিক্রম করতে হয়। এই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়। ইদ্দত পালনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তালাক দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঋতুর আগে পবিত্র অবস্থায় (শারীরিক সম্পর্কের পূর্বে) তালাক দিতে হবে, যেন ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা যায়। ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ। তালাকের পর স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করতে হবে এবং ইদ্দতের সময়কার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হবে। আরেকটি মূলনীতি হলো, সব সময় প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিতে হবে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করতে চাইলে দুজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সামনে প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে (যদিও সাক্ষী রাখাটা আবশ্যক নয়, তবে উত্তম)। যাদের ঋতু হয় না, তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা। তালাক হয়ে গেলেও ইদ্দতের সময়কালে স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ, যথাযথ ভরণ-পোষণ প্রদান স্বামীর দায়িত্ব। ৬৫/১-৭

দৃষ্টান্ত

মুনাফিকদের আচরণকে শয়তানের আচরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায় অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে কেউ যখন বিপদে বা শাস্তির মুখোমুখি হয়, শয়তান তখন দায় অস্বীকার করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে। মুনাফিকদের দৃষ্টান্তও অনুরূপ। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী-মুশরিকদেরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। এরপর যখন সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তখন তারা পিছু হটে। ৫৯/১৬

রাসূলের আনুগত্যের গুরুত্ব

রাসূলের আনুগত্যই প্রকারান্তরে ইসলাম। নিচের দুটি আয়াতে ইসলামের করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। প্রথম আয়াত: 'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য রাসূলের (জীবন-দর্শন ও কর্মপন্থার) মধ্যে অনুপম আদর্শ রয়েছে'। ৬২/৬

দ্বিতীয় আয়াত: 'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা সেটাকে গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো'। ৫৯/৭

মুমিন নারীদের প্রতি প্রিয় নবীর ছয়টি নির্দেশ

মহান আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে মুহাজির নারীদের থেকে ছয়টি বিষয়ে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। (এক) শিরক না করা। (দুই) চুরি না করা। (তিন) ব্যভিচার না করা। (চার) সন্তান হত্যা না করা (জাহেলি যুগে কন্যা সন্তান হত্যার প্রথা ছিল)। (পাঁচ) মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া। (ছয়) ভালো কাজে রাসূলের অবাধ্য না হওয়া। ৬০/১২

মুহাজির-আনসারদের মর্যাদা ও আত্মত্যাগ

মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজিরদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের সম্পদ ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছেন কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায়। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যকারী এবং সত্যাশ্রয়ী। মদীনার আনসারীদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তারা আগে থেকে ঈমান এনেছেন এবং মক্কা থেকে আগত সাহাবীদের ভালোবাসেন। সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে আসা মুহাজিরদেরকে তারা নিঃসংকোচে সহযোগিতা করেন এবং অভাব-অনটন সত্ত্বেও অন্যের সহযোগিতাকে তারা অগ্রাধিকার দেন। ৫৯/৮-৯

মজলিসের শিষ্টাচার

প্রিয়নবীর মজলিশে একবার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূল (সা.) সবাইকে চাপাচাপি করে বসতে বললেন। তাতেও সবার জায়গা হলো না। তখন রাসূল (সা.) কয়েকজনকে উঠে অন্যদের বসার জায়গা দিতে বললেন। এদিকে মজলিশে ছিল কয়েকজন ছদ্মবেশী মুসলিম (মুনাফিক)। তারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাবান সাহাবীদের বসতে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ নির্দেশ নাযিল করলেন: 'তোমরা মজলিশে অন্যদের স্থান সংকুলান করে দিও। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দিবেন। আর যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে'। এ আয়াতে মজলিশে অন্যদের বসতে দেওয়ার শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে। আর বয়স্ক ও মর্যাদাবানদের জন্য প্রয়োজনে উঠে গিয়ে স্থান করে দেওয়ার ভদ্রতাও শেখানো হয়েছে। ৫৮/১১

চারজন নারীর দৃষ্টান্ত

মহান আল্লাহ চারজন নারীর উদাহরণ দিয়েছেন। দুইজন মন্দ নারীর উদাহরণ। তারা হলো নূহ ও লূত (আ)-এর স্ত্রী। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল। নবীপত্নীর পরিচয়ও কৃতকর্মের পরিণতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। আর অপর দুইজন মুমিন ও সৎকর্মশীল নারীর উদাহরণ। তারা হলেন ফিরাউনের স্ত্রী (আসিয়া) ও মারইয়াম, যিনি ঈসা (আ.)-এর মা। ফিরাউনের নির্যাতনের সময় আসিয়া জান্নাতে গৃহ নির্মাণ ও জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি চেয়ে দোয়া করেন। আর মারইয়াম সতিত্ব হেফাজতকারী, আল্লাহর বাণীসমূহে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আল্লাহর অনুগত বান্দী ছিলেন। ৬৬/১০-১২

অমুসলিমদের সাথে আচরণ

যেসব অমুসলিম মুসলমানদেরকে ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি এবং ধর্মযুদ্ধে বাধ্য করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। বরং তিনি ন্যায়নিষ্ঠদের পছন্দ করেন। ৬০/৮

লাভজনক বাণিজ্য

আল্লাহ মুমিনদেরকে আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষাকারী বাণিজ্যের আহ্বান করেছেন। সে বাণিজ্যের বিনিয়োগ হলো, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এতে তিন ধরনের লাভ হবে। এক. আল্লাহর ক্ষমা লাভ। দুই. জান্নাত লাভের মহাসাফল্য। তিন. আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও বিজয়। ৬১/১০-১৩

আজকের শিক্ষা

সৃষ্টিজগতে এমন কোনো জায়গা নেই, যা আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাহিরে। সুতরাং মানুষ জনসমাগমে বা নির্জনে, খোলা আকাশের নিচে কিংবা গুহার অভ্যন্তরে, যেখানেই সে যা কিছু বলুক অথবা করুক, সে আল্লাহর জ্ঞানের বাহিরে নয়। মানুষ ভালোমন্দ যা-ই করুক কিয়ামতের দিন তিনি তা জানিয়ে দিবেন এবং বিনিময় বুঝিয়ে দিবেন। ৫৮/৭

যারা ঈমানদার ও ইলমের অধিকারী (জ্ঞানী), তাদেরকে আল্লাহ বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন। ৫৮/১১

আল্লাহর আলো কেউ কখনো নেভাতে পারবে না। কাফিররা আল্লাহর আলোকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই। ৬১/৮

মুমিনদেরকে আল্লাহ সতর্ক করেছেন, যেন সম্পদ বা সন্তান তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ

থেকে বিমুখ করে না দেয়। অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৬৩/৯

আল্লাহর নির্দেশিত পথে দানের গুরুত্ব এত বেশি যে, মৃত্যু আসার পর অবিশ্বাসী ও কৃপণরা বলবে, হে আল্লাহ, আমার মৃত্যু আরেকটু পিছিয়ে দিলে না কেন! তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। ৬৩/১০

যারা তাকওয়া অবলম্বন (অর্থাৎ আল্লাহকে যথাযথ ভয় এবং তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য) করবে, তারা যত বিপদেই পড়ুক না কেন, যত সমস্যার মুখোমুখিই হোক না কেন, আল্লাহ তাদের পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেবেন এবং কল্পনাতীত উপায়ে রিযিক দান করবেন। ৬৫/২-৩

যেসব স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহর নাফরমানির পথে চলতে উৎসাহিত বা পরিচালিত করে, তারা মুমিনের শত্রুতুল্য। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য (ভুল বুঝতে পারলে) ক্ষমার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। ৬৪/১৪

মুসলিম কখনো আত্মকেন্দ্রীক হবে না, বরং পরিবার ও প্রতিবেশীদের কথাও ভাববে। মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা বাঁচাও'। ৬৬/৬

মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ, তারা যেন তাওবায়ে নাসূহা করে। তাওবায়ে নাসূহা অর্থ খাঁটি তাওবা। যে তাওবার পর ব্যক্তি আর সেই অন্যায়ে লিপ্ত হবে না, সেটাই তাওবায়ে নাসূহা বা খাঁটি তাওবা। ৬৬/৮

আজকের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। ৫৯/১০

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আলোকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। ৬৬/৮

২৬তম তারাবীহ

২৬তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ২৯ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা মুলক, কলম, হাক্কাহ, মাআরিজ, নূহ, জিন, মুযযাম্মিল, মুদ্দাসসির, কিয়ামাহ, দাহর ও মুরসালাত।

ঘটনাবলি

নূহ (আ.)-এর ঘটনা কুরআনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাসমূহের একটি। অন্যান্য সূরায় নূহ (আ.) ও তার জাতি সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড আলোচনা থাকলেও সূরা নূহের পুরো অংশ আলোকিত হয়ে আছে আল্লাহর এই প্রিয় রাসূলের আলোচনায়। আল্লাহর নবী নূহ (আ.) স্বজাতিকে নিরলসভাবে টানা সাড়ে নয়শ বছর তাওহীদের দাওয়াত দেন। সুদীর্ঘ সময়ের এ দাওয়াতে একশজন মানুষও তার প্রতি ঈমান আনেনি। তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি। কখনো রাতে কখনো দিনে, কখনো প্রকাশ্যে কখনো গোপনে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি স্বজাতিকে স্মরণ করাতে থাকে আল্লাহর অনুগ্রহরাজি। আর তার জাতি দাওয়াত না শোনার জন্য কানে আঙুল দিয়ে রাখত। কখনো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত শরীর। মোটকথা, তারা অবাধ্যতায় অটল রইল। ক্রমাগত তাদের অহংকার প্রদর্শিত হতে থাকল। তারা পরস্পরকে বলত, তোমরা কস্মিনকালেও নূহের কথায় নিজেদের উপাস্য তথা 'ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে' পরিহার করবে না। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে নূহ (আ.) আল্লাহর আযাব প্রার্থনা করলেন। অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের পরিণামে তারা মহাপ্লাবনের ডুবে মরল। এরপর শুরু হয় তাদের বারযাখী জীবনে জাহান্নামের আযাব। নূহ (আ.)-এর ধৈর্য, নিরলস পরিশ্রম এবং দায়িত্ব পালনের অটলতা আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা। দীর্ঘকাল পরে হলেও আল্লাহর গযব প্রমাণ করে, তিনি ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। ৭১/১-২৮

বাগানের মালিক সম্পদের হক আদায় না করায় অর্থাৎ গরিব-দুঃখীকে তাদের প্রাপ্য না দেওয়ায় বাগান মালিকের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে সূরা কলমে। ৬৮/১৭-৩৩

সূরা মুলকের দুই আলোচ্য বিষয়

মুলক মানে রাজত্ব। সূরা মুলকে প্রধানত দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত,

আল্লাহর রাজত্ব, তার নিখুঁত সৃষ্টি ও অনুগ্রহের বর্ণনা। আর দ্বিতীয়টি হলো, কিয়ামত ও আখিরাতের আলোচনা। শুরুতে মরণ ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণা করা হয়েছে। বান্দার মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সাত আকাশ নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর আকাশকে বহু নক্ষত্র দিয়ে সাজিয়েছেন। জমিনকে চলাচল ও বাসযোগ্য করেছেন, আকাশে পাখিদের ওড়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। অবিশ্বাসীদের যখন নিকৃষ্ট ঠিকানা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা ভয়ংকর গর্জন শুনতে পাবে এবং জাহান্নাম থাকবে উদ্বেলিত। যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে—এমন অবস্থা হবে জাহান্নামের। নিক্ষেপের সময় প্রহরীরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি সতর্ককারী আসেনি? তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। ৬৭/১-৩০

তিনটি সূরার পুরো অংশ জুড়ে কিয়ামতের যৌক্তিকতা ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে

সূরা হাক্কাহ: এই সূরার শুরুতে কিয়ামতের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে আদ-ছামূদ জাতির কিয়ামত অস্বীকারের পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। মহানাদের ভীষণ বিপর্যয় দ্বারা ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। আর আদ জাতিকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়। সে ঝড় টানা সাতরাত আটদিন তাদের ওপর বইতে থাকে। ঝড়ের আঘাতে তারা ফাঁপা খেজুর গাছের মতো নির্জীব পড়ে ছিল। মহাপ্রলয়ের সময় প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হলে পৃথিবী ও পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ ফেটে হয়ে যাবে চৌচির। ফেরেশতাগণ কিনারায় অবস্থান করবেন। আটজন ফেরেশতা বহন করবে আল্লাহর আরশ। সেদিন এমনভাবে সবাইকে হাজির করা হবে যে, কোনো গোপন বিষয় গোপন থাকবে না। সেদিন যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা আনন্দে মানুষকে ডেকে ডেকে বলবে, এই যে আমার আমলনামা! তোমরা পড়। আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম, আমাকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সুউচ্চ জান্নাতে ভোগ-বিলাসে থাকবে। আর যাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে, তারা আফসোস করে বলবে, হায়! যদি আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি আমার আমলনামা জানতেই না পারতাম! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত! সম্পদ আমার কোনো উপকার করেনি। শেষ হয়ে গেছে আমার ক্ষমতা। এই শ্রেণীর লোকদের পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়ে বলা হবে, এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। তারপর সত্তর হাত শেকল দিয়ে গেঁথে দাও। দুনিয়াতে এরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, মিসকীনদের খাবার দেয়নি। সুতরাং আজ তাদের কোনো বন্ধু থাকবে না। তারা নোংরা পানি ছাড়া কোনো খাবার পাবে না। ৬৯/১-৩৭

সূরা কিয়ামাহ: নামেই যে সূরার পরিচয়। আখিরাত ও প্রতিদান দিবস সম্পর্কে লোমহর্ষক, বিবেকজাগানিয়া বর্ণনা উঠে এসেছে এই সূরায়। কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করে অবিশ্বাসীরা পালাতে চাইবে। কিন্তু কস্মিনকালেও তারা পালাবার জায়গা পাবে না। বরং মহান রবের কাছেই সেদিন ধর্না দিতে হবে। সেদিন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে, দুনিয়াতে সে কী করেছে আর কী করেনি। উন্মুক্ত হৃদয় দিয়ে শুধু সম্পূর্ণ সূরার অনুবাদ পাঠ করলেও আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমানের পারদ অনেক উপরে ওঠে যাবে।

সূরা মুরসালাত: এই সূরায় মহান আল্লাহ পাঁচবার শপথ করে বলেছেন, প্রতিশ্রুত কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। সেদিন তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে, আকাশকে করা হবে বিদীর্ণ, পাহাড়সমূহ হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। সেদিন রাসূলগণকে একত্র করা হবে। এই সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের যৌক্তিকতা ও অনিবার্যতা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ও বিশ্বাসীদের পুরস্কারের বর্ণনাও রয়েছে। এই সূরার বিভিন্ন স্থানে কিয়ামতের নিদর্শন এবং কাফিরদের বিশ্বাস ও কর্ম উল্লেখের পর দশবার বলা হয়েছে, '(কিয়ামতের ব্যাপারে) মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস-দুর্ভোগ অবধারিত'। সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে সূরাটি পাঠ করলে আখিরাতের প্রতি ঈমান বহুগুণ বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ৭৭/১-৫০

সূরা জিনের বিষয়বস্তু

মানুষের মতো জিনও আল্লাহর সৃষ্টি। তারা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। তারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে, এমনকি বাতাসেও মিশে যেতে পারে। বিজ্ঞান এখনো জিনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু কুরআনের অনেক মহাসত্য বহুকাল পর মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে। প্রিয়নবী যখন মুশরিকদের কুফর ও সীমালঙ্ঘনে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, তখন জিনদের একটি দল রাসূলের পেছনে সালাত আদায় করে এবং কুরআন তিলাওয়াত শুনে আবেগাপ্লুত হয়। তারা তাওহীদের স্বীকৃতি দেয় এবং জানায় যে, মানুষদের অনেকে জিনদের আশ্রয় নেওয়ায় তারা অহংকারী হয়েছে। জিনদের মধ্যে ভালো যেমন আছে, মন্দও আছে। প্রিয়নবী যখন সালাতে দাঁড়ালেন, তখন এতো বেশি জিন উপস্থিত হলো, যেন তারা প্রিয়নবীর ওপর ভেঙে পড়বে। রাসূলকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, তিনি যেন বলে দেন, আমি কেবল আল্লাহকেই ডাকি, তার সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি তোমাদের ক্ষতি কিংবা লাভ কোনোটিই করার ক্ষমতা রাখি না। সূরার শেষে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বর্ণনা এবং গায়েবের জ্ঞান সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৭২/১-২৮

সূরা দাহরের বিষয়বস্তু

শুরুতেই মানুষ সৃষ্টির তত্ত্ব এবং কর্মগুণে মানুষের শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হয়েছে। মানুষ

এক সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আল্লাহ তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন করেছেন। এরপর মানুষের মধ্য থেকে কতক কৃতজ্ঞ হয়েছে, আর কতক হয়েছে অকৃতজ্ঞ। অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ শেকল, বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করেছেন। আর নেককারদের জন্য থাকবে জান্নাতের অভাবনীয় নিয়ামতসমূহ। ৭৬/১-২২

সূরা মুযযাম্মিলের বিষয়বস্তু

সূরা মুযযাম্মিল ইসলামের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোর একটি। ইসলামের প্রথম যুগে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল না। সে সময়, এই সূরায় তাহাজ্জুদ সালাতকে রাসূলের ওপর ফরয করা হয়। তিনি রাতের প্রায় পুরোটা সময় তাহাজ্জুদে নিমগ্ন থাকতেন। এতে তার উভয় পা ফুলে যেত, কখনো রক্ত বের হতো। পরববর্তীতে সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ার বিধান শিথিল করা হয়।

সূরা মুদ্দাসসিরের বিষয়বস্তু

সূরা মুদ্দাসসিরও প্রথম দিকে অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। এ সূরার প্রথমে আল্লাহর পথে ভীতি প্রদর্শন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, সতর ঢাকা, পবিত্রতা অর্জন, শিরক বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলকে (সা.) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ এক ব্যক্তিকে অঢেল সম্পদ, সন্তান ও বিপুল ক্ষমতা দান করেছিলেন। অথচ সে ছিল আল্লাহর অবাধ্য। রাসূল (সা.)-কে সে জাদুকর বলত। অবাধ্যতার কারণে অচিরেই আল্লাহ তাকে সাকারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করাবেন। সেখানকার আগুন তার চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে। সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, সূরা মুদ্দাসসিরে বর্ণিত এই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হলো ওলীদ ইবনে মুগীরা।

আদেশ

- সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করা। ৬৯/৫২
- উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করা। ৭০/৫
- আল্লাহর ইবাদত করা, তাকে ভয় করা এবং রাসূলের আনুগত্য করা। ৭১/৩
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৭১/১০
- তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা। ৭৩/২-৪
- ধীর-স্থির ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা। ৭৩/৪

- রবের নাম স্মরণ করতে থাকা। ৭৩/৮
- আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্তে নিমগ্ন থাকা। ৭৩/৮
- সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেওয়া। ৭৩/২০
- মানুষকে (জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করা। ৭৪/২
- প্রতিপালকের বড়ত্ব ঘোষণা করা। ৭৪/৩
- পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা। ৭৪/৪
- শিরক থেকে দূরে থাকা। ৭৪/৫
- প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবর করা। ৭৪/৭
- রাতের কিছু অংশে সালাত আদায় করা এবং দীর্ঘরাত তাসবীহতে রত থাকা। ৭৬/২৬

নিষেধ

- মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ না করা। ৬৮/৮
- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ৭২/১৮
- ফাসেক কিংবা কাফিরের অনুসরণ না করা। ৭৬/২৪

জান্নাতী-জাহান্নামীর কথোপকথন

জান্নাতীরা পাপিষ্ঠদের জিজ্ঞেস করবে, কোন বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না। মিসকীনকে খাবার দিতাম না। আর সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম। প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে মৃত্যু এসে গেল। ৭৪/৪০-৪৯

জান্নাতীদের আট বৈশিষ্ট্য

(এক) তারা নিয়মিত সালাত আদায় করে। (দুই) তাদের সম্পদে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক থাকে। (তিন) তারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে জানে। (চার) তারা প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে বিনীত থাকে। (পাঁচ) তারা ইজ্জত ও চরিত্র হেফাজত করে। (ছয়) তারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (সাত) তারা সাক্ষ্য যথাযথভাবে দান করে। (আট) তারা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। এইসব গুণের অধিকারীরা জান্নাতে

সম্মানজনকভাবে থাকবে। ৭০/২২-৩৫

ইস্তিগফারের পাঁচটি উপকারিতা

আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করলে (এক) আল্লাহ ক্ষমা করবেন। (দুই) অজস্র ধারায় উপকারী বৃষ্টি দান করবেন। (তিন) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন। (চার) বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন। (পাঁচ) নদ-নদীর ব্যবস্থা করবেন। ৭১/১০-১২

প্রিয়নবীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের চরিত্র

যারা প্রিয়নবীর বিরুদ্ধাচরণে নেতৃত্ব দিত এবং শত্রুতায় অগ্রগামী ছিল, তাদের অনেকের চরিত্র ছিল খুবই নিচু পর্যায়ের। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা অধিক শপথকারী ও হীন প্রকৃতির। নিন্দা আর চোগলখুরি করে বেড়ানো তাদের কাজ। ভালো কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। রূঢ় স্বভাবের ও কুখ্যাত। ৬৮/১০-১৩

আজকের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তার পদাঙ্ক অনুসরণেই মানুষ সর্বোন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে। ৬৮/৪

কিয়ামতের দিন 'গোছা' উন্মুক্ত করা হবে এবং সবাইকে সিজদার জন্য ডাকা হবে। উল্লেখ্য, 'গোছা উন্মুক্ত করা'-এর মর্ম একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন। কোনো সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য নেই। সেদিন মুমিনগণ, পৃথিবীতে যারা সিজদা করেছে, তারা ব্যতীত কাফির ও মুনাফিকরা সিজদা করতে চাইলেও করতে পারবে না। ৬৮/৪২-৪৩

কুরআনের বাণী অস্বীকারকারীদেরকে মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান, তারা টেরও পায় না। আযাব গ্রাস করছে না দেখে তারা অনেক সময় নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে। অথচ আল্লাহ ঢিল দিয়ে রাখেন, কিন্তু তার কৌশল অত্যন্ত কঠিন ও মজবুত। ৬৮/৪৪-৪৫

প্রকৃত পুণ্যবান ও নেককার তারা, যারা মানুষকে খাদ্য দান করে (কোনো উপকার করে) বলে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তোমাদেরকে খাবার দিয়েছি (উপকার করেছি)। তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান, এমনকি কৃতজ্ঞতাও আমরা আশা করি না। উল্লেখ্য, উপকারভোগীর কৃতজ্ঞতার মানসিকতা থাকা উচিত, সেটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু দানকারী কখনো উপকারভোগীর কাছে স্বীকৃতি বা প্রশংসা পাওয়ার আশা করবে না। এটাই জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য। ৭৬/৮-৯

২৭তম তারাবীহ

২৭তম তারাবীহ জুড়ে আছে কুরআনের ৩০ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা নাবা, নাযিআত, আবাসা, তাকভীর, ইনফিতার, মুত্বাফফিফীন, ইনশিক্বাক্ব, বুরূজ, ত্বারিক্ব, আ'লা, গাশিয়াহ, ফাজর, বালাদ, শামস, লাইল, দুহা, ইনশিরাহ, ত্বীন, আলাক্ব, ক্বদর, বাইয়িনাহ, যিলযাল, আদিয়াত, ক্বারিআহ, তাকাছুর, আসর, হুমাযাহ, ফীল, কুরাইশ, কাউসার, মাউন, কাফিরূন, নাসর, মাসাদ, ইখলাস, ফালাক্ব এবং সূরা নাস।

ত্রিশতম পারা হলো কুরআনুল কারীমের শেষ পারা। এই পারার বেশিরভাগ সূরাসমূহে মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের যৌক্তিকতা, অনিবার্যতা ও আখিরাতের বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে।

ঘটনাবলি

ঈসা (আ)-এর পরবর্তী যুগে এক মুশরিক ও জালিম শাসক তাওহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং তাওহীদের অনুসারী এক ধর্মযাজক ও তার বালক শিষ্যকে হত্যা করে। বালকের কারামত (অলৌকিককত্ব) দেখে বহু মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হলে সেই শাসকের নির্দেশে অনেকগুলো অগ্নিগহ্বর তৈরি করা হয়। তাতে মুমিনদের নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় অত্যন্ত নির্মমভাবে। মহান আল্লাহ এই মজলুম মুমিনদের জান্নাতের আর অত্যাচারী পাপিষ্ঠদের জাহান্নামের আগুনের শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। ৮৫/১-১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের বছর হস্তিবাহিনীর ঘটনা ঘটে। প্রিয়নবীকে সেই ঘটনা উল্লেখ করে সান্ত্বনা ও সাহস যোগানো হয়েছে। ইয়ামেনের শাসক আবরাহা মক্কার কাবার প্রতি মানুষের ভালোবাসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ইয়ামেনে একটি জমকালো গির্জা তৈরি করে। সবাইকে সেই গির্জায় ইবাদত করার নির্দেশ দেয় সে। বিকল্প কাবা তৈরিকে আরবের লোকেরা ভালোভাবে নেয়নি। ক্ষুব্ধ জনতার কেউ একজন গির্জায় মলত্যাগ করলে আবরাহা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে সে মক্কায় আসে কাবাঘর ধ্বংস করতে। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এলে আল্লাহর প্রেরিত একঝাঁক পাখির আক্রমণের শিকার হয় হস্তিবাহিনী। প্রত্যেক পাখির মুখে ছিল তিনটি করে কঙ্কর। পাখিদের নিক্ষিপ্ত কঙ্কর বিষাক্ত বোমার মতো কাজ করে। মক্কার প্রান্তরে আবরাহার হস্তিবাহিনী করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে; এমনকি তারা ভক্ষিত তৃণের মতো হয়ে যায়। ১০৫/১-৫

ঈমান-আকীদা

কিরামান-কাতেবীন : মানুষের ভাল-মন্দ, যাবতীয় আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রত্যেকের সাথে দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। এই শ্রেণীর ফেরেশতাদের বলা হয় কেরামান কাতেবীন বা সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড তারা জানেন এবং সংরক্ষণ করেন। এভাবেই আমাদের আমলনামা প্রস্তুত হয়। ৮২/১১-১২

ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীন : নেককার ও পুণ্যবানদেরদের আমলনামা থাকে ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে। আর সিজ্জীনে থাকে কাফিরদের আমলনামা। মৃত্যুর পর তাদের রূহও সেখানেই থাকে। ৮৩/৭-২১

সূরা নাবা'র সার-সংক্ষেপ

নাবা অর্থ সংবাদ। এখানে সংবাদ বলতে মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের সংবাদ উদ্দেশ্য। মুশরিকরা কিয়ামতের সত্যতা নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। তাদের সংশয় খণ্ডন করে বলা হয়েছে, অচিরেই তারা কিয়ামত প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এরপর আল্লাহর সুনিপুণ সৃষ্টির বিবরণ উল্লেখ করার মাধ্যমে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। তারপর নির্ধারিত সময়ে পুনরুত্থান এবং শিঙ্গায় ফুৎকার-পরবর্তী পরিস্থিতি ও জাহান্নামে কাফিরদের দুরবস্থতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর মুত্তাকীদের সার্থকতা ও জান্নাতে তাদের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতমূহের বিবরণ উঠে এসেছে। সবশেষে কিয়ামতের দিন সব কিছুতে আল্লাহর রাজত্ব প্রকাশ, প্রত্যেককে যার যার প্রাপ্য প্রতিদান বুঝিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। যেসব পশু-পাখি ও জীবজন্তু পরস্পরের প্রতি জুলুম করেছিল তাদের বিচার ও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা শেষে তাদের মাটি হয়ে যাওয়া দেখে কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! ৭৮/১-৪০

সুরা নাযিআতের সার-সংক্ষেপ

প্রাণহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফিরদের প্রাণ কেড়ে নেয় অত্যন্ত ভয়াবহভাবে। আর মুমিনদের জান কবজ করে পরম কোমলতার সাথে। এমন ফেরেশতাদের নামে পাঁচটি শপথ করে বলা হয়েছে, পরপর দুটি প্রকম্পণকারী শিঙ্গাধ্বনি সবকিছুকে কাঁপিয়ে দেবে। সেদিন মানুষের অন্তরসমূহ সন্ত্রস্ত ও চোখসমূহ অবনত থাকবে। তারপর কাফিরদের মহাপ্রলয় নিয়ে সংশয় ও তার অপনোদন করা হয়েছে। মাঝে ফিরাউনের প্রতি মূসার দাওয়াতের ঘটনার নির্যাস তুলে ধরার পর মানুষের চেয়েও আল্লাহর বড় বড় সৃষ্টির উল্লেখ করে পুনরুত্থান যে কঠিন কিছু নয়, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শেষে আবারো কিয়ামতের আলোচনা করা হয়। সেই মহাবিপর্যয়ের দিন মানুষ যার যার কৃতকর্মের কথা স্মরণ করবে। সেদিন অবাধ্য ও

পার্থিব জীবনকে প্রাধান্যদানকারীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর আল্লাহভীরু ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিবৃত্তকারীর ঠিকানা জান্নাত হবে। কাফিরদের কিয়ামতের সময়কাল-বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, নবীজি কেবল সতর্ককারী। মহাপ্রলয়ের সময়জ্ঞান শুধু আল্লাহ সংরক্ষণ করেন। যেদিন তা আসবে, সেদিনের বিভীষিকার কারণে মানুষের মনে হবে তারা দুনিয়ায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অবস্থান করেছে। ৭৯/১-৪৬

সূরা আবাসা ও একটি শিক্ষা

আল্লাহর রাসূল কাফির নেতাদের সাথে ইসলামের দাওয়াত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় বৈঠকের বৃত্তান্ত না জানা অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মজলিশে এসে দীনি বিষয়ে জানতে চান। এতে প্রিয়নবী কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করলে মহান আল্লাহ তাকে অগ্রাহ্যকারীদের চেয়ে আগ্রহী ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব এবং সময় দেওয়ার পরামর্শ দেন। ৮০/১-১২

ত্রিশতম পারার প্রধান আলোচ্য বিষয় কিয়ামত ও প্রতিদান দিবস

আখিরাতের প্রতি ঈমান বৃদ্ধি এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে সূরা গাশিয়াহ অতুলনীয়। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সূরাটি নিয়মিত জুমা ও ঈদের সালাত-সহ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিলাওয়াত করতেন। যখন সবকিছুকে আচ্ছন্নকারী কিয়ামত আসবে, পাপিষ্ঠদের চেহারা হবে সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে, তাদের পানীয় হবে গরম প্রস্রবনের ফুটন্ত পানি, আর খাদ্য হবে কাঁটাবিশিষ্ট বিষাক্ত গুল্ম, যা না পুষ্টির যোগান দেবে, না ক্ষুধা মেটাবে। পক্ষান্তরে বহু চেহারা থাকবে সজীব, নিজেদের কৃত আমলের বিনিময়ে থাকবে সন্তুষ্ট। সুউচ্চ জান্নাতীদের নিয়ামতের বর্ণনার পর মহান আল্লাহ তার সুনিপুণ সৃষ্টির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর নির্দেশনা দিয়েছেন। কীভাবে তিনি উট সৃষ্টি করেছেন, কীভাবে আকাশকে সুউচ্চ করা হয়েছে, কীভাবে পাহাড়সমূহকে প্রোথিত করা হয়েছে, কীভাবে ভূমিকে সমতল ও বাসযোগ্য করা হয়েছে—সৃষ্টির এইসব নৈপুণ্য আল্লাহর একত্ববাদ এবং পুনরুত্থানের সম্ভব্যতার সাক্ষ্য দেয়।

উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূল (সা.)-কে নির্ভার থাকতে বলা হয়েছে। কারণ কাউকে বাধ্য করা তার কাজ নয়। যারা অবাধ্য হবে তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন। ৮৮/১-২৬

সূরা তাকভীরের মূল প্রতিপাদ্যও কিয়ামত। যেদিন সূর্যকে ভাঁজ করে আলোহীন করে ফেলা হবে, তারকাসমূহ দীপ্তহীন হয়ে পড়বে, পর্বতসমূহ সঞ্চালিত করা হবে, দশমাসের গর্ভবতী উটনীও (লোভনীয় সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও) উপেক্ষিত হবে, বন্য পশুসমূহকে একত্রিত করা হবে, যখন সাগরসমূহকে অগ্নিউত্তাল করা হবে, আত্মাসমূহ

পুনঃসংযোজিত হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিক কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো, যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে, যখন আসমানের আবরণ সরিয়ে দেওয়া হবে, যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে, যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে—সেদিন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কী আমল নিয়ে এসেছে। মহান আল্লাহ কিয়ামতের বারোটি অবস্থা উল্লেখ করে যে কথাটি বলেছেন তার গুরুত্ব কতখানি সেটা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কর্মফল ও প্রতিদান দিবস মাথায় রেখে প্রতিটা কদম ফেলা উচিত, প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করা উচিত। ৮১/১-১৪

সুরা যিলযাল, আদিয়াত ও কারিআহ-এর মূল বিষয়ও কিয়ামত। এগুলোতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, সেদিন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে, মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করবে, পাহাড়গুলো ধূনিত পশমের মতো উড়তে থাকবে এবং মানুষের ভালোমন্দ সকল কাজ প্রকাশ পাবে। সেদিন যার ভালো কাজের পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাত লাভ করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে উত্তপ্ত আগুন বা জাহান্নাম। ৯৯/১-৮, ১০০/৯-১১, ১০১/১-১১

হেরা গুহায় সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হওয়া প্রথম শব্দ হলো 'পড়ো। ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব যে কত বেশি এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া এই আয়াতসমূহে জ্ঞানার্জনের উপকরণ কলমেরও উল্লেখ আছে। এ থেকেও ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

আদেশ

- কাফিরদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করা। ৮৪/২৪
- সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করা। ৮৭/১
- উপদেশ দান করা। ৮৭/৯
- আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্বীকার ও প্রকাশ করা। ৯৩/১১
- স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করা। ৯৪/৮
- আল্লাহর নামে পড়া। ৯৬/১
- সিজদাহ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। ৯৬/১৯
- কুরবানী করা। ১০৮/২
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ১১০/৩

নিষেধ

- এতীমের প্রতি কঠোরতা না করা। ৯৩/৯
- ভিখারীকে ধমক না দেওয়া। ৯৩/১০

কিয়ামতের দিন মুক্তিপ্রাপ্ত ও জাহান্নামী চেনা যাবে যেভাবে

কিয়ামতের দিন সৎকর্মশীল ও জান্নাতীদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে, তাদের হিসাব গ্রহণ হবে সহজ এবং তারা নিজ পরিবারের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদের আমলনামা দেওয়া হবে পেছন দিক থেকে (বাম হাতে)। তারা মনের দুঃখে নিজেদের মৃত্যু কামনা করবে। এই শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করত। তারা পরকালকে বিশ্বাস করত না। ৮৪/৭-১২

যে কথা বলতে একসঙ্গে বেশি সংখ্যক শপথ করেছেন আল্লাহ

কুরআনে একসঙ্গে এগারো বার শপথের ঘটনা ঘটেছে শুধু সূরা শামছে। এক সঙ্গে এতবার শপথ আর কোথাও করেননি আল্লাহ। মহান আল্লাহ বড় বড় সৃষ্টিসমূহের নামে শপথ করে যা বলেছেন তা হলো, যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করল, সে (প্রকৃত) সফল ও সার্থক, পক্ষান্তরে যে নিজের আত্মাকে কলুষিত করল, সে (চূড়ান্ত) ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ। এ থেকে বোঝা যায় প্রতিনিয়ত সংশোধনের মাধ্যমে মন্দ কাজ পরিহার এবং ভালো কাজ দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করা একজন আখিরাতবিশ্বাসী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ৯১/১-১০

ভালো ও মন্দের বিচারে তিন প্রকারের আত্মার উল্লেখ রয়েছে কুরআনে। প্রথমত, নাফসে আম্মারাহ অর্থাৎ মন্দ কাজের প্ররোচক আত্মা। দ্বিতীয়ত, নাফসে লাউয়ামাহ অর্থাৎ (পাপে লিপ্ত হওয়ার পর নিজেকে) ভৎর্সনাকারী আত্মা। তৃতীয়ত, নাফসে মুতমাইন্নাহ অর্থাৎ (আল্লাহর ইবাদতে) প্রশান্ত আত্মা। তৃতীয় প্রকার আত্মার অধিকারী মানুষকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও আস্থাভাজন হয়ে এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। ১২/৫৩, ৭৫/১, ৮৯/২৭-৩০

সূরা ইখলাস ও কুরআনের শেষ দুই সূরার মর্যাদা

সূরা ফাতিহার পর দিবারাত্র কুরআনের যে অংশ সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াত করতে হয় তা হলো সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস। রাসূল (সা.) প্রত্যেক সালাতের পর এই তিন সূরা একবার পাঠ করতেন। আর সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করলে সকল ক্ষতি থেকে আল্লাহর সুরক্ষা লাভ করা যায়। রাতে ঘুমানোর আগেও এই সূরাদ্বয় তিনবার পাঠ করা সুন্নাহ। সূরা ইখলাস একমাত্র সূরা, যে সূরায় শুধু আল্লাহর একত্ববাদ নিয়ে আলোচনা

করা হয়েছে। এই সূরার ভালোবাসা জান্নাতে প্রবেশের কারণ। এটিকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে হাদীসে।[১] আর ফালাক্ব ও নাসকে বলা হয় মুআওয়াযাতাইন। অর্থাৎ যে দুই সূরা দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। প্রিয় নবীকে একজন ইহুদী ব্ল্যাক ম্যাজিক করলে সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয় এবং এগুলো পাঠের মাধ্যমে তিনি জাদু থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই সূরাদ্বয় সম্পূর্ণই দোয়ামূলক সূরা। সাধারণত মানুষ বা জিন শয়তানের প্ররোচনায় আমরা কুরআনের পথনির্দেশ থেকে বিচ্যুত বা বঞ্চিত হই। কুরআনের শেষ সূরায় এই উভয় শ্রেণীর প্রবঞ্চনাদানকারী থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। ১১৩/১-৫-১১৪/১-৬

আজকের শিক্ষা

কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন হবে যে, সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় থাকবে। আপন ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী এবং সন্তানকেও এড়িয়ে চলবে। প্রত্যেকে আশংকা করবে, কোনো এক আপনজন না জানি পুণ্যের ভাগ চেয়ে বসে বা কোনো পাপের বোঝা বহনের আবদার করে। ৮০/৩৪-৩৭

প্রতিদান ও কর্মফল দিবস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না, সেদিনের কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর। ৮২/১৭-১৯

সূরা বালাদে আল্লাহ কয়েকটি শপথ করে বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহ এবং সৌখিন মানুষের সুখভোগও এখানে পরিশ্রমসাধ্য। আখিরাতের নিয়ামতসমূহ পরিশ্রমসাধ্য হবে না। একই সূরায় মহান আল্লাহ আমাদের শরীরকাঠামোর নিয়ামতসমূহ নিয়ে ভাবনার দাওয়াত দিয়েছেন। ৯০/৪

ভালো-মন্দ সব কাজের পরিণামই মানুষ দেখতে পাবে। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কিংবা মন্দ কাজ করলে কিয়ামতের দিন মানুষ তা দেখতে পাবে। ৯৯/৭-৮

বছরের শ্রেষ্ঠ রাত হলো লাইলাতুল কদর। কদরের একটি রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। ৯৭/১-৫

যারা সালাতের বিষয়ে উদাসীন এবং যারা লোকদেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, তাদের দুর্ভোগ ও ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন আল্লাহ। ১০৭/৪-৭

---

[১] সহীহ বুখারী, ৫০১৩